বৃহৎ

হিন্দু-নিত্যকর্ম্ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

স্ত্রীলোক ও শূদ্রদিগের জন্য পৃথক্‌রূপে লিখিত

তত্ত্বব্যাখ্যা সহ স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা ও পূজা

এবং স্তবাদি সম্বলিত।

কলিকাতা—কাশীপুর নিবাসী সাহিত্যানুরাগী

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক

পৃষ্ঠ পোষিত।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক

বরাহনগর। পালপাড়া চতুষ্পাঠী হইতে প্রকাশিত

পঞ্চম সংস্করণ।

[illegible]তা। বরাহনগর হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা প্রেসে,

শ্রীবিনোদবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩৫ সাল, পৌষ

[মূল্য চ[illegible]

স্নেহাশীর্ব্বাদ।

কলিকাতা। কাশীপুর নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জমিদার শ্রীমান্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আপনি পৈত্রিক প্রতিষ্ঠিত শিবশিবার পদাশ্রিত হেতু শিবলিঙ্গ ও শিবপূজকের নিন্দা এবং অন্যান্য গ্লানিকর প্রবন্ধ সকল সংবাদ পত্রাদিতে পড়িয়া, প্রাণে ব্যথা পাওয়ায়, ঐ সকলের প্রতিবাদকল্পে কিছু লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অতএব ভগবদিচ্ছায় আপনারই প্রেরণায় আমার পুস্তক গুলিতে তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমি স্থূলভাবে যাহা কিছু লিখিয়াছি এবং লিখিব মনে করিয়াছি, তাহা আপনারই কল্যাণে ও উৎসাহে হইতেছে, সেজন্য আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। পাঠকগণও ইহা পাঠে তৃপ্তিবোধ করিলে, উক্ত উৎসাহ দাতার মঙ্গল কামনা করিবেন এবং সমাজের হিতার্থে পুস্তক গুলির বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টা পাইবেন, ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা।

শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন

বরাহনগর।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা। (তত্ত্বব্যাখ্যাদি সহ)

১২শ খণ্ড ২৸৹ আনা, প্রতি খণ্ড ।৹ চারি আনা।

২১শ সংস্করণ ১ম ভাগে, স্নান, তর্পণ, গায়ত্রী ও সন্ধ্যাতত্ত্ব, ত্রিবেদী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, নিত্য কাম্য পূজাদি। ২য়ে, সানুবাদ স্তব, শতনাম, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, গ্রহতত্ত্ব ও স্বস্ত্যয়নাদি। ৩য়ে, পরলোক ও শ্রাদ্ধতত্ত্ব, ব্যবস্থা ও মন্ত্রানুবাদ সহ পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ সমূহ এবং গয়াপদ্ধতি। ৪র্থে, সানুবাদ মাহিম্নঃ স্তব, আদিত্যহৃদয়, শনি ও গণেশ স্তব, রাহুকবচাদি এবং সপিণ্ডীকরণ, দশপিণ্ডাদি ও অশৌচ ব্যবস্থাদি। ৫মে, বিবাহ তত্ত্ব, সাম ও যজুর্ব্বেদী বিবাহপ্রয়োগ, স্ত্রীগমন। একাদশী ও উপবাসতত্ত্ব, দ্রব্যশুদ্ধি, রাস, দোল, স্নানকাষষ্ঠী পূজাদি। ৬ষ্ঠে যাবতীয় প্রায়শ্চিত্ত, গোতত্ত্ব, পূজাতত্ত্ব, ও সব্যবস্থা কালীপূজাদি। ৭মে, পুরশ্চরণ, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক ও বৃহন্নন্দিকেশ্বরোক্ত দুর্গোৎসবপূজাদি ও বৈধহিংসা তত্ত্ব। ৮ম ৯মে, সব্যবস্থা সটীক দশবিধ সংস্কার, বিদ্যারম্ভ, গৃহপ্রবেশাদি।

শেষ তিন খণ্ডে, সানুবাদ কথা সহ ব্রতমালা, পুষ্করিণী, বৃক্ষ ও দেবতা এবং ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠাদি, বৃষোৎসর্গ, চন্দনধেনু, বাস্তুযাগ, ও মন্ত্রবিচার সহ দীক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি আছে।

৫ম সং, বিরাটপর্ব্ব। অর্জ্জুনমিশ্র কৃত টীকাদি সহ দশ আনা।

সত্যনারায়ণ। ব্যবস্থা, পূজাদি রেবাখণ্ডীয় মূল ও ঐ পদ্যানুবাদ, রামেশ্বরী ও শঙ্কর কথ, ও শুভচনী ব্রতাদি সহ চারি আনা।

বৃহৎ হিন্দু-নিত্যকর্ম্ম স্ত্রীলোক ও শূদ্রদিগের জন্য পৃথক লিখিত। নিত্যকর্ম্মে উপাসনাতত্ত্ব, বাস্তুতত্ত্ব, পূজাতত্ত্ব ও অধিকারীতত্ত্ব সহ সানুবাদ যজুর্ব্বেদী তর্পণ, তান্ত্রিকী সন্ধ্যা এবং ...দি পূজা ও তান্ত্রিকী পূজাদি এবং স্বরাজ তত্ত্বাদি আছে। দুই খণ্ডে পূর্ণ ।৹ আট আনা।

সূচীপত্র

দ্বিতীয় ভাগ।

স্ত্রীলোক ও শূদ্রদিগের পাঠ্যাপাঠ্য নির্ণয়।

এই পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনীতে নিষিদ্ধ মন্ত্রাদি বা বেদ অপাঠ্যের কথা সাধারণতঃ লেখা হইয়াছে। অধোতব্যাং নচানোন—ইত্যাদি বচনদ্বারা স্ত্রী ও শূদ্রের পৌরাণিক মন্ত্র সমস্তই পাঠ্য হইয়াছে। "ব্রাহ্মণং বাচকং কুর্য্যান্নান্যবর্ণজ-মাদরাৎ।" এই বচন দ্বারা এক্ষণে অনেকে বলেন, শূদ্র এবং স্ত্রীলোক পুরাণের বাচক বা পাঠক হইবেন না, কিন্তু তাঁহারা নিজের জন্য পুরাণ ও গীতাদি পাঠ করিতে পারেন, যেমন দুর্গোৎসবে দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং—ইত্যাদি প্রদক্ষিণ শ্লোকটি সকলজাতীয় নরনারী পাঠ করেন। (১৯ পৃষ্ঠা দেখ)।

স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধমন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারাই পাঠ করান বিধি। স্নানের সংকল্প হইতে—"নমো নারায়ণায়" মন্ত্র পড়িয়া মস্তকে জল দান পর্য্যন্ত নিজে করিবে। "দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং সগোত্রধর্ম্মং নহি সন্ত্যজেচ্চ" ইত্যাদি প্রমাণ মনে করিয়াই বোধ হয় গঙ্গাতীর বাসীরা গঙ্গায় মুক্তি স্নান এবং মাকরী ও গঙ্গাদি তীর্থস্নানের কাম্য মন্ত্রাদি পাঠ করেন, তাঁহারা "বিষ্ণু-পাদ প্রসূতাসি"—ইত্যাদি নিত্যস্নান মন্ত্রই অপাঠ্য বলেন।

তর্পণে অসমর্থপক্ষে পিত্রাদির নাম গোত্রাদি উল্লেখে জলদান সকলেই নিত্য করিতে পারেন কিন্তু এক্ষণে অনেকে স্বজাতীয় পিতৃকুল ও নিজ পূর্ব্বপুরুষ ভাবিয়া যে বান্ধবা বান্ধবা বা ইত্যাদি মন্ত্র কয়েকটিও উচ্চারণ করিয়া জল দেন, আমিও এই পুস্তকে ঐগুলি লিখিয়াছি কিন্তু উহা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

নিজের জন্য যথাজ্ঞান স্তবাদি পাঠে কাহারই শুদ্ধাশুদ্ধ দোষ হয় না। মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে। দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।

নিত্যকর্ম্মে,—

উপাসনা তত্ত্ব † (উপকারিতা)।

উপ—সমীপে আসন অর্থাৎ যে কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরের সমীপে যাওয়া যায় বা অবস্থান করা যায়। এই চেষ্টা প্রত্যেক মানবেরই কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, ধর্ম্ম-অর্থে যে ধরে অর্থাৎ যাহাকে ধরিলে বা আশ্রয় করিলে কুপথ হইতে সে তোমাকে ধরিয়া আনে বা তোমাকে রক্ষা করে কিম্বা তোমাকে কুপথে যাইতে দেয় না। ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইলে, তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা দয়া ক্ষমা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি গুলি পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হওয়ায় মনুষ্যত্বের উন্নতি হয় এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি গুলি ক্ষীণ ও দমন থাকে সুতরাং মন সহজে কুপথে যায় না।

ধর্ম্মভাব প্রধান লোক সদাচার ও শিষ্টাচার প্রিয় এবং বিনীত ও শান্তিপরায়ণ হয়। ধার্ম্মিক লোকের মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল এবং তাঁহারা পরহিতে রত থাকেন, পরহিতকামী লোকের প্রতি ঈশ্বরও সদয় থাকেন *। রাজরাজেশ্বর ঈশ্বর যাঁহার প্রতি প্রসন্ন তাঁহার প্রতি (ঈশ্বরাধীন) সুর নর গ্রহ উপগ্রহগণও সদা পরিতুষ্ট (দ্বি ১৩ পৃষ্ঠা গ্রহতত্ত্ব দেখ) থাকায় তাঁহার দুঃসময়েও কষ্টবোধ হয় না এবং তাঁহার শত্রুও থাকে না। ভগবদ্বিশ্বাসী আস্তিক

---

† সৎকর্ম্মমালা ১ম ২য় ৩য় ভাগে এবং চণ্ডীতে বিশেষ আছে। এখানে স্ত্রী শূদ্রাদি সাধারণের জন্য সরলভাবে কিছু লেখা হইল।

* কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশেশঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতং॥

লোক কষ্টে পড়িলেও ঈশ্বরকে ভুলেন না বরং তাঁহাদের মন ভগবানের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হয় এবং সেই সময় তাঁহারা বাহুল্য ভাবেই স্তুতি নতি ও শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা দুর্ভাগ্যের ক্ষয় এবং সৌভাগ্য সঞ্চয় করিবার সুযোগ বোধ করেন।

যাঁহারা উপাসনা বর্জ্জিত অর্থাৎ ঈশ্বরবিমুখ, লোকে তাহাকে অধার্ম্মিক বা নাস্তিক বলে, অধার্ম্মিক লোকেরা অবিশ্বাসী এবং তাহারা কাম ক্রোধ ও লোভাদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, ইন্দ্রিয়াশক্ত লোকের চিত্ত সদা চঞ্চল থাকে এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়ভোগে বিঘ্ন ঘটিলে রোষ ও ক্ষোভের উদয় হয় এবং অধিক ভোগ হইতে তাহাদের নানা রোগেরও উদ্ভব হয় (ভোগে রোগ ভয়ং)। নাস্তিকের (যাহারা ঈশ্বরকে না মানে তাহাদের) জীবন শুষ্কবৎ নিরস, পরিত্রাতা নাই ভাবিয়া তাহারা সদা বিমর্ষ, বিশেষতঃ মৃত্যুকালে বড়ই হতাশ্বাস হইয়া পড়ে। ধর্ম্মহীন লোকেরা পশুর ন্যায় * তাহারা সদা দ্বেষ হিংসাদি দ্বারা লোকদিগকে পীড়ন এবং নিজেরাও প্রপীড়িত এবং সুখ শান্তি বিরহিত হইয়া পড়ে এবং তাহারা ন্যায় অন্যায় বোধ রহিত ও স্বেচ্ছাচারী এবং ভীতস্বভাব হয়।

অতএব পশুত্ব ঘুচাইয়া প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে, বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকেই ভজনা কর এবং ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম্মফল তাঁহাকে

* আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারিটি কার্য্য পশুরও আছে, মনুষ্যেরও আছে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকাই মানবের বিশেষত্ব সুতরাং ধর্ম্মহীন মানব পশুতুল্য।

অর্পণ করিলেই যাহাতে তোমার প্রকৃত মঙ্গল হয় সে বিবেচনা তিনিই করিয়া থাকেন, তোমার দুর্ব্বুদ্ধিনাশ এবং সদ্বুদ্ধির উদয় তিনিই করাইবেন, সদ্বুদ্ধিতে হিতাহিত বোধ জন্মিবে।

তুমি প্রতিদিন অন্ততঃ ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরকে ভজনা করিবে এবং শিশু যেমন সরলভাবে মায়ের নিকট সদা প্রার্থনা (বা আব্দার) করে, মা যেমন তাহাতে বিরক্ত হয়েন না, তুমিও সেইরূপ নিজের ও জগতের পাপ তাপ নাশের জন্য মঙ্গল কামনা করিবে, তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না এবং তোমার ঐকান্তিক প্রার্থনা নিশ্চয় পূরণ করিবেন *।

ঈশ্বর সদা সর্ব্বত্র বিরাজিত এবং অন্তর্যামী আত্মারূপে তোমার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন সুতরাং সদসৎ যে কোন কর্ম্ম তুমি কর বা মুখে বল তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে ও শুনিতে পান, অতএব তাঁহার নিকট কোন পাপকর্ম্ম গোপন করা যায় না ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিয়া সাবধান থাকিবে। বড় নিকটের বস্তুই দেখা যায় না, যেমন তোমার মুখ তুমি দেখিতে পাওনা সুতরাং জ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া, হৃদয় আধারে তাঁহাকে দেখ। ঈশ্বর জলে স্থলে মসজিদ ও মন্দিরে এবং সর্ব্বজীবে আছেন ভাবিয়া, কোন স্থানকে বা কোন মানবকে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা কিম্বা হিংসা করিও না।

বাজীকর বেদীয়ারা যেমন দড়ির উপর দাঁড়াইয়া, নানা

* উপাসনার প্রধান কার্য্যই চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা, দেবতার গায়ত্রী জপাদিতে সেই প্রার্থনারই কথা আছে, "ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" চণ্ডীর দেবীসূক্ত ব্যাখ্যা দেখ।

হাব ভাব দেখাইয়া নৃত্য করে কিন্তু তাহাদের মন যেমন নিজের পদতলেই নিহিত থাকে, তোমরাও সেইরূপ সাংসারিক শত শত কার্য্য মধ্যেও স্বকীয় আত্মারূপী ভগবানের পদতলেই মন রাখিবে, তাহা হইলে আর কোন প্রকারে পতনের আশঙ্কা থাকিবে না।

সতী স্ত্রীরা পতিকে ভালোবাসিয়া, পতির সেবা শুশ্রূষা ও পরিতৃপ্তির জন্য ব্যস্ত থাকিয়া পতিকে সুখী করেন কিন্তু ঐ ভালোবাসায় তাঁহারা যেমন নিজেও বিশেষ সুখানুভব করেন, সেইপ্রকার আনন্দময় ঈশ্বরকে ভক্তিভাবে ভজনা করিয়া, যখন তোমার নিজের প্রাণের ভিতর বিশেষ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি বোধ হইবে, যথাসময়ে উপাসনা করিবার জন্য যখন তোমার মন (নেসাখোরের ন্যায়) ব্যস্ত হইবে, তখনই তোমার সন্ধ্যা পূজা সিদ্ধি হইতেছে মনে করিবে।

ঈশ্বরের নিজের কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু তিনি মাতার ন্যায় আমাদের ভালো বাসিয়া, আমাদেরই তৃপ্তির জন্যই দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় নানাবিধ ফল মূলাদি খাদ্য ও ভোগ বিলাসের দ্রব্যে তাঁহার জগৎ গৃহখানি সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে না মানিলে বা না ডাকিলে বা সেবা না করিলে আমরা কৃতঘ্ন বা অপরাধী হইব না কি? তাঁহাকে উপসনা করিলে তোমারই উপকার হইবে, ভগবানের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তবে লীলার জন্য মানুষ যেন তাঁহাকে চায় ভক্তি করে সেটি তিনি চান, কারণ প্রেমের আদান প্রদান ভিন্ন প্রেম লীলায় সুখ হয় না, সেজন্য রসিক পুরুষ তিনি ভক্তি রসের প্রয়াসী।

স্ত্রী যেমন পত্রিগৃহে পতিদ্রব্য লইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ভক্তি ও ভালবাসার সহিত সেই দ্রব্যই পতিকে অর্পণ করিয়া

সুখানুভব করেন এবং পতিও যেমন তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন, সেইরূপ জগৎপতির গৃহে থাকিয়া তাঁহারই সৃজিত ফল কুসুম লইয়া, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া যেন আমরাও সুখানুভব করি এবং তাহাতে তিনি ও পরিতুষ্ট হইবেন, ইহাও যেন আমরা মনে করি। ভগবান্ আমাদের ভাবই গ্রহণ করেন "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"।

মা যেমন একটি ভালো দ্রব্য পাইলে অগ্রে পুত্রকে না দিয়া খাইতে পারেন না, সেইরূপ কোন ভালো দ্রব্য পাইলেই অগ্রে ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া দিয়া তুমিও যেন কোন দ্রব্যই ভোজন করিও না।

নিত্যকর্ম্ম উপাসনাদি না করিলে পাপ হয়, করিলে পুণ্য হয় এবং তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপেরও ক্ষয় হয় সুতরাং স্ত্রী পুরুষ সকল মানবেরই প্রত্যহ উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই উপাসনার অধিকার কেবল মনুষ্যেরই আছে পশু পক্ষ্যাদির ত নাই, অতএব মানবজন্ম পাইয়া উপাসনা বর্জ্জিত জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র, যে মুখে ভগবানের নাম না করিলে পরজন্মে সে মুখে কি আর তোমার কোন কথা ফুটিবে, সুতরাং পশু পক্ষি হওয়াই তোমার সম্ভব নহে কি?

অতএব সন্ধ্যা পূজা জপ স্তবাদি পাঠ নাম কীর্ত্তন, যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য এবং যখন যাহা ভালো লাগে ভগবানের পরিতৃপ্তির জন্য তখনই তাহা করিবে, হরি ভজন ব্যতীত বৃথা দিন না যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ভাবটি যেন সদাই তোমার মনে জাগিয়া থাকে, তুমি শয়নে স্বপনে জাগরণে এবং যে কোন প্রকার কর্ম্মারম্ভেই তাঁহার রাম নারায়ণ প্রভৃতি এক একটি

নাম উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করিবে, তোমার মনের বা মুখে কথায় ত কেহই বাধা দিতে পারে না। ভুলিলেই হারাইবে।

এই ধর্ম্ম ভাবটি হারাইয়া ঈশ্বরকে ভজনা না করিয়াই আমরা তাঁহার কোপে পড়িয়াছি এবং রোগ শোক দারিদ্রতা প্রভৃতিতে নানা কষ্ট পাইতেছি সন্দেহ নাই, আবার তাঁহাকে ভজন করিলেই সর্ব্বদুঃখ নাশ হইবে, এখনও যাঁহারা ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম পথে আছেন, তাঁহারা সুদরিদ্র ও চীর রোগী হইলেও মনে বিশেষ অশান্তি ভোগ করেন না।

মানুষ দিবারাত্রি সুখের অন্বেষণ করে, সুখালয় ভাবিয়া, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হইয়া তাহারই সেবা করে, কিন্তু সে সমস্ত সুখ ক্ষণিক ও অনিত্য মাত্র, তাহাতে সর্ব্বদা বিচ্ছেদ রোগ ও অভাবের ভয় সুতরাং সংসার দুঃখময়। তুমি ঈশ্বরকে যতই ভালো বাসিবে, ততই তোমার সুখ বৃদ্ধি হইবে এবং সে সুখস্থায়ীও অনন্ত জানিবে। পতি পুত্র বিচ্ছেদে যে নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হয় সে সময় যদি মানব অধিক পরিমাণে ভগবানকে ভজনা করিতে পারে, তবে সর্ব্বদুঃখের শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে এবং তাহার শোক মোহ মায়া শীঘ্রই কমিয়া যাইবে।

অতএব নরনারীগণ তোমরা ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া, মানব জীবন সার্থক কর ও চীর সুখী হও; মুক্তিই মানবের সর্ব্বদা প্রার্থনীয় হওয়া উচিত, নদী যেমন যে কোন উপায়ে দ্রুত গতিতে সমুদ্রে মিশিয়া, তাহার নাম রূপ বিসর্জ্জন দিয়া আত্মহারা হইতে চায়, পক্ষী যেমন নানা ভোগে থাকিয়াও পিঞ্জর মুক্ত হইবার জন্য সদা চঞ্চল থাকে, আমাদের প্রাণ পাখীও দেহ পিঞ্জরে নানাভোগে থাকিয়াও যেখান হইতে আসিয়াছে সেই নিত্যধামে যাইতে না

পারিলে সুখী হয় না, পাখী পথ হারা হইয়াই সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু নিত্যানন্দধাম পাইলেই সে শান্তি পায় ও স্থির হয়।

নিত্যকর্ম্মে স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

নিত্যকর্ম্মে উপাসনাদিদ্বারা মনের যেমন আনন্দ ও পুষ্টি হয়, সেইরূপ ইহা দ্বারা দেহ সুস্থ ও পুষ্ট এবং কর্ম্মঠও হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা, জল, তেজ, (উত্তাপ) বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচটি পদার্থকে পঞ্চভূত বলে। আমাদের দেহে এই পঞ্চভূতের সত্ত্বা থাকায় ইহাকে পাঞ্চভৌতিক দেহ বলে, রস রক্তাদি সাতটি ধাতুও এই পঞ্চভূত আশ্রয় করিয়াই দেহে বিদ্যমান আছে। আহার ও ব্যবহারাদির দোষে ক্ষিত্যাদি অংশের কোন প্রকার ন্যূনাধিক্য ঘটিলে, ধাতু বিকৃতি বা বৈষম্য হইয়া দেহ পীড়িত হইয়া পড়ে এবং দেহের পীড়ায় মনও অসুস্থ হয়।

আহার দ্বারা যেমন ধাতুর পোষণ হয় সেইরূপ বাহ্য পঞ্চভূতের সহিত অধিক সময় দেহের সংঘর্ষণ মেলা মেশা হইলেও (ক্ষয় পূরণে) দেহস্থ ধাতুর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, সে জন্য দেহ পরিপুষ্ট, দৃঢ় ও সুস্থ থাকে। শ্রমজীবী কৃষকেরা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল, তাহারা ধুলা কাদা রৌদ্র বৃষ্টি হিম বায়ু ভদ্রলোক অপেক্ষা অভ্যাস বলে অধিক সহ্য ও ভোগ করে বলিয়া, সামান্য আহার এবং যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়াও সুস্থ ও সবল দেহ ধারণ করে। মৎস্য জীবিরা জলজন্তুর ন্যায় প্রায় সর্ব্বদা জল-সেবা করে বলিয়া, শৈত্যদোষে তাহারা প্রায় পীড়িত হয় না। পঞ্চভূতের কোন অংশের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ রোধ হইলে, বৃক্ষাদিরাও জীবন ধারণ করিতে পারে না। অতএব চাষার মত দেহ এবং

ভদ্রলোকের ন্যায় বুদ্ধি খানি হওয়াই শাস্ত্রকার দিগের অভিপ্রায় মনে হয় সুতরাং উহা সকলেরই প্রার্থনীয় হওয়া উচিত *।

* পূর্ব্বকালে শ্রমজীবী কৃষকাদির ন্যায় ইতর ভদ্র সকলেই কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" পরবশ পরাধীন কার্য্য মাত্রই দুঃখ জনক এবং স্বীয় আয়ত্তাধীন সকল কর্ম্মই সুখজনক এই প্রচলিত কথায় ধনী দরিদ্র সকলের কেহ যেন আত্মকর্ম্ম ক্ষম হয় এবং সকলেই যেন স্বাবলম্বী হইয়া জীবন যাপন করে, ইহাই বলা হইয়াছে।

সে কালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শেষ বয়সে বাণপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া, অতি কষ্ট কর মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। আদর্শ-পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র, নলরাজা ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সম্রাটগণ বহুদিন কঠোর নিয়মে বনে বাস করিয়াছিলেন।

আদর্শসতী সীতা, দময়ন্তী এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজকন্যা-গণও উত্তর ভারত হইতে সাগরতীর পর্য্যন্ত পদব্রজেই পতির অনুগমন করিয়াছিলেন, সম্রাটপত্নী হইলেও তাঁহাদের জন্য সে সময় কোন যান বাহনের ব্যবস্থা হয় নাই। বনবাস কালীন যেরূপ যৎসামান্য আহার, পরিচ্ছদ ও শয্যাদি ব্যবহার হইত, তাহা পুরাণে বিশেষ বর্ণিত আছে।

আমাদিগের বঙ্গললনাগণ সে কালের রাজ মহিষী দিগের চরিত্রের আদর্শ স্মরণ করিয়া, কিছুই অসাধ্য নহে মনে ভাবিয়া, এক্ষণে যথাসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু হউন; এবং স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া বিলাসীতা ত্যাগ করুন, আপনাদিগের স্বামী পুত্রগণকে ও ঐরূপ উপদেশ দিন, তবেই নিজ সংসারের ও দেশের মঙ্গল

ক্ষিতি—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্বল্প অন্ধকার থাকিতে যখন অমৃত তুল্য অম্লযান বায়ু বনরাজি হইতে প্রথম প্রবাহিত হয়,

---

হইবে। একালে কষ্ট সহ্য হয় না, পারি না, এ কথা সত্য নহে, রাণী পদ্মাবতী এবং দুর্গাবতী প্রভৃতি কিছুদিন পূর্ব্বেও অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এখনকাব সারকাশ খেলায় দেশীয় ও বিদেশীয় নারীদিগের অশ্বারোহণাদিতে কৃতিত্ব অনেকেই দেখিয়াছেন, সুতরাং অভ্যাসেই সমস্ত করা যায়।

যতদিন ভারতবাসী নরনারীগণ ঐরূপ বিশেষ কষ্ট সহিষ্ণু ও স্বাবলম্বী ছিলেন, তাবৎকাল ভারতের লোক স্বাধীন সুস্থকায় ও উন্নত চরিত্র ছিল, বিলাসীতাই সর্ব্বনাশের মূল, বিলাসী সভ্য মানবের রাজ্য অসভ্য লোকেও কাড়িয়া লয়। মরু-প্রদেশবাসী শুষ্ক খর্জ্জুর ভোজী খর্ব্বকায় যবনেরা বিলাসীতা ও মূর্খতার প্রকার ভেদ জাত্যভিমানে শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুদিগের রাজত্ব অনায়াসে কাড়িয়া লইয়াছিল। বিলাস বিভ্রমে সর্ব্বদা উন্মত্ত প্রায় থাকায় সেই যবন দিগের রাজ্যই মুষ্টিমেয় সমুদ্র পারের লোকেরাও স্বল্প চেষ্টায় কাড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন, অতএব যে দেশে ধনী দরিদ্র সাধারণ লোক কায় মনে কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমশীল হইবে, তাহারাই নিশ্চয় একতা বদ্ধ হইয়া উন্নতি লাভ করিবে। মানুষ আলস্য পরায়ণ হইলেই শারীরিক মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের বশীভূত এবং দ্বেষ হিংসাদি রিপুপরায়ণ ও প্রতারক হয় এজন্য এ দেশের ভদ্রলোক অপেক্ষা শ্রমজীবী কৃষকেরা জীতেন্দ্রিয় ও সরল প্রকৃতি হইয়া থাকে। দেহ মন যন্ত্র বিশেষ ইহা পরিচালনা না করিলেই ময়লা ধরিয়া ধ্বংসের পথেই যায়। দুর্ব্বল মনই চরিত্রহীন হয়।

সেই সুস্নিগ্ধ বিমল প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, বাসস্থানের অন্ততঃ দেড়শত হস্ত দূরে নগ্ন (খালি) পদে যাইয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া, মৃত্তিকাদ্বারা উত্তমরূপে শৌচকার্য্য করিবে। তৎপরে, প্রাতঃ স্নান এবং মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হয়। প্রাতঃ সন্ধ্যার পরেই নগ্নপদে বিমল বায়ু সেবন করিতে করিতে পুষ্প চয়ন করিতে হয়, * এই সকল কার্য্যে পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা সংস্পর্শ ঘটায় শারীরিক তাড়িৎ ক্রিয়ার ও দৈহিক উত্তাপের সমতা বিধান হইয়া থাকে এবং দেহ ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও চক্ষুঃজ্যোতি প্রখর হয় এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

অপ।—প্রত্যেক ভারতবাসীর উদয়ের পূর্ব্বে এবং মধ্যাহ্নে স্নান করিবার বিধান শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মচারীগণ ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবেন "নিত্যং ত্রিসবনং স্নায়াৎ" স্নানের পর সহ্য হইলে আর্দ্রবস্ত্রেই নাভি জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা এবং তর্পণ করিতে হয়, ইহা দ্বারা অনেক সময় জলের সহিত মেলামেশা বা শৈত্যসেবা

* "সমিধ পুষ্প কুশাদিনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।" পল্লীবাসী নরনারীগণ যথাসাধ্য নগ্নপদে থাকিবেন, তাহাতে নিজের স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে, চর্ম্মপাদুকার ব্যয়ও কমিবে। প্রতি বৎসর পঁয়তাল্লিশ লক্ষ গোমাতা ভারতবর্ষে বধ ও চালান যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশই চর্ম্মের জন্য, আবার অধিকাংশ চর্ম্মই পাদুকার জন্য ব্যবহার হয়, সুতরাং পাদুকা ব্যবহার না করিলে অনেক গোরু বাঁচিবে। খদ্দরের চাদর ও কাপড় মাত্র ব্যবহার করিলেই এদেশে যথেষ্ট হইবে, যে দেশের অর্দ্ধেক লোকের বস্ত্র নাই পেটে ভাত নাই, তাহাদের জুতা পরাই উচিত নহে।

ঘটে, সেজন্য তাড়িতের প্রধান উপাদান জল হইতে তাড়িৎ প্রবাহ অধিক পরিমাণে দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দেহকে শক্তিমান্, স্নিগ্ধ ও পবিত্র করে, সেজন্য মনে হয় স্নান একটি স্বাস্থ্যপ্রদ প্রধান ভোগ * এবং ইহা অতিশয় আয়ুর্বৃদ্ধি জনক

* যুবা বয়সে মাঘমাসের শীতে অতি প্রত্যুষে প্রাতঃস্নান করিয়া, গরমকাপড় গায়ে দিয়া ঘর্ম্মোদ্গম হইয়াছিল সে কথা স্মরণ আছে। এখনও প্রাতঃস্নানের কিছু পরে দেহ সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয় ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এজন্য শাস্ত্রে প্রাতঃস্নানের অনেক মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসকের মধ্যে অনেকে ঠাণ্ডার ভয়েই অস্থির। আমার মনে হয় মোটা জামা পরিয়া যাঁহারা দেহকে গরম রাখেন, জামা খুলিলেই তাঁহাদের ঠাণ্ডা লাগে, গরম চাটুতেই জল আকর্ষণ করে। অনেকে বলিবেন এখন আর সহ্য হয় না, কিন্তু যে অভ্যাস দোষে অসহ্য ঘটিয়াছে, সেই অভ্যাসের বলেই ক্রমশঃ সহ্য করিতে হইবে, এই অবশ্য কর্ত্তব্য বুদ্ধি সদা যেন মনে জাগিয়া থাকে, ঐ সকল বাজে খরচা পেটে খাইবার দিকে টানিয়া লও, শক্তি না থাকিলে কিছুই খাটিবে না।

পূর্ব্বে সুতিকাগৃহে বিশেষরূপ অগ্নির ব্যবস্থা ছিল, সন্তান ও প্রসূতি বিশেষরূপে তাপ লইতেন। বালককে শীতকালে তৈলাক্ত (তসর তেলা) করিয়া প্রত্যহ অনেক সময় রৌদ্রে মুক্ত বায়ুতে রাখা হইত এবং প্রত্যহই স্নান করান হইত এবং ঘেরাস্থানে মাটীতে খেলা করিতে দেওয়া হইত সুতরাং পাঞ্চভৌতিক সংঘর্ষণের প্রতিই বিশেষ লক্ষ ছিল। এক্ষণে

এ কথা শাস্ত্রেও বিশেষ বলিয়াছেন, এজন্ত যতদূর সহ্য হয় বাল্যকাল হইতে স্নান অভ্যাস করা প্রয়োজন।

তেজ—প্রতিদিন সূর্য্যদর্শন * ও সূর্য্যার্ঘ্যদান নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত কার্য্য এবং কর্ম্মব্যপদেশে সূর্য্যোত্তাপ সম্ভোগ বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ কার্য্য। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সাগ্নিক ছিলেন "সায়ং প্রাতর্জ্জুহুয়াৎ" এবং তাঁহারা সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিতেন এবং অনেকে স্বপাকেই খাইতেন, স্ত্রীলোক দিগের পক্ষে দেবতা ও অতিথি প্রভৃতির জন্য স্বহস্তে পাক করা পুণ্য ও গৌরব জনক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল, এই রন্ধনাদি কার্য্য ও ব্যায়ামাদি ত্যাগ করিয়াই নারীগণ স্বাস্থ্যহীনা রুগ্না এবং রুগ্না মাতার সন্তানেরা ও রোগী হইতেছেন। সূর্য্যোত্তাপ বা বহ্নি সেবা দ্বারা ঘর্ম্মনির্গম হইলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়। বহ্নিসেবা দ্বারা কামাগ্নির সন্তাপও বিনষ্ট হয় †। উপবাস দ্বারা জঠরাগ্নি উত্তেজিত হইলে ঐ জঠরাগ্নিসেকেও রোগ বীজাণু নষ্ট হয় [৫ম ভাগে একাদশী তত্ত্ব দেখ]।

গরম বস্ত্র অধিক ব্যবহার এবং চা দোক্তা খাইয়া যাঁহাদের দেহ বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাঁহাদের নিজের ও সন্তানের স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ও রক্ত শূন্যতা হেতুও ঠাণ্ডা অসহ্য হয়। প্রাচীনপ্রথা গ্রাহ্য কর।

* আদিত্যং যে প্রপশ্যন্তি মাং পশ্যন্তি ন সংশয়ঃ। "শরদ্রৌদ্রং ন গৃহ্নীয়াৎ গৃহ্নীয়াৎ মার্গ পৌষয়োঃ।" সূর্য্যদর্শনে চক্ষু ভালো থাকে।

† বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং অথবা নিম্বভোজনং। অথবা যুবতী নারী অথবা বহ্নিসেবনং। শরদি ন চলতি চলতি বসন্তে। প্রাবৃষি ন ভক্ষতি ভক্ষতি হেমন্তে।

মরুৎ।—সন্ধ্যা পূজার প্রধান অঙ্গ একটি প্রাণায়াম, অর্থাৎ যে কার্য্য দ্বারা প্রাণ বায়ুর (ও তাহার আধার ফুসফুসের) আয়াম বিস্তার হয়। এই প্রাণায়াম দ্বারা (অন্তর্বাহিরে) বায়ুর সহিত বিশেষ ভাবে দেহের মেলামেশা হয় এবং দূষিত বায়ু দেহ হইতে নির্গত হইয়া নির্ম্মল বায়ু দেহে প্রবেশ করে। পূজাদির সময় ধূপ ধুনা ও পুষ্পাদির সৌরভে বায়ু মণ্ডল যখন সুবাসিত হয়, সেই সময় প্রাণায়ামে বিশেষ উপকার হয় (১ম ভাগে সন্ধ্যানুষ্ঠান তত্ত্বে বিস্তারিত দেখ)। প্রাণায়াম ভালোরূপ অভ্যাস করিতে পারিলে শরীর সুস্থ, নিরোগ ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ঘটে (এই পুস্তকের প্রাণায়াম প্রকরণ দেখ)।

প্রাণায়ামে কুম্ভক (বায়ুরোধ) করিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক ভ্রূযুগল মধ্যে আজ্ঞাচক্রে মনঃস্থির করিতে পারিলে একাগ্রতা জন্মে, একাগ্রতা ব্যতীত অধ্যয়ন বা সন্ধ্যা পূজাদির বিশেষ ফললাভ বা তৃপ্তি হয় না, তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "তন্মনস্কঃসমাহিতঃ" বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ, দন্তধাবন, আহার, বিহার (স্ত্রীসম্ভোগ) স্নান এই ছয়টি কার্য্যের সময় এবং সন্ধ্যা পূজাদির সময় তন্মনস্ক অর্থাৎ সেই কার্য্যেই মন রাখিবে এবং মৌন (বাক্যরহিত) হইবে ও সমাহিত অর্থাৎ সাবধান থাকিবে। এই একাগ্রতা অভ্যাস হইলে এবং আসন ও মুদ্রাদি অভ্যাসে ক্রমশঃ যোগী হওয়াও যায় "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"।

ব্যোম—যথাসাধ্য চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিয়া, বক্ষস্থলে দশাঙ্গুল "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং" স্থানব্যাপক যে আকাশ সেই দেহাবস্থিত আকাশে অর্থাৎ ব্যোম মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়রূপে ইষ্টদেবমূর্ত্তিকে ধারণা করিবে। অধিক সময় আকাশের নিম্নে ফাঁকা স্থানে

অবস্থান এবং মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিলেও আকাশের মেলামেশায় স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হয়। এই আকাশ (শূন্যই) পঞ্চভূতের আধার।

আকাশের নিম্নে অর্থাৎ অনাবৃত স্থানে বহু সময় অবস্থান করায়, অভ্যাস বলে সাধু সন্ন্যাসীরা শীত বাতাতপ অনায়াসে সহ্য করেন, যেমন কোন সময়েও আমরা মুখ চোখ আচ্ছাদন করিয়া রাখি না, এজন্য প্রচণ্ড শীত ও আমরা অনায়াসে মুখে সহ্য করিয়া থাকি। অতএব অভ্যাস দ্বারাই দেহ এবং মনকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, অসাধ্যসাধন করা যায়। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" শারিরীক, মানসিক এবং প্রকৃতিক কষ্ট সহিষ্ণুতাই উন্নতির মূল সেজন্য শাস্ত্রকারেরা নিত্যকর্ম্মেও উহা বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিতে বলিয়াছেন। দেহটিও মুখের মত কর।

প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে যথাক্রমে শ্লেষ্মা, পিত্ত এবং বায়ুর প্রকোপ হয়। আয়ুর্ব্বেদে বলিয়াছেন, রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণের চিন্তায় যথাক্রমে উক্ত শ্লেষ্মা, পিত্ত এবং বায়ুর সমতা হয়, সেই বিষয়টির প্রতিও লক্ষ করিয়া, শাস্ত্রকারগণ ত্রিসন্ধ্যায় যথাক্রমে রক্ত, নীল ও শ্বেতপ্রভা বিশিষ্ট আকাশমণ্ডলে দৃষ্টি রাখিয়া, সন্ধ্যোক্ত গায়ত্রী দেবীকে উক্ত ত্রিবর্ণাত্মিকা ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী মূর্ত্তিধারিণীরূপে যথাসময়ে চিন্তা করিতে বলিয়াছেন (গায়ত্রী জপ প্রকরণে দেখ)। অতএব নিত্যকর্ম্মের প্রতিকর্ম্মেই স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ আছে সুতরাং ইহাতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ই সিদ্ধি হয়।

পঞ্চভূতের কেহই প্রকৃত জড় নহে, সকলের অভ্যন্তরেই চৈতন্য শক্তির ন্যূনাধিক সত্ত্বা উপলব্ধি হয়, কারণ সকলেই শক্তি-

মান্ সুতরাং গুণবান্ "বৃক্ষৌষধি তৃণানাঞ্চ রস রূপেণ তিষ্ঠতি। পাষাণ মণি ধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ।" সেই আত্মবস্তু বৃক্ষাদির মধ্যে রসরূপে এবং মণি, কাঞ্চন ও পাষাণাদির মধ্যে তেজোরূপে অবস্থান করিতেছেন। বৃক্ষাদি বা মনুষ্যাদি সকলেই জীব এবং সকলের মধ্যেই পঞ্চভূতের খেলা বা মেলামেশা আছে, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে সকলই পরস্পর সহানুভূতি সাপেক্ষ, তবে পঞ্চভূতের অংশ সকলের মধ্যে সমান থাকে না, অর্থাৎ কোন জীবের মধ্যে ক্ষিতির অংশ অধিক, কাহার মধ্যে তেজের অংশ বা বায়ুর অংশ ন্যূনাধিক রূপে থাকায় তাহাদের গতি বৃত্তির পার্থক্য দেখা যায়।

নিত্যকর্ম্মের আরম্ভ আচমন প্রভৃতি হইতে প্রায় প্রতি কার্য্যই শারিরীক ও মানসিক পরিপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল, ইহা যথাস্থানে কিছু কিছু লেখা হইবে।

শিখার আবশ্যকতা।

কেশ ও লোমের দ্বারা সূর্য্যোত্তাপ এবং হিমানিল প্রভৃতি নিবারণ করে এবং দেহের অপকারী দূষিত তাড়িৎ কিম্বা রোগ বীজাণু (বা পয়জেন) বিক্ষেপ করে বা দেহে প্রবেশ করিতে দেয় না * সেই জন্য ঐশ্বরিক নিয়মে পশু পক্ষীরা এক প্রকার

* লোম মাত্রেই তাড়িৎ প্রতিরোধক বা বিক্ষেপক এজন্য কম্বল অশুচি হয় না কিন্তু কার্পাস তাড়িৎ বা দুর্গন্ধাদি আকর্ষণ করে এজন্য কার্পাস বস্ত্র প্রত্যহ ধৌত করিতে হয়। (৫ম ভাগে দ্রব্যশুদ্ধি দেখ)।

স্বদেহস্থ লোম গৃহেই বাস করে। দেহের যে যে স্থানে উত্তাপ সঞ্চিত থাকা প্রয়োজন সেই সেই স্থানে অধিক লোম জন্মে, তাহাতে সেই সকল স্থান সতেজ থাকে, গোঁপ দাড়িতে দন্ত মূল দৃঢ় এবং বক্ষস্থলের যন্ত্র গুলি সতেজ থাকে, তাই রোগীরা দাড়ী গোঁপ দেবতার নামে রাখেন।

আমাদের মস্তকের দুইটি বিভাগ সম্মুখে বৃহন্মস্তিষ্ক † এবং পশ্চাদ্ ভাগে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, উহাই স্নায়ু যন্ত্রের মূলাধার।

মস্তকের পশ্চাৎভাগের স্নায়ু মূল দেশ দীর্ঘ্যকেশে আবৃত

† বৃহন্মস্তিষ্ক উদ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তি অর্থাৎ দয়া ক্ষমা ধৃতি প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আধার। উপাসনাঙ্গ প্রাণায়ামাদি দ্বারা বায়ুর উর্দ্ধগতিতে ঐ সকল বৃত্তির স্ফুরণ হয়, দয়া ভক্তি প্রভৃতির উদয় হইলে, দৈহিক রক্ত স্রোত উর্দ্ধে বৃহন্মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়, সে জন্য ঐ সৎবৃত্তি গুলি বিকসিত হইয়া উঠে। উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী বৃত্তির স্ফুরণে দেহে পুলক (রোমাঞ্চ) ও নেত্র প্রান্ত ভাগ হইতে অশ্রুপাত (শোকাশ্রু নেত্র মূল দেশ হইতে পতন) হইয়া থাকে, এবং মানবের প্রকৃতি স্থির হয়।

ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি নীচ বা অধঃ স্রোতস্বিনী বৃত্তির আশ্রয়, সে জন্য ক্রোধের উদয় হইলে, রক্তের গতি নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, ঘাড়ের শিরা ফুলে বাঁকিয়া যায় হস্ত পদ কম্পিত ও মুষ্টি বদ্ধ হয়, ক্রুদ্ধ পশুদিগের ও ঘাড়ের কেশর ফুলিয়া উঠে এবং কম্পিত হইয়া থাকে। লোভের বা কামের প্রাদুর্ভাব হইলে, জিহ্বা, উপস্থ এবং স্ত্রী জাতির যোনি ও স্তনের দিকে রক্তের গতি এবং স্ফুরণ হয়।

থাকিলে, স্নায়ু মণ্ডলী সতেজ থাকিয়া, দেহের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও অনুভূতি শক্তি বৃদ্ধি হয়, এজন্য স্ত্রীলোকেরা স্বাস্থ্যবতী ও স্থিরমতি হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যাঁহাদের দেহ তাড়িত পুঞ্জময় তাঁহাদের দৈহিক উত্তাপের ক্ষয় প্রয়োজন বিধায় সন্ন্যাসী গণের কেশ মুণ্ডনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শোক ও পাপাদি শীঘ্র মোচনের জন্য পিত্রাদি মরণে এবং তীর্থ বিশেষে মুণ্ডনের ব্যবস্থা।

ভারতের হিন্দু সাধারণ শিখা বা টিকী নামক কেশগুচ্ছ ধারণ করেন, উহাতে স্বাস্থ্যের সহিত চিন্তা শীলতাব বিশেষ সাহায্য হয়। ভ্রূমধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) মনের স্থান, মনের দ্বারা চিন্তার বিষয়টি গৃহীত হইয়া, ক্রমশঃ উহা বায়ুযোগে শিখা গুচ্ছের বৈদ্যুতিক আকর্ষণে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরায় ঊর্দ্ধদিকে প্রবাহিত হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র স্নায়ুমূলে পৌছাইবার পক্ষে শিখা গুচ্ছ বিশেষ সাহায্য করে, সেজন্য চিন্তনীয় বিষয়টি শীঘ্র শীঘ্র সমাধান বা মিমাংসা করা যায়। আর্য্যেরা এই তত্ত্ব বহু পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন, সেজন্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "শিখী তিলকী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ শিখা এবং তিলক বিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিবে। চিন্তনীয় ভাবটি বিক্ষিপ্ত না হয় সেজন্য শিখাগ্র বন্ধনের প্রয়োজন।

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালোটি লইতে পারি না বটে কিন্তু মন্দটি ছাড়ি না, সেজন্য এখন প্রায় সম্মুখভাগেই টিকি রাখিতেছি! পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আদর্শে চীন প্রভৃতি এসিয়া ভূখণ্ডের অধিকাংশ লোকেরা মস্তকের পশ্চাৎভাগে কেশগুচ্ছ ধারণ করিতেন, মুসলমান বা তাৎকালিক বাবুরা বাবরি চুল রাখিতেন। দৃশ্য কিছুই মন্দ ছিল না, উহা সাময়িক সংস্কার

বা অভ্যাস মাত্র। যুদ্ধের অনুরোধে চীন বা তুর্কিরা শিখা ছেদন করিয়াছে। গোলাম আমাদের কেবল অনুকরণটি আছে।

আমি বিবেচনা করি, এই স্বদেশীযুগে ব্রাহ্মণ হইতে আর্য্য-সমাজি পর্য্যন্ত এবং যাঁহারা শুদ্ধি দ্বারা পরিশুদ্ধি লাভ করিতেছেন তাঁহারা সকলেই যেমন "হিন্দু" নাম ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ এই সকল লোকেরা "শিখা" ধারণ করিলে হিন্দু বলিয়া চিনিয়া লইতে আর কষ্ট হইবে না এবং অন্যান্য জাতির সহিত বিবাদ বিসম্বাদে একতার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইবে। ঐ সকল হিন্দুর পক্ষে হিন্দি ভাষাটি জাতীয় ভাষা হইলে আরও ভালো হয়।

তিলকধারণের আবশ্যকতা।

কর্ম্মারম্ভের প্রথমে তিলক করিতে হয়। ভ্রূযুগলের মধ্য-স্থানে (আজ্ঞাচক্রে মনের অধিষ্ঠান স্থানে) এবং কণ্ঠ বক্ষ বাহু-মূলদ্বয় পার্শ্বদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশ এই অষ্টাঙ্গে তিলক করিতে হয়, অসমর্থে কেবল ভ্রূমধ্যস্থানেই তিলক করিলেই হইবে, ঐ সকল স্থানে প্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিশেষে তিলকের বিশেষ আছে, সেজন্য জাতি নিরূপণ সহজে হয়। গাত্রে একটি মাছি বসিলেই মনটি যেমন সেইস্থানে ধাবিত হয় সেইরূপ মৃত্তিকাদি দ্বারা তিলক করিলেও সেই সেই স্থানে মনটি সজাগ থাকে।

আচমন।

নিত্যকর্ম্মের আরম্ভে প্রায় প্রতিকর্ম্মেই জলদ্বারা আচমন করিতে হয়। দেহের সন্ধিস্থানগুলি স্পৃষ্ট হওয়ায় দেহ সচকিত বা সজাগ হয় এবং তাড়িৎ শক্তির শ্রেষ্ঠ উপাদান তাম্রধাতু ঐ তাম্র স্পর্শ ও তাম্রপাত্রস্থ তাড়িৎমিশ্রিত জলপানে এবং তাম্র-

পাত্রস্থ চরণামৃত প্রভৃতি পান দ্বারা দেহাভ্যন্তরে তাড়িৎপ্রবাহ পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করায়, কলেরা প্লেগ ও বসন্তাদি রোগবীজাণু নষ্ট হয় এবং ব্যয়িত তাড়িৎশক্তির পূরণ হয়। এ সকল কথা তাড়িৎ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। রোগ আরোগ্যের জন্য তাম্র মাদুলী ও অঙ্গুরী প্রভৃতি ধারণ করা প্রচলিতও আছে।

নিত্যকর্ম্মে অধিকারী ভেদ।

বৌদ্ধ যুগে বা অন্যান্য ধর্ম্ম বিপ্লবে ক্ষত্রিয় বৈশ্যজাতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কিংবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে থাকিয়াও ঘটনাচক্রে স্বেচ্ছায় যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া যখন শূদ্রাচারী হইয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ দিগের কথা গ্রাহ্য করেন নাই। পরে, তেজস্বী মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যাদির উপদেশে নিজেদের ভ্রম বুঝিয়া, পুনশ্চ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু সে সময় ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইবার যোগ্যতা নাই বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় তাঁহারা উচ্চবর্ণ হইতে সাহসী হইলেন না সুতরাং যজ্ঞোপবীত ও গ্রহণ করিলেন না, কারণ তখনকার ধর্ম্মভীরু লোকেরা কার্য্যে ও মনে একই ছিলেন, ঠকামী বা কপটতা জানিতেন না, লোক দেখান পৈতা বা জাতি তাঁহারা প্রয়োজনও মনে করেন নাই, ব্রাহ্মণগণও শক্তি হীন এবং ক্রিয়াহীন বিবেচনায় * ঐ বিষয় অনুমোদন করিয়াছিলেন।

* শাস্ত্রে আছে,—শনৈকশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

সৎ শূদ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রবেশ করিয়াছেন বুঝা যায়, বৈশ্য শব্দে বণিক বেণে ইত্যাদি (৫ম ভাগে জাতিতত্ত্ব লেখা আছে) কিন্তু ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহারাও সর্ব্বাংশে হীন হইয়াছেন।

অতএব ছাত্র অধ্যাপক উভয়ের বিবেচনায় যদি শ্রেণী (ক্লাস) নির্ব্বাচন হইয়া থাকে তবে অধ্যাপকের দোষ কি ?

দুইটি ধনী জাতি শূদ্রবর্ণ হওয়ায় যাজন জীবিক ব্রাহ্মণেরা ক্ষতি-গ্রস্তই হইয়াছিলেন। ভারত বাসীর ধর্ম্ম ও জাতিই জীবন স্বরূপ ছিল সুতরাং সে সময় তাঁহারা কখনই ব্রাহ্মণ দিগের কথায় জাতি ত্যাগ করেন নাই এবং শিষ্য যজমানকে জাতিচ্যুত করাইবার জন্য ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থই বা কি থাকিতে পারে, অতএব জাতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দোষ, জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানদাতা বিশ্ববন্ধু ব্রাহ্মণের অকারণ হিংসাই সমাজের পতনের মূল।

ব্রাহ্মণগণ নিজের মা ভগিনী ও স্ত্রীকে যে অধিকার দিয়াছেন, শূদ্রকেও সেই অধিকার দিয়াছেন, সুতরাং স্বার্থপরতাও থাকিতে পারে না। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণই বেদ উচ্চারণে অসমর্থ এবং বহুদিন বেদ ত্যাগও করিয়াছেন। ধ্রুপদ গান ভালো বটে কিন্তু কথা কয়েকটি আবৃত্তি করিলেই কি সঙ্গীতরসের আস্বাদ পাওয়া যাইবে, ইহাতে বিদ্যার মর্য্যাদা হানি হয় না কি ? অল্প-বুদ্ধি লোক শাস্ত্রের সদর্থ না বুঝিলে বিপন্ন হইবে না কি ?

প্রকৃত আর্য্য ক্ষত্রিয় দেশে থাকিলে, ম্লেচ্ছ যবনের পদাঘাত সহ্য করিত কি ? প্রাণ দিয়াও প্রতিশোধ লইত। আর্য্য বৈশ্য থাকিলে নিজেরা ও দেবতাকে চর্ব্বি প্রভৃতি অখাদ্য খাওয়াইত কি ? খাটি জিনিষের ব্যবসায় করিয়া ভেজাল তাড়াইতে পারিত, অতএব নামে বড় হইতে হইলে কামে দেখাও, সমাজ তোমা-দিগকে মাথায় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, অগ্রে শূদ্রের কার্য্য দাসত্ব ছাড় দেখি। বাণিজ্য বিদেশী সব লইল দেখিতে পাওনা।

বিপরীত বুঝা অপেক্ষা না বুঝিয়া অন্ধবিশ্বাসে কোন ক্ষতি নাই ; সদ্ভাবটি নষ্ট না হয়, শাস্ত্রে প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই অধিকারী ভেদ এবং এই জন্য দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (পতিত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ) ইহাঁদিগকে বেদপাঠ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। শাস্ত্রবিধি তোমার আমার কল্পিত নহে, ত্রিকালদর্শী মুনি ঋষি প্রণীত সর্ব্ববাদী সম্মত অভ্রান্ত আইন, যাহা হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজার সময় হইতে প্রচারিত সুতরাং তাহাতে স্বার্থপরতার গন্ধ থাকিলে কেহ গ্রাহ্য করিত কি ?

আর একটি কথা, অধিকার নাই এ কথার তাৎপর্য্য ঐ সকল কার্য্য স্ত্রী শূদ্রের প্রয়োজনই নাই বলিয়াছেন, কারণ কেবল ঈশ্বরকে ভজনা করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েন না, তাঁহার আদেশ মনে করিয়া, যাঁহার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য সেই কর্ম্মগুলি পালন না করিলেও তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন *। স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম এবং কার্য্য শিশুপালন ও রোগপরিচর্য্যা এবং পতিসেবা প্রভৃতি। মাতা বেদ বা দর্শনাদি কঠিন শাস্ত্রচর্চ্চায় নিমগ্ন থাকায় স্তন্যপানের অভাবে শিশুসন্তান যদি মৃত্যুমুখে পড়ে কিম্বা তিনি যদি ক্ষুধার্ত্ত রোগী বা শিশুকে কিম্বা পতিকে যথাকালে ঔষধ পথ্য বা অন্নাদি প্রদান না করেন, ঐ অবহেলার জন্য তাঁহার প্রতি কি ঈশ্বর পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন।

হিন্দুর সংসারে সহধর্ম্মিণীরূপে নারীদিগের অতিথিসেবা

* কোন মালী যদি বাগানে বসিয়া কেবল মনিবের জয় ঘোষণা করে কিন্তু যত্ন না করায় উদ্যানের বৃক্ষাদি যদি মরিয়া যায়, তবে কি তাহার প্রতি উদ্যানস্বামী সন্তুষ্ট হইবেন।

গোসেবা দেবসেবা প্রভৃতি অনেক কার্য্যের সহায়তা করিতে হয়, সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য স্বল্পায়াস ও স্বল্প সময় সাধ্য উপাসনাই ব্যবস্থা হইয়াছে এবং পতির ও গৃহস্থের ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়তা করিয়াই তাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের ফলভাগিনী হইবেন, ইহাও শাস্ত্রের আদেশ।

মনুতে ব্রাহ্মণ নানাপ্রকার দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে যেমন আচার ও কর্ম্মভেদে ব্যাধ-ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ভেদ হইয়াছে, শূদ্রজাতির মধ্যে শূদ্র নাম থাকিলেও জন্মগত ও কর্ম্মগত ভেদে নানা ভেদ হইয়াছে। সৎশূদ্রের মধ্যে আচার ব্যবহার ন্যায় নিষ্ঠা এবং জাতিগত বৈষয়িক জীবিকা ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অনুরূপ সুতরাং তাঁহারা যে উচ্চ জাতি সে পক্ষে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহারা ঘোষদাস বসুদাস ইত্যাদি শূদ্র পরিচয় নিজেরাই দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মানের কমি কিছুই হয় নাই, কায়েত বামুন বা বামুন কায়েত সাধারণে বলায়, ব্রাহ্মণের পাশাপাশি থাকিয়া মানটি বড়ই আছে, পৈতার গোলে অন্যকে উত্তেজিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই, এক্ষণে অধিকাংশ ব্রাহ্মণইত প্রায় সকল বর্ণের বাটীতে খাইতেছেন যাজন করিতেছেন এক্ষেত্রে চুপ থাকাই উচিত।

কতকগুলি মধ্যমশ্রেণীর শূদ্র তাঁহাদের আচরণে মনে হয়, রূপজমোহে চাতুর্ব্বর্ণ্য অনুলোম বিলোম বিবাহাদি গতিকে তাঁহারা নানা উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া, মধ্যম আচার ব্যবহার দ্বারা পঞ্চমবর্ণের ন্যায় হইয়া সমাজে অবস্থান করিতেছেন।

অপর অধম শূদ্র সপ্তপ্রকার চাণ্ডালাদি এবং কোল ভিল সাঁওতাল প্রভৃতি ইহাঁরা নিম্নশ্রেণীর আর্য্য এবং আর্য্য অনার্য্য বিবাহাদি গতিকে মিশিয়া সমাজের নিম্নস্তরে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে

বাস করিতেছেন ইহাঁরাই প্রকৃত শূদ্র। ইহাঁদিগকে অন্ত্যজ ও অন্ত্যবসায়ী বলে, এই সকল জাতির প্রত্যেকেরই প্রায় বংশগত রাজনির্দ্দিষ্ট শিল্পাদি কার্য্য থাকায় তাঁহাদের জাতীয় অস্তিত্ব পৃথক্ ভাবে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা হইয়া আসিতেছে। এই সকল লোক লইয়াই সমাজ, ইহাঁরা প্রত্যহ বহুতর শিল্পাদি কার্য্য দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণেরই কার্য্যের সহায়তা করেন, সে জন্য ইহাদের সময় বড়ই কম, সুতরাং স্বল্প উপাসনা করিলেই তাঁহাদের যথেষ্ট ধর্ম্ম হইবে এবং সকলের সাহাঁয্যকারী হওয়াতেও ইহাঁদের সর্ব্ব-শ্রেণীর বিশেষ ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে দাস গোপাল কুলমিত্র অর্দ্ধসিরী অর্থাৎ আধাভাগে যে শূদ্র জমি করিত সেই সৎ শূদ্রের অন্নভোজন ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণই করিতেন, চাতুর্ব্বণ্য বিবাহও ছিল, সমাজ রক্ষার্থ কলিতে সে কার্য্য গুলি নিষিদ্ধ হইয়াছে "এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলে-রাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কার্য্যানি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ" অতএব শূদ্র চীর কালই আদরণীয়, পূর্ব্বকালে যাহাদের সহিত অন্ন ভোজনাদি চলিত, মূর্খ ব্যতীত তাহাদিগকে কেহ অশ্রদ্ধা করে না। ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা পতিত ব্রাহ্মণকে যজন যাজন বা তাঁহাদের দান গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে শূদ্রের দান গ্রহণ শ্লাঘ্য, "অন্যত্র কুলটা ষণ্ড পতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ" তাহা হইলেও যে যত ত্যাগ স্বীকারে আত্মরক্ষা করিয়া চলেন, তিনি ততই প্রশংসার যোগ্য। কলিতে অন্যের দোষ দেখিওনা, আত্মরক্ষা কর।

যাঁহারা এক্ষণে আপনাকে ক্ষত্রিয় বৈশ্য মনে ভাবিয়া, (ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বেদ পাঠ নিষেধ নাই) বেদাদি শাস্ত্র নিজেই পড়িতে

ইচ্ছা করেন পড়ুন, তাঁহাদের পাপ বা অনিষ্টের জন্য ব্রাহ্মণগণ দায়ী নহেন এবং তাহাতে ব্রাহ্মণ দিগের কোন ক্ষতি বৃদ্ধিও নাই, তবে তাঁহাদের নিজের বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মভীরু পিতৃ পুরুষগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই শূদ্রাচার পালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সন্তানেরা আচার সাধনায় তদপেক্ষা সর্ব্বাংশে হীন হইয়া, এক্ষণে উচ্চাধিকারের আচারাদি পালনে সক্ষম হইবেন কি? পৈতা লইয়া মৌখিক ব্যতীত এক্ষণে কার্য্যেই বা কে কি করিতেছেন, শূদ্রাচারই কি সম্যক পালন করিয়া থাকেন। অশৌচ সঙ্কোচ করিয়া শ্রাদ্ধাদির বিঘ্ন এবং পারত্রিক হানি হইবে কি না? মুনি ঋষি ব্যতীত সে ব্যবস্থা কোন ব্রাহ্মণ দিতে পারেন কি? দিলেই বা সে ব্যবস্থার মূল্য কি। অতএব কপটাচারে আত্মবঞ্চনা করিয়া, পরকাল নষ্ট করা বুদ্ধি মানের কর্ত্তব্য নহে। দীর্ঘকাল অশৌচের পর শুদ্ধ অবস্থায় শ্রাদ্ধ করিলে, অশুচি দেহে শ্রাদ্ধ করিবার জন্য শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবার ভয় থাকে না। পরকালের ক্ষতি না হয়।

দুষ্ট পুত্র বা ছাত্রেরা গুরুজনকে দ্বেষ ও অবজ্ঞা করাই যেমন পৌরুষ মনে করে, সেই প্রকার এখন অনেক শূদ্র উদার শাস্ত্র বিধিকে ও ব্রাহ্মণকে দ্বেষ ও অশ্রদ্ধা করেন এবং তাঁহারাই ধন গৌরবে দরিদ্র স্বজাতির সহিত একত্র ভোজনে কুণ্ঠিত হইতে লজ্জা বোধ করেন না, কিন্তু উদার ব্রাহ্মণগণ দরিদ্র স্বজাতিকে লইয়া অনায়াসে ভোজন করেন, ব্রাহ্মণগণের পতনেই অন্যান্য জাতি স্ব স্ব প্রধান হইয়াছেন।

শাস্ত্র দৃষ্টিতে সত্য কথা স্বীকারে বলিতে হইবে, এখনকার ব্রাহ্মণের মধ্যেও অধিকাংশই পতিত, কিন্তু এই স্বজাতি পতিতের

অধিকার অতি হীন এবং পতিতের বেদে অধিকার নাই, এ কথা বলিতে শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণেরা সঙ্কুচিত হয়েন নাই এবং তদপেক্ষা শূদ্রের অধিকার অনেক উচ্চে বলিয়াছেন, এই জন্য প্রবাদ আছে কলিতে শূদ্র ধন্য, শূদ্র ধর্ম্মে কর্ম্মে কখন জঘন্য নহে।

সদ্যপক্ক গব্যঘৃতের গন্ধ যেমন উৎকৃষ্ট হয়, তাহা পচিলে সেই রূপই (বিষ্ঠা অপেক্ষা) দুর্গন্ধ হইয়া থাকে, কারণ উত্তমের বিকৃতি বড়ই অতৃপ্তিকর ও অনিষ্টজনক। উচ্চ ব্রাহ্মণ (কুলীনাদি) বংশে এক্ষণে কোন কোন পুরুষ বা নারী এমন দুষ্কর্ম্ম করেন, যাহা ছোট লোকেও ভাবিতে পারে না, এবং তাঁহাদের সেই সকল দুষ্কর্ম্মের জন্য দেশের ও সমাজের বড়ই অনিষ্ট ঘটিতেছে। ভবিষ্যৎ বুঝিয়া বিভীষণ কলির ব্রাহ্মণ হয়েন নাই, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যেমন সৎকার্য্যের অগ্রণী ছিলেন, এক্ষণে তদ্রূপ কুকর্ম্মের অগ্রগামী হইয়াছেন। অতএব ঐরূপ দুরাচার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা সদাচার সম্পন্ন শূদ্র হওয়া শত গুণে ভালো, পচা ঘি অপেক্ষা উত্তম ঘোল ভালো নহে কি ;

অপর কথা—ব্রাহ্মণ গণের দৈনিক নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পঞ্চ যজ্ঞাদি ও শ্রাদ্ধাদি অনেক কার্য্যই আছে, কিন্তু বিহিত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে এক্ষণে প্রায় কেহই সমর্থ নহেন, সে জন্য তাঁহারা প্রত্যহই পাপী * হইয়া ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছেন। শাস্ত্রকারগণ দয়া করিয়া স্ত্রী শূদ্রের নিত্যকর্ম্ম অতি স্বল্প করায়, তাঁহারা অনায়াসে তাহা সমাধা করিয়াও

* বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়ানাং নরঃ পতনমিচ্ছতি ॥

অধিক সময় জপাদি কার্য্য দ্বারা সহজেই পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন সুতরাং কলিতে ধর্ম্মকার্য্যে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ অপেক্ষা শূদ্র ও স্ত্রীলোকগণই ধন্য হইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই যথেষ্ট ধর্ম্ম করা হয়।

এক্ষণে কলির প্রভাবে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত হীনাচার হওয়ায়, তমসাচ্ছন্ন রজনীতে কর্ণধার রহিত নৌকার ন্যায় সমাজতরণী পথ হারা হইয়াছে, তাহাতে স্বেচ্ছাচারী নাস্তিক দিগের বাক্য বাতাসে উহা বিঘূর্ণিত, তাহার উপর খদ্যোত প্রায় কপট গুরুর বড়ই প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সমাজের অনেকেই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সুপথ ভুলিয়া, মন গড়া কুপথে যাইয়া, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে এবং নিজের পরকালকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে অন্ন চিন্তায়ও সকল নষ্ট হইতেছে, সর্ব্ব নিম্নাধিকারীর আচারনিষ্ঠা এবং উপাসনা করাও দাসত্বজীবী প্রায় সকলের পক্ষেই কঠিন হইয়াছে সুতরাং এখন বিরোধের সময় নহে।

দেশ কাল পাত্র বিশেষ বিবেচনা করিয়া, ভবিষ্যদ্দর্শী মুনিগণ বহুপূর্ব্বেই আচাণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকল মানবের জন্য সমানাধিকার বিধায়ক তান্ত্রিক উপাসনাই কলিতে প্রশস্ত বলিয়াছেন "কলাবাগম সম্মতা" বৈদিক আচার পালন করিয়া, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি স্বল্পকাল ও স্বল্পায়াস সাধ্যও করিয়াছেন, সুতরাং স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে তান্ত্রিকবিধানে সন্ধ্যা, পূজা, জপ, পুরশ্চরণাদি করিতে পারিলে, যথেষ্ট কার্য্য করা হয় *।

* বিশুদ্ধ মন্ত্র এবং বিশুদ্ধ ঘৃতাদির অভাবে বৈদিক কার্য্য শক্তিহীন আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে দুঃসাধ্যও হইয়াছে। দুঃখের

হরের্নামৈব কেবলং" "কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" ইত্যাদি বাক্যে কলিতে নামযজ্ঞ অর্থাৎ নাম কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন, তান্ত্রিক বিধানে সন্ধ্যা পূজাদি করিয়া, সর্ব্বদা নাম জপ ও যথাসময়ে নামকীর্ত্তন করিলেই যথেষ্ট আনন্দভোগ ও ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভক্তিমার্গের সাধনাকে সময়োপযোগী এবং বড়ই উজ্জল ও মধুর করিয়া, ধর্ম্মজগতের শ্রেষ্ঠপথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সকল সাধনা হইতে পতনের আশঙ্কা আছে কিন্তু যে ব্যক্তি সরল প্রাণে অহৈতুকী ভক্তি দ্বারা ভগবানকে ধরেন, ভগবান তাঁহাকে ধরেন ছাড়েন না, সুতরাং তাঁহার আর পতনের আশঙ্কা নাই "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে বলিয়াছেন কিন্তু জাত্যাভিমানকে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন *। অতএব অতি মহৎ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হইতে অতি নীচ ও মূর্খতম শূদ্র এবং পতিত ও পতিতাদিগের পক্ষে ভক্তিপথই শ্রেষ্ঠ †। (৬ষ্ঠ ভাগ ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ) সংগীত দ্বারা মনের পাপতাপ নষ্ট এবং মন উদার ও প্রফুল্ল হয়, কীর্ত্তনাদিতে ভক্তি বৃদ্ধি হয় সুতরাং প্রত্যহ সৎসংগীতের আস্বাদন করিবে। জ্ঞানাৎ পরতরং গানং গানাৎ পরতরং নহি। বেদাদিও সংগীত। গান ও হাস্য স্বাস্থ্যপ্রদ।

সারাংশ ঘৃত হইলেও বালকের পক্ষে দুগ্ধই খাদ্য সুতরাং স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে ভক্তিপথ এবং তান্ত্রিকী উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য।

* তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

† চাণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপদাধমঃ॥

অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ! এই ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে সাবধানে আত্মরক্ষা করুন; আত্মবিচ্ছেদ করিবেন না। কতকগুলি সবজান্তা নাস্তিকের কথায় এবং ভেদনীতির কৌশলে ভুলিয়া, জাত্যভিমানের বাজে গরমে বালকের ন্যায় ইহ পরকাল নষ্ট করিবেন না। জন্মগত মানকে আরও বড় করিতে গিয়া অহঙ্কার প্রকাশে নীচকে উত্তেজিত করিয়া লাভ কি? অন্যে বড় না বলিলে সে বড়র ফল কি? ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল রক্ষা করিবার কেহ নাই, এই বৈদেশিক প্রভাববিশিষ্ট দুর্দ্দিনে ধর্ম্মের খোসা লইয়া বিবাদ করিবেন না, যিনি যে ভাবে আছেন, স্থির থাকিয়া স্ব স্ব বর্ণাচারে সাধনা করুন। মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধনায় এবং মহামান্য যবন হরিদাস স্বামী প্রভৃতি নাম সাধনায় মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কলির প্রধান গুণ এই যে, স্বল্প সাধনায় যথেষ্ট ফল হয়, কোন প্রকারে ধর্ম্মপথে মনটি রাখিয়া নাম করিতে পারিলে, তুলারাশিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতনের ন্যায় পাপরাশি ভস্ম হইয়া যায়, একবার নাম কর।

ব্রাহ্মণের অহঙ্কারেই পতন হইয়াছে এবং সেই পতনেই ভারতের পতন হইয়াছে, মস্তক স্বরূপ ভূদেবদিগকে ঘৃণা বা উপেক্ষা করিবেন না, ব্রাহ্মণের উন্নতি ও বিশুদ্ধি ব্যতীত হিন্দু সমাজ রক্ষা হইবে না, সুতরাং সে পক্ষে সকলেই চেষ্টা করুন; (২য় ভাগে সমাজতত্ত্ব দেখ)। এখনও ব্রাহ্মণকেই অগ্রণী করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্মপন্থার অনুসরণ কর, তবেই বাঁচিবে। (মদীয় চণ্ডীর সমাজতত্ত্ব দেখ)।

স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার সঙ্কোচ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণের অনুকূলে যাহা লেখা হইল, ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মকারণ এবং আমার

ভ্রমও থাকিতে পারে, কিন্তু যে বেদব্যাস নিজের জুগুপ্সিত জন্ম-বৃত্তান্তটিও নিঃসঙ্কোচে লিখিতে পারেন তিনি বা তত্তুল্য মুনিগণ যে স্বার্থশূন্য, উদার ও সত্যবাদী, শাস্ত্রও সত্য ইহাতে সন্দেহ নাই।

উপস্থিত কর্ত্তব্য কি।

অপর কথা, এক্ষণে আমাদের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইতেছে, কন্যাদায় সমস্যার সমাধান করা,—শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যে বর্ণের কন্যা সেই বর্ণের বরকে দিবে সুতরাং রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি জাতীয় ভেদাভেদ এবং কৌলিন্য প্রথা শাস্ত্রীয় নহে, দেশ ভেদেই জাতিভেদ, গুণের আদর জন্য মনগড়া ঐগুলি পূর্ব্বে প্রয়োজন হইয়াছিল বটে কিন্তু এক্ষণে উহা নষ্ট করিয়া, স্বজাতি সকলে এক হইলে পাত্রের সংখ্যা বাড়িয়া যাইয়া, বরপণাদি কমিতে পারে এবং বংশের বিশেষ উন্নতি হইবে। দেশ হিতৈষী যুবকেরা নিজে নিজে এ কার্য্যে অগ্রগামী হইয়া সাহস দেখাও।

কায়স্থ বণিক ও তন্তুবায় প্রভৃতি সকলের মধ্যে ও ব্রাহ্মণের আদর্শে ঐ প্রকার জাতীয় ভেদাভেদ দাঁড়াইয়াছে, উক্ত মহাশয়েরা পৈতা প্রভৃতির বাজে হুজুক ছাড়িয়া, এই প্রকারে বৈবাহিক সমাজ বিস্তারের চেষ্টা করুন; এই জন্য অর্থ ব্যয়াদি করিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করুন, যথাসাধ্য দেশীয় ঔষধ, পথ্য, বস্ত্র ও শিল্প এবং বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করিয়া, দেশের অর্থ দেশে রাখিয়া, অন্ন সমস্যা হইতে বাঁচিতে ও বাঁচাইতে চেষ্টা করুন; তাহা হইলে নিজের ধর্ম্ম অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষা হইয়া, নিজের পায় নিজে দাঁড়াইয়া, রাজার অধীনে প্রকৃত স্বরাজ হইবে। হিন্দু-

সৎকর্ম্মমালা ৫ম ভাগে বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা, সুসন্তান জন্মাইবার কথা এবং স্বরাজের কথা বিস্তারিত লেখা আছে।

উপস্থিত অন্ন সমস্যার সমাধান না করিয়া ধর্ম্ম করা যাইবে না, অনেকে এখন এই কথা বলেন কিন্তু ক্ষুধিত বালকের মত কেবল ছুটাছুটী করিলে কি হইবে, মাকে খুঁজিয়া মায়ের কাছে বালকের ন্যায় চাহিতে হইবে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুধা পিপাসা মিটাইতেছেন, সেই মা ভিন্ন কে খাবার দিবে, অর্থাৎ দৈবশক্তি ও পুরুষকার এই উভয় সম্পন্ন হইয়া কার্য্য করিলে স্থির বুদ্ধি * দ্বারা ঐহিক পারত্রিক সকল কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইবে। কোন কার্য্যে বিঘ্ন হইলেও কর্ম্মফলবাদী ধার্ম্মিকের মন দুর্ব্বল হইবে না। অতএব কর্ম্ম করিতে গেলে ধর্ম্ম ছাড়িতে হইবে এই কথা অবিশ্বাসী নাস্তিকেরাই বলেন।

হাইকোর্টের বিখ্যাত জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যা, পূজা, মাতৃপদোদক পানাদি যথেষ্ট ধর্ম্ম করিতেন, দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য ব্যতীত প্রায় সকল সভায় বক্তা থাকিতেন এবং তিনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ের অভাব হয় নাই, সুতরাং তাঁহার আদর্শে সকলে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উভয়ই করুন †, ধার্ম্মিক ব্যক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ শান্তি ও সুযশ পাইবেন।

* স্থিরো যায়োতি পুরুষঃ স্থিরঃ শ্রীরেব জায়তে। রক্ষিতুং নৈব শক্নোতি চপলশ্চপলাং শ্রিয়ং॥ স্মৃতিঃ। পুরুষ স্থিরবুদ্ধি হইলে সঙ্গ গুণে লক্ষ্মীও তাঁহার নিকট স্থিরা থাকেন, চঞ্চল পুরুষ কখন চঞ্চলাকে স্থিরা রাখিতে পারেন না।

† উক্ত জজ মহাশয়ের মাতৃ সপিণ্ডনের সমারোহদিনে যে

এই পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্য যাহা বলা হইল, ক্ষুন্নিবৃত্তির পথ, না দেখাইলে, ঐ সকল কথায় অনেকের আস্থা বা তৃপ্তি বোধ হইবে না, সে জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী দিগের নিত্যকর্ম্মের ন্যায় জ্ঞাতব্য জীবিকা সম্বন্ধে শাস্ত্র নির্দ্দেশ মতে সংক্ষেপে কিছু লিখিলাম।

কৃষি। ভারতের স্ত্রী পুরুষ সাধারণের কৃষিপরায়ণ হওয়া উচিত। ইহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাৎ হয় না, ব্রাহ্মণদিগেরও হল চালনার কথা শাস্ত্রে আছে। দ্বেষ হিংসাদি না থাকায় ইহা পবিত্র কার্য্য *। স্বহস্তে না পারিলেও সঙ্গে থাকিয়াও চাষ করাইবেন, "খাটে খাটায় লাভের গাঁতি। তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি। ঘরে বসে পুছে বাঁত। তার ঘরে হা ভাত॥ 'খনা।'

যাঁহারা দশ বিশ টাকার চাকরী খুজেন, তাঁহারা এই স্বাধীন কার্য্যটি অভ্যাস করুন; এই মহার্ঘ্য দিনে কলা পেপে লাউ কুমড়া ওল কচু এবং ধান্যের চাষ করুন, পেট ভরিয়া খাইয়া, অন্যকে দিয়া এবং বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করুন। স্ত্রীলোকেরা

স্থলে শ্রাদ্ধ সাজাইয়া ঘড়িটির দিকে চাহিয়া তিনি বসিয়া ছিলেন, সেই স্থলে কয়েকটি নিমন্ত্রিত অধ্যাপকের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয় অপেক্ষা করিতেছেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন "মহাশয় দিগের যেরূপ আদেশ" অর্থাৎ এই কার্য্যের শাস্ত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, তিনি কি প্রকার ন্যায় ও ধর্ম্মকে মানিতেন এই কথায় বুঝা যায়।

* কৃষির্ধন্যা কৃষি মেধ্যা জন্তুনাং জীবনো কৃষিঃ। অন্নং প্রাণং বলঞ্চান্নং অন্নং সর্ব্বার্থ সাধকং। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥ ইত্যাদি পরাশর সংহিতায় দেখ।

স্বহস্তে লাউ কুমড়া ছিম বীজ পুতুন, স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে। ঘরে ভাত থাকিলে সকলই সুখ, সকল ভ্রাতাই একান্নে থাকিতে পারিবেন, অতিথি কুটুম্বের ভয় হইবে না। পৃথক্ ভাবে যাহার যে উপার্জ্জন সঞ্চয় কর কিন্তু সাজার একটি সংসার রাখিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যবস্থা এবং যশ মান পুণ্য বৃদ্ধি কর। দুই পাঁচটি সুস্বাদু ফলের গাছ স্বহস্তে পুঁতিলে, বহুজীবের উপকার ও পুণ্য হইবে।

গো-সেবা। ইহা নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত প্রধান ধর্ম্ম কার্য্য। গো, গঙ্গা, গায়ত্রী, সতী ও ব্রাহ্মণ ইঁহাদের সম্মান ও সেবা ও রক্ষা দ্বারা জগতের হিত এবং দেহ মনের উন্নতি ঘটে। প্রত্যহ গোগ্রাসদান, গোপ্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে হয়, কৃষি ও গো সেবা পরস্পরা সাপেক্ষ হওয়ায় উভয় কার্য্যই সহজ সাধ্য হইয়া থাকে। শিশু ও মুমূর্ষুর পক্ষে দুগ্ধই প্রধান খাদ্য। এই ভেজালের দিনে এদেশীয় লোকের পক্ষে যে কোন উপায়ে দুগ্ধ-পানের চেষ্টা ব্যতীত দীর্ঘায়ু হওয়া যাইবে না। গো সেবা ব্যতীত প্রচুর এবং খাঁটি দুগ্ধ খাওয়া ঘটিবে না। পৃথিবীতে গব্য-ঘৃতই অমৃতের নামান্তর, আহারত্যাগী দেবতারাও হোমীয় ঘৃতের প্রার্থনা করেন, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতং। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" ভারতে গো সেবা মহৎ কার্য্য বলিয়াই বোধ হয় আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং সকল নর নারী স্বহস্তে বা স্বচক্ষে গো সেবা করিবেন। (গো সেবা ষষ্ঠ ভাগে বিস্তারিত লেখা আছে)।

কুসীদ। লোকের আপদ বিপদে ব্যক্তি বিবেচনায় টাকা ধার দিতে পারিলে যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি এবং ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, ইহা দ্বারা পরোপকার করিতে পারিলে লোক সমাজে প্রতিপত্তি ও

সম্মান বৃদ্ধি হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। সুদ যত কম লওয়া যাউক সময় মত টাকা আদায় করিতে পারিলে মহাজনের ক্ষতি হয় না, যিনি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন এবং টাকা পাইলেই সহজে খাতকের কোন সম্পত্তির প্রতি লোভ করেন না, এবং সুদের টাকা যথাসাধ্য ত্যাগ করেন, সেই মহাজনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হওয়ায় বংশ পরম্পরায় তিনি উন্নতি লাভ করিতে পারেন কিন্তু সুদের সুদ যাঁহারা লয়েন তাঁহারা পরপীড়ক * হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ও পাপী হয়েন। এই কার্য্যে হাজা সুখা প্রভৃতি ভয় নাই, রাত্রি প্রভাত হইলেই সুদের আয় নির্ব্বিঘ্নেই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "কৃষ্যাদিকে ভয়ং ঘোরং তৎ কুষীদে ন বর্ত্ততে।" অর্থাৎ কৃষ্যাদি কার্য্যে অতি বৃষ্টি প্রভৃতি অনেক ভয় আছে কিন্তু ঐ ভয় কুষীদে নাই, সুতরাং এই কার্য্য সর্ব্ববর্ণের সাধারণ স্ত্রী পুরুষ সকলেই করিতে পারেন। জীবনে দুই চারিবার অর্থপ্রাপ্তি যোগ হইবেই, মিতাচারী পুরুষ সেই সকল সময়ে কোন প্রকারে অর্থসঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহা বৃদ্ধির দিকেই যায়, সেইরূপ কোন গতিকে ঋণ হইলেও ঐ ঋণ বৃদ্ধির পথেই যাইবে। ঋণ ব্যাধি বিশেষ উপেক্ষণীয় নহে, অঋণী ও অপ্রবাসী ভিন্ন ধর্ম্ম ও আচার পালন দুঃসাধ্য এবং তাঁহারা সুখীও হয়েন না। "অঋণী

---

* বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়। খলস্য সাধো-বিপরীত মেতৎ জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥ খলের বিদ্যা বিবাদের জন্য, ধন জন শক্তি অহঙ্কার ও পরপীড়নের জন্য; সাধুরা ঐ গুলি দ্বারাই জ্ঞান ও দান এবং রক্ষা কার্য্য করেন।

চাপ্রবাসীচ স বারিচর মোদতে।" প্রবাসী ও দাসত্বের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই দেশের পতন হইয়াছে। প্রথম বয়সই সঞ্চয়ের সময়।

"সত্যানৃতং বণিক ভাব" সত্য মিথ্যা বিজড়িত যে কার্য্য তাহাকে বাণিজ্য বলে, পূর্ণ সত্যে ব্যবসা হয় না। বিদেশী জাতি চর্ম্মকার হইতে রাজ মন্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই ব্যবসায় করেন, যাঁহাদের শক্তি আছে তাঁহারা সকলে সে দিকে অবিলম্বে বিশেষ লক্ষ রাখিবেন, শত করা নব্বুই ভাগ বিদেশী এ দেশের সমস্ত ব্যবসায় হস্তগত করিয়াছে, সংঘ বদ্ধ হইয়া ঐ ব্যবসায় লইতে চেষ্টা কর এবং কায় মন বাক্যে যথাসাধ্য স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন কর, তবে দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, বিশ্বাসই ব্যবসায়ের প্রধান মূল ধন, লোক বিশেষ না ঠকে এবং চোরে না খায়। জিনিষ খারাপ, ওজনে কম, দরে বেশী, এই ত্র্যহস্পর্শ ঘটিলেই পতন। ব্যবসা না শিখিয়া করিতে নাই।

এই কয়েকটি সাধারণ জীবিকা এবং বংশগত অধ্যাপনা চিকিৎসা ও শিল্পাদি জীবিকা দ্বারা জন্ম পল্লীতে বাস করিয়া এখনও অনায়াসে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যায়। দশ জন এক স্থানে বাস করিলে বাধা বিঘ্ন নাশও স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়। আসামের অস্বাস্থ্যকর স্থানকে স্বাস্থ্যকর করিয়া সাহেবেরা বাস করিতেছেন। যাঁহাদের এ সকল কার্য্যে সুবিধা না হয় চাকুরী করুন কিন্তু পল্লী সংস্রব ত্যাগ করিবেন না, সন্তানদিগেরও প্রয়োজন হইবে।

এই প্রকার সময়োপযোগী বহু প্রবন্ধ আমার সকল পুস্তকেই আছে, ইহা সকলেই পড়ুন; এই অনুরোধ।

নিত্যকর্ম্মারম্ভঃ।

প্রাতঃস্মরণীয়।

দীর্ঘায়ু ও ধর্ম্মার্থ কামীব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের (চারিদণ্ড) অনূ্যন এক ঘণ্টা ৩৬ মিনিট পূর্ব্বে প্রত্যুষে জাগ্রত হইয়া, পাঠ করিবে।

ব্রহ্মা মুরারি-স্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতু, কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং। ১।

প্রাতঃ শিরসি শুক্লেঽব্জে, দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
প্রসন্নবদনং শান্তং, স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥ ২॥

নমোঽস্তু গুরবে তস্মা-ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি, বিষং সংসারসংজ্ঞিতং। ৩।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্। ৪।

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥ ৫।

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তির্জ্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। ৬।

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং। ৭।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ। ৮।

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা, পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী, পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ। ৯।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥ ১০ ॥

"নমঃ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া, পুরুষ দক্ষিণপদ ও স্ত্রীলোক বামপদ অগ্রে ভূমিতে দিবে।

প্রাতঃকালে উঠিয়া ঐ সকল আদর্শ নরনারীর গুণাবলি চিন্তা করিলে, তাঁহাদিগের গুণের অনুকরণের ইচ্ছায় মনের উন্নতি হয় এবং তাঁহাদের ও নব গ্রহাদির নাম মাহাত্ম্যে আপদ বিপদ নাশ হয়। প্রভাতে প্রথমে বেদজ্ঞ (বা পণ্ডিত) ব্রাহ্মণ, ভাগ্যবতী রমণী, অগ্নি ও গাভী দর্শন করিলে, সে দিন কোন অমঙ্গল ঘটে না কিন্তু পাপিষ্ঠ নর নারী দুর্ভগানারী, মদ্য, উলঙ্গ-মনুষ্য ও ছিন্ন নাসিকা ব্যক্তিকে দর্শন করিলে অনিষ্ট ঘটে।

পরে, তদ্দিনে করণীয় ধর্ম্ম ও তদবিরোধী অর্থাদি চিন্তা করিতে করিতে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক বাসস্থানের অন্যূন দেড়শত হস্ত অন্তরে নৈঋত কোণাভিমুখে গোপনীয় স্থানে উর্দ্ধমুখ না হইয়া, মৌন-ভাবে শৌচ কার্য্য করিবে, তৎকালে মস্তকে বস্ত্রাচ্ছাদন দিবে এবং জলপাত্র স্পর্শ করিয়া রাখিবে না। বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র এবং বিষ্ঠা এই ছয়টী মল মৃত্তিকা ও জল দ্বারা এবং অন্য শ্লেষ্মাদি মল কেবল জল দ্বারা শোধন হইবে।

পরে, কটু তিক্ত বা কষায় রসযুক্ত বৃক্ষ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রমাণ স্থূল ও ষড়ঙ্গুলি দীর্ঘ দন্তকাষ্ঠ লইয়া, (দন্ত সুদৃঢ় করিবার ইহা উত্তম উপায়) দন্ত ধাবন করিবে। পর্ব্বদিনে প্রতিপৎ ষষ্ঠী ও নবমী তিথিতে এবং শ্রাদ্ধ বিবাহ উপনয়ন এবং উপবাস দিনে ও জন্মতিথিতে এবং অজীর্ণ সম্ভব হইলে, দন্তকাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া, মৃত্তিকা বা ভস্ম দ্বারা কিম্বা কেবল দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা (সর্ব্বত্র

দ্বাদশ গণ্ডূষ জলে) মুখশোধন করিবে। জিহ্বামার্জ্জন সকল দিনেই কর্ত্তব্য। দন্ত সংলগ্ন ভক্ষ্যদ্রব্যের কণা তুলিতে যত্ন করিবে না, কারণ তজ্জন্য রক্তপাত হইলে অশৌচ হয়।

আচমন বিধি *।

স্ত্রী শূদ্রাদির আচমন। হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া, অনুপনীত ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রী ও শূদ্রেরা দৈবতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা ওষ্ঠে তিনবার জলস্পর্শ করিয়া "নমো বিষ্ণু" তিনবার বলিয়া, বিষ্ণুস্মরণ করিবে। (নিষেধ না থাকায় নিম্ন লিখিত বিধানে, ওষ্ঠ অধরাদি স্পর্শ করিবে)।

তৎপরে, দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মিলিত ওষ্ঠদ্বয় (লোমযুক্ত স্থান) দক্ষিণ ও বাম পর্য্যায়ক্রমে দুইবার মার্জ্জনা করিয়া, উভয় হস্ত প্রক্ষালনানন্তর মস্তকে ও পদে জলের ছিটা দিবে, পরে, তর্জ্জন্যাদি (তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা) অঙ্গুল্যগ্রত্রয় দ্বারা ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জন্যগ্র দ্বারা দক্ষিণক্রমে নাসাপুটদ্বয় এবং অনামাঙ্গুষ্ঠদ্বারা চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয় এবং অঙ্গুষ্ঠ

---

* সকল বৈধ কর্ম্মের আরম্ভে কিম্বা শুচির জন্য আচমন করিবে। হোমকার্য্যে, ভোজনকালে এবং উভয় সন্ধ্যায়, দুইবার আচমন করিবে। দাঁড়াইয়া, শুইয়া, হাস্য ও ক্রন্দনকালে আচমন করিবে না। কর্ম্মকালে হাঁচিলে, থুতু ফেলিলে, নিদ্রাভিভূত হইলে, অন্য কথা বলিলে বা নাভির নিম্ন অঙ্গ স্পর্শ করিলে আচমন না করিয়া, কেবল দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। (ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে সুপ্তে পরিধানেঽশ্রুপাতনে। কর্ম্মস্থ এষু নাচামেৎ দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ। ইতি স্মৃতিঃ।) (১৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

ও কনিষ্ঠাগ্র দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া, কর প্রক্ষালন পূর্ব্বক করতল দ্বারা হৃদয় এবং সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক ও বাহুমূলদ্বয় যথাক্রমে স্পর্শ করিয়া, বামকরতলস্থ জল ভূমিতে ত্যাগ করিবে।

স্নান প্রকরণ। *

জলাশয়তীরে আসিয়া, প্রথমে মাথায় জল দিয়া, পরে জলে নামিয়া, নাভিজলে স্রোতোঽভিমুখে দাঁড়াইয়া, মুখ নাসাক্ষি কর্ণ দুই করে আচ্ছাদন করিয়া, পবিত্রতার জন্য একবার ডুব দিবে। আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে সংকল্প করিয়া, স্নান করিবে।

* মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দন করিবে, নিষিদ্ধ দিনেও সর্ষপ তৈল এবং পুষ্পবাসিত তৈল ব্যবহার্য্য, প্রাতঃস্নানে তৈল মদ্যতুল্য উদয়ের পূর্ব্বে যে কোন তৈল মর্দ্দনে উদরী ও বাতাদি রোগ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। "অশ্বত্থায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে তৈল মাটিতে দিয়া, ব্রাহ্মণ বামপদে এবং শূদ্র মস্তকে অগ্রে তৈল দিবে, শরীরের অষ্টদ্বারে ও পদতলে ও দন্তে তৈল মর্দ্দন স্বাস্থ্য কর।

পরের অনুৎসর্গ জলাশয় হইতে তিন মুষ্টি মাটী তীরে নিক্ষেপ করিয়া স্নান ও তর্পণ করিবে। স্রোতহীন জলাশয়ে উত্তর মুখে থাকিবে এবং কুত্রাপি বহু বা এক বস্ত্র বিশিষ্ট হইয়া স্নান করিতে নাই। পীড়িত অবস্থায় বা ভোজনান্তে কিম্বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে গ্রহণাদি ভিন্ন অকারণ স্নান করিতে নাই। স্ত্রী ও শূদ্রেরা সংকল্প এবং কেবল আনুপূর্ব্বিক স্নানের ক্রিয়া সমস্ত করিয়া স্নান করিবেন। সর্ব্বত্র আর্দ্রবস্ত্রদ্বারা গাত্র মার্জ্জনা কারলে স্নানতুল্য দেহশুদ্ধি হয়।

সংকল্প†—বিষ্ণুর্ম্মোঽদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকদেবী (বা অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দাসঃ) শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামা (বা কামঃ) স্নানমহং করিষ্যে।

পরে, "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে জলে চতুর্দ্দিকে এক হস্ত প্রমাণ চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, তন্মধ্যে অঙ্কুশমুদ্রা (প্রকরণে দেখ) দ্বারা জল আলোড়ন পূর্ব্বক জলশুদ্ধি করিবে।

জলশুদ্ধি মন্ত্র।—নমো গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

তৎপরে, "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া, যুক্তকরাগ্রদ্বারা তিনবার মস্তকে জল দিবে, পরে, তীরস্থ পরিষ্কৃত মৃত্তিকা লইয়া গাত্রে মাখিবে। পরে স্নান করিবে।

মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নান।

অরুণোদয় কাল হইতে অর্দ্ধ সূর্য্যোদয় অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে ঈষৎ আলোক প্রকাশ সময় হইতে যাবৎ নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত চারিদণ্ড প্রাতঃস্নানের কাল। মাঘস্নান তিন প্রকার

† সংকল্পবিধি (১ম ভাগে বিশেষ দেখ)। সর্ব্বত্র প্রাতঃস্নানে প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গায় গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাসাগরে, যমুনায়াং ইত্যাদি যথাসঙ্গত বলিবে।

দ্বিজবন্ধু স্ত্রী ও শূদ্রেরা ওঁকার শ্রীঁ (লক্ষ্মীবীজ) স্বাহা, স্বধা ও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন না এবং পঞ্চযজ্ঞ (তর্পণ, হোম, বলিবৈশ্যাদি) স্নান ও শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য কার্য্যে পৌরাণিক মন্ত্র মাত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন। নিষিদ্ধ স্থলে নমো নমঃ বলিবে।

মাসেই হইবে *। মাঘ, কার্ত্তিক ও বৈশাখ প্রাতঃস্নানে প্রশস্ত। পূর্ব্ববৎ সংকল্পাদি করিয়া, সৌর মাঘে বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিবে,—

* গঙ্গার জল প্রবাহ হইতে চারি হস্ত স্থান বিষ্ণুস্বামিক, ইহার অন্য স্বামী নাই, এখানে কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও দান লইবে না। ভাদ্র কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যে পর্য্যন্ত জোয়ারের জল উঠে, তাবৎ গঙ্গার গর্ভ, তথা হইতে দেড়শত হস্ত পর্য্যন্ত তীর, তথা হইতে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত উভয় কুলকে ক্ষেত্র বলে, তথা হইতে আটক্রোশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র সদৃশ স্থান।

গঙ্গাতীরে বা অন্যতীর্থে দান করিবে, দানগ্রহণ স্থানান্তরে করিতে পারে। শৌচ, মুখ প্রক্ষালন, নির্ম্মাল্যক্ষেপ, কেশাদি দৈহিকমলত্যাগ, জলক্রীড়া, প্রতিগ্রহ, অন্যতীর্থ প্রশংসা, বস্ত্রত্যাগ ও তদাঘাত, বহুভাষণ, ইতস্ততঃ অনর্থক দর্শন গঙ্গাসম্বন্ধে ও অন্যতীর্থ সম্বন্ধে প্রায় সর্ব্বত্র ইহা ত্যাজ্য এবং প্রথম জোয়ারের জল সর্ব্বত্র ত্যাজ্য। তটে গাত্রমার্জ্জনানন্তর গঙ্গাস্নান করিবে, পরিধেয় বস্ত্র বা কেবল বস্ত্রদ্বারা কুত্রাপি গাত্রমার্জ্জনা করিবে না।

সৌরমাসীয় মাসিক সংকল্পে, বিষ্ণুর্ন্মোহস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে—অমুক তিথাবারভ্য মকরস্থ রবিং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দাসঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ, প্রত্যহং (গঙ্গাস্নান গঙ্গায়াং) প্রাতস্নানমহং করিষ্যে (সংকল্পবিধি দেখ)। মুখ্য চান্দ্রস্নানে প্রতিপদি তিথাবারভ্য অমাবস্যাং যাবৎ ইত্যাদি। মেষস্নান মাত্র সৌরে, কার্ত্তিক স্নান সৌরে ও মুখ্যচান্দ্রে এবং দৈনিক সংকল্পেও চান্দ্রমাসোল্লেখ হইবে। অর্দ্ধ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ও প্রাতঃস্নান হয়।

গৃহস্থ প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ণ এবং ব্রহ্মচারী ত্রিসন্ধ্যা স্নান বারমাস করিলে, নিরালস্য, স্বাস্থ্য ও লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইবেন।

নমো মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেবমাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥ ১॥
নমো দুঃখদারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপবিনাশনং॥ ২॥
নমো মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥ ৩॥

মাঘস্নানান্তে বাসুদেব হরি কৃষ্ণ ও শ্রীধরকে স্মরণ করিবে।

মাকরীসপ্তমী স্নান †।

সংকল্পে মাঘমাসের উল্লেখ, বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বহুশত সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান-জন্যফল-সমফল প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং প্রাতঃ স্নানমহং করিষ্যে।

এই সংকল্পান্তে সাতটী কুলপাতা ও সাতটী আকন্দপাতা মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক ধারণ করিয়া, মন্ত্র পড়িবে যথা—

নমো যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ (রোকঞ্চ) শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করিবে। তৎপরে, সূর্য্যোদয়ে তাম্র-

† তৎকালে প্রাতঃস্নান সংকল্পিত থাকিলেও ইহার সংকল্প পৃথক্ করিতে হইবে, কিন্তু স্নান একবার করিলেই উভয় স্নান সিদ্ধি হইবে, সামান্য জলে সূর্য্য গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফল প্রাপ্তিকামঃ, এই বিশেষ। এই সকল কাম্য তীর্থ স্নানাদি মাতা পিতা ভ্রাতা স্ত্রী সুহৃদ গুরু প্রভৃতির উদ্দেশে (স্বীয়স্নানানন্তর) করিলে, তাঁহাদিগের স্বয়ংকৃত স্নানের অষ্টভাগৈক ভাগ ফল লাভ হয়। ইহা না করিলে তাঁহারা স্নানফল হরণ করেন।

পাত্রে করিয়া, আকন্দপত্র এবং কুল প্রত্যেকে সাতটী লইয়া, পুষ্প ও দূর্ব্বাদিযুক্ত অর্ঘ্য দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য দিবে,—বিষ্ণুর্নমোঽস্য—আয়ুরারোগ্যসম্পৎকামঃ শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘদানমহং করিষ্যে।

সূর্য্যের সাধারণ অর্ঘ্য মন্ত্র।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
এষোঽর্ঘঃ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

তৎপরে, মাকরীর অর্ঘ্যদানের বিশেষ মন্ত্রে ঐ অর্ঘ দিবে।

নমো জননি সর্ব্বভূতানাং সপ্তমি সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥

সূর্য্যের সাধারণ প্রণাম মন্ত্র।

নমো জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

তৎপরে, মাকরী সপ্তমীর বিশেষ প্রণাম মন্ত্র পড়িবে,—

নমঃ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোক প্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥

প্রত্যহ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি সূর্য্যকে দর্শন করিবে।

রটন্তি।—গৌণ মাঘের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে (সরস্বতী পূজার পূর্ব্বে) অরুণোদয়কালে রটন্তি স্নানে যম দর্শনাভাব, কামনা করিবে।

গ্রহণস্নান *।

স্বচক্ষে গ্রহণ দেখিয়া সঙ্কল্প করিবে,—বিষ্ণুর্নমো-ইত্যাদি রাহু-

---

* গ্রহণস্নান ও মুক্তিস্নান কূপাদিতেও হইবে। অশৌচ প্রতিবন্ধক হইলেও দান শ্রাদ্ধ ভিন্ন স্নান তর্পণাদি অবশ্য কর্ত্তব্য।

গ্রস্ত নিশাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দাসঃ বহুশত চন্দ্রগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

সংকল্পান্তে—পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্নান করিবে। মুক্তিস্নানানন্তর সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

নমঃ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচাণ্ডালযোগোত্থঃ কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

গ্রহণে ক্ষতাশৌচ জন্য কিছুই নিষেধ নাই। জন্ম চতুর্থ সপ্তম অষ্টম নবম দশম ও দ্বাদশরাশি এবং জন্ম ও নিধন তারায় গ্রহণ দর্শন নিষেধ হেতুক কেবল মুক্তিস্নান করিবে।

গ্রহণে সামান্য জলে স্নানে, চন্দ্রগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফল সমফল প্রাপ্তিকামঃ বলিবে। সর্ব্বত্র সূর্য্যগ্রহণে সূর্য্যগ্রহণ কালীন যথাসঙ্গত বলিবে। সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে চারি প্রহর ও চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে তিন প্রহর ভোজন নিষেধ। চন্দ্রের গ্রস্তোদয়ের পূর্ব্বে দিবাভোজন করিবে না। বালক বৃদ্ধ রোগীরা গ্রহণের পূর্ব্বে তিন মূহূর্ত্ত ত্যাগ করিয়াও ভোজন করিতে পারেন। গ্রস্তাস্ত হইলে গ্রহণদর্শীরা পরদিন উদয় দর্শন করিয়া স্নানান্তে ভোজন করিবে। মেঘাদি দ্বারা মুক্তি দর্শন না ঘটিলেও মুক্তি কাল অতিক্রম করিয়া স্নানাদি করিবে। রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে অনন্ত ফলকামনা ইহাকে চূড়ামণি যোগ কহে। গ্রহণে অপাত্রে দানও প্রশস্ত। গঙ্গাতীরে দান উৎসর্গ করিয়া, স্থানান্তরে দিবে।

গ্রহণাদি কালমাহাত্ম্যে সদসৎ কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন হয় অর্থাৎ একগুণ দানে শত শত গুণ ফল, জলের শুচিত্ব শক্তি শত শত গুণ বৃদ্ধি পায়। পাপ করিলেও শত শত গুণ বৃদ্ধি হয়ে।

ব্রহ্মপুত্র স্নান। চৈত্রশুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে স্নান করিবে। পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ও বুধবার পাইলে বিশেষ ফল। সঙ্কল্প,—বিষ্ণুর্নমো ইত্যাদি মোক্ষপ্রাপ্তিকামো ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে। সঙ্কল্প করিয়া, পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্নান করিবে, তদগ্রে এই মন্ত্র পড়িবে,—

নমো ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

গঙ্গাসাগর স্নান-মন্ত্র।

সংকল্প পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্নান করিবার পূর্ব্বে এই বিশেষ মন্ত্র পড়িবে, পরে ডুব দিবে।

নমস্তং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥

দশহরাস্নান।

বিষ্ণুর্নমোঽদ্যেত্যাদি—দশবিধপাপক্ষয়কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। হস্তাযোগে, হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশম্যাং তিথৌ এবং দশজন্মার্জ্জিতদশবিধপাপক্ষয়কামঃ, উহাতে মঙ্গলবার পাইলে (ভগীরথ দশহরা) কুজবারাধিকরণক হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা দশবিধ পাপক্ষয় শতগুণ-বাজিমেধাযুতজন্য পুণ্য-সমপুণ্য প্রাপ্তিকামঃ—ইত্যাদি বিশেষ। সংকল্পাদির পর মজ্জনের পূর্ব্বে এই আগন্তুক মন্ত্র পড়িবে।

নম অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ। পরদারোপ-সেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ। অসম্বন্ধ-প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥ ২॥ পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং—

বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসং ॥ ৩ ॥ এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি। স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥

বারুণী স্নান।

বিষ্ণুর্মোঽদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বারুণ্যাং অমুক গোত্রা শ্রীঅমুক দাসী বহু শত সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফল প্রাপ্তি কামা গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। বিষ্ণুর্মোঽদ্য—শনিবারাধিকরণক শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দাসঃ বহুকোটীসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানজন্য ফল সমফল প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। বিষ্ণুর্মোঽদ্য—শনিবারাধিকরণক শুভযোগশতভিষানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দাসঃ ত্রিকোটীকুলোদ্ধ-রণকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। (তিনটী বাক্য যথাস্থানে পাঠ্য।)

বস্ত্র ও উত্তরীয়।

কার্পাস বা কৌষিকাদি যে জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিবে, সেই জাতীয় উত্তরীয় ধারণ কর্ত্তব্য। ছিন্ন মলীন বা সূচীবিদ্ধ সেলাই করা বস্ত্র ধর্ম্মকর্ম্মে অগ্রাহ্য। উত্তরীয় না লইয়া দৈব পৈত্র কার্য্য করিবে না সুতরাং সন্ধ্যা পূজাদি নিত্যকর্ম্মেও উত্তরীয় ব্যবহার করিবে এবং কোছা কাছা গুজিয়া দৃঢ় ভাবে বস্ত্র পরিবে।

শারীরিক উত্তাপের সামঞ্জস্য রক্ষাই উত্তরীয় গ্রহণের প্রয়োজন, নচেৎ শীতোষ্ণ বায়ু প্রভৃতি দ্বারা দেহ মন চঞ্চল থাকিলে সাধনার বিঘ্ন হইয়া থাকে। জামা পরা থাকিলে প্রাণায়ামাদি কার্য্যের

অসুবিধা হয়, ইহা কর্ম্মানুষ্ঠান কারকেরা বুঝিতে পারেন, এবং উহাও সূচীবিদ্ধ হেতু নিষিদ্ধ। "সূচ্যা বিদ্ধং ন চৈব হি।"

সর্ব্বত্র দেশ কাল এবং পাত্রভেদে পরিচ্ছদ ব্যবহার হইয়া থাকে * কিন্তু ভারতের অধিকাংশ স্থলে পরিধান বস্ত্র এবং ঋতু ভেদে স্থূল বা সূক্ষ্ম উত্তরীয় ব্যবহার অভ্যাস করিলেই চলিতে পারে। কার্পাস বস্ত্রের উপর লোমজ বস্ত্র ব্যবহারে বড়ই শীত নিবারণ হয় "কম্বলং পটসংযুক্তং মহা হিম নিবারণং।" কংবলবন্তং ন বাধতে শীতং। কম্বলবন্তং।" এদেশে সর্ব্বত্র প্রচুর শস্যাদি হওয়ায় স্বল্প চেষ্টায় অন্ন সংগ্রহ হয়, তুলার চাষ ও চরকা প্রচলন অথবা কাপড়ের যৌথ কল কারখানা নিজেদের মধ্যে করিয়া, বস্ত্রের সমস্যা মিটাইতে পারিলেই সহজে স্বাবলম্বী হইয়া স্বরাজ লাভ করা যায়, কিন্তু এই স্বরাজের ভিত্তি যতদিন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইবে তাবৎকাল উহা দৃঢ় মূল হইবে না, অর্থাৎ ধর্ম্মে কর্ম্মে স্বদেশীয় আচরণ এবং বিলাতি বস্ত্রাদি অপবিত্রের ন্যায় জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন এবং স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ এবং যথাশাস্ত্র আচার শিক্ষা করাও আবশ্যক।

* পরিচ্ছদ বিশেষে মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে সুতরাং উহাও ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। নামাবলি গাত্রে দিলে হরিনাম স্মরণে ইচ্ছা হয়, যাবনিক লুঙ্গী ব্যবহারে সেই ভাবের উদয় হয়, হ্যাট কোট পরিলে মন উদ্ধত বা সাহেবী মেজাজ হয় সুতরাং হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিতেও ইচ্ছা হয়। গৈরিক বসনে ঔদাসিন্য ভাব এবং মন সংযত হয়। ব্রহ্মচারীর গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার্য্য কিন্তু গৃহস্থের উহা নিষিদ্ধ। ধার্ম্মিকাভিমানী ভোগীর পক্ষে উহা ভণ্ডামীর চিহ্ন, শাস্ত্রে ভণ্ডকে পতিত বলিয়াছেন।

বিষ্ঠা মূত্রাদি মলত্যাগ কাল ব্যতীত কোন পুরুষ মুক্তকচ্ছ হইবেন না, কচ্ছই কৌপিনের কার্য্য করে। মূলাধার এবং লিঙ্গাদি সর্ব্বদা আবদ্ধ এবং আচ্ছাদনে দেহের উত্তাপ রক্ষা হেতু তেজ (বা তাড়িৎ) বিক্ষিপ্ত হয় না। উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী প্রভৃতিও কৌপিন (বা নেংওট) পরিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা কৌপীন বিহীন (মোল্যা) হইয়া উলঙ্গের ন্যায় বেড়ান, তাঁহারা দেহ মনের ক্ষতি করেন এবং সময় বিশেষে লোকের সম্মুখে নির্লজ্জের ন্যায় প্রতীতি হয়েন, বিশেষতঃ শুষ্ক আরব-দেশীয় বেশ লুঙ্গী ভারতে রসাধিক্য দেহের লোকে ধারণ করিলে, কোরণ্ড বৃদ্ধি হইবার সম্ভব। এক্ষণে হিন্দু মুসলমানের হাঙ্গামা সময়ে লুঙ্গী পরায় বিপদও ঘটিতে পারে, মুই হেঁদু মোল্যা না মুখুয্যে বলিলে ছাড়িবে না। জাতীয়তা রক্ষার জন্যও জাতীয় পরীচ্ছদের প্রতি আস্থাবান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সাহেবেরা মহা গ্রীষ্মেও ভারতীয় পরীচ্ছদ জামাটিও গায় দেন না। কোন সাধারণ সাহেব ভুলক্রমে একটি দেশী দেশালাই বাক্স কিনিয়া চুরুট খাইবার পরে দেশী বলিয়া জানিবা মাত্র উহা দূরে ফেলিয়া দিয়া পুনশ্চ আর একটি বিলাতি বাক্স কিনিলেন, ইহা দেখিয়াছি সুতরাং বুঝুন কিরূপ দেশাত্মবোধ, এজন্যই ইংরাজ পৃথিবীর সম্রাট। তোমাদের স্বদেশানুরাগ কবে হবে।

শিখাবন্ধন।

মস্তকের সর্ব্বোচ্চ স্থানের (মাথার খুলির) উপর টিকি রাখিতে হয়, ঐস্থানে সহস্রার পদ্মে ত্রিকোণ গৃহমধ্যে বিন্দুরূপে পরমেশ্বর বাস করেন। যবনেরা ঐ স্থান (বীপরীত ভাবের

জন্য) মুণ্ডন করেন। ঐ সন্ধিস্থানে কেশগুচ্ছ থাকিলে আঘাতাদিও সহ্য হয়। এস্থানকে মর্ম্ম কেহ বা হৃদয় বলেন।

আড়াই পাক দিয়া শিখা বন্ধন কর্ত্তব্য। স্ত্রী ও শূদ্রেরা নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিখা বাঁধিবে। (১৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

মন্ত্র যথা,—ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্॥ নমো বিষ্ণুঃ।

তিলকধারণ।

তিলকধারণস্থান।—ললাট, বক্ষঃ, কণ্ঠ, বাহুযুগল, বাহুমূলযুগল, নাভি, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয় ও মস্তকমধ্য, এই দ্বাদশস্থানে তিলক ধারণ করিবে। যাহার পিতা জীবিত, তাহার পক্ষে কেবলমাত্র ললাটে তিলকধারণই ব্যবস্থা। (১৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

তিলকদ্রব্য।—পরিষ্কৃত মৃত্তিকা, রোচনা, গোপীচন্দন, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, গোময়, কুঙ্কুম, তমাল, তুলসী, নিম্ব, পদ্ম, যজ্ঞীয়কাষ্ঠ ও বিল্বকাষ্ঠ এই সকলের কোন একটী ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তিলকধারণ করিবে। অভাবে জল দ্বারা তিলক করিতে হয়। চন্দন দেবতাকে দিয়া পরে ব্যবহার্য্য।

পূর্ব্ব বা উত্তরাস্য হইয়া, নাসিকার মূলদেশ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক তিলক ধারণ ব্রাহ্মণের। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্রক। বৈশ্যের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং স্ত্রী ও শূদ্রের ভ্রূযুগ মধ্যে বর্ত্তুলাকৃতি তিলকধারণ ব্যবস্থা। মনস্থানে যেন মনটি থাকে।

শিবপূজা স্থলে ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করাই কর্ত্তব্য। তদভাবে মৃত্তিকা দ্বারা তদভাবে জলদ্বারা করাও ব্যবস্থা।

গঙ্গা-স্তোত্রম্।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে। শঙ্করমৌলি-নিবাসিনি বিমলে, মম মতি-রাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ, তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ। নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

হরিপদপদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে, হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে। দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভব-সাগরপারং ॥ ৩ ॥

তব জল-মমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্। মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥

হে দেবি! হে সুরেশ্বরি! হে ভগবতি! হে গঙ্গে! হে ত্রিভুবন-ত্রাণকারিণি! হে চঞ্চলতরঙ্গধারিণি! হে শিবশিরোবাসিনি! নির্ম্মলস্বরূপে! প্রার্থনা করি, তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত সর্ব্বদা রত থাকুক।১। হে ভাগীরথি! হে সুখপ্রদায়িনি! তোমার জলের মাহাত্ম্য বেদেই বিখ্যাত আছে। মাগো! তোমার মহিমা আমি কিছুই জানি না; হে দয়াময়ি! অজ্ঞান আমাকে ত্রাণ কর।২। হে বিষ্ণুপাদপদ্মবিহারিণি! হে গঙ্গে! হে শিশির চন্দ্র মুক্তার ন্যায় শ্বেততরঙ্গশালিনি! আমার পাপভার দূর কর এবং কৃপা করিয়া আমাকে ভবসাগর হইতে পার কর।৩।

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে। ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে, পতিত (নরক) নিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্তাং ন পততি শোকে। পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, বিবুধ-বধূ-কৃত তরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে কোঽপি ন জাতঃ। নরক-নিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭ ॥

তোমার নির্ম্মল জল যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক পীত হয়, তৎকর্ত্তৃক নিশ্চয় পরম ব্রহ্মপদ গৃহীত হইয়া থাকে। হে জননি! হে গঙ্গে! তোমাতে যাহার ভক্তি আছে, যম কখন তাহাকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন না। ৪। হে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারকারিণি! হে জাহ্নবি! হে গঙ্গে! হে জলবেগে ভগ্ন গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় কর্ত্তৃক সুশোভিতাঙ্গে! হে ভীষ্মজননি! হে জহ্নুকন্যে! হে পাপ (নরক) নিবারিণি! ত্রিভুবনে তুমিই ধন্যা। ৫। জগতে তুমি কল্পলতা স্বরূপা ফলদাত্রী, তোমাকে যে প্রণাম করে, সে কখন শোকে পতিত হয় না। হে গঙ্গে সাগর বিলাসিনী দেখিয়া তোমাকে দেবনারীগণ চঞ্চল কটাক্ষ পাত করেন। ৬। হে নরক-নিবারিণি! হে জাহ্নবি! হে গঙ্গে! হে পাপনাশিনি! হে মহামহিমান্বিতে! তোমার কৃপা হেতু যদি কেহ তোমার স্রোতজলে স্নান করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে পুনর্ব্বার আর

পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণা-পাঙ্গে। ইন্দ্রমুকুটমণি-রাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে॥ ৮॥

রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপং। ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে॥ ৯॥

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে। তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ॥ ১০॥

মাতৃজঠরে জন্ম লইবে না। ৭। হে উজ্জ্বল রূপিণি পবিত্রতরঙ্গে, জাহ্নবি! তোমার জয় হউক; হে কৃপাকটাক্ষদায়িনি! ইন্দ্রের মস্তকস্থ মণিদ্বারা (প্রণামকালে) তোমার চরণ শোভিত হইয়া থাকে। হে সুখদায়িনি! মঙ্গলপ্রদে। তুমিই সেবকের একমাত্র আশ্রয়। ৮। হে ত্রিভুবন সারভূতে তুমি পৃথিবীর হার স্বরূপা এবং এই সংসারে কেবল তুমিই আমার গতি। হে ভগবতি! তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, মনস্তাপ ও কুবুদ্ধি নাশ কর। ৯। হে কৈলাসপুরীর আনন্দপ্রদায়িনি! পরমানন্দদায়িনি! কাতর ব্যক্তির বন্দনীয়-স্বরূপে! আমার প্রতি কৃপা কর। মাতঃ! তোমার তীরসমীপে যাহার নিবাস তাহার নিশ্চয় বৈকুণ্ঠে (অন্তিমে) বাস হইবে। ১০। তোমার এই জলে কমঠ ও মৎস্য হইয়া থাকাও শ্রেয়ঃ, কিম্বা তোমার তীরে ক্ষীণদেহ কৃকলাস হওয়াও ভাল, অথবা তোমার তীরের ক্রোশদ্বয়মধ্যে দুঃখী চাণ্ডাল

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিম্বা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ। অথ গব্যুতৌ শ্বপচো দীন-স্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১ ॥

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবর-কন্যে। গঙ্গাস্তবমিম-মমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং ॥ ১২ ॥

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি-স্তেষাং ভবতি সদাসুখমুক্তিঃ। মধুরকান্তপদ-পজ্‌ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দ-কলিত-ললিতাভিঃ ॥ গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিতফলদং বিদিত-মুদারং; শঙ্করসেবক শঙ্কর রচিতং, পঠতু বিষয়ী স্তবমিদঞ্চ সমাপ্তম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃতং গঙ্গা-স্তোত্রং সমাপ্তং।

হইয়া জন্ম লওয়াও ভাল, কিন্তু তোমার দূরে কুলীন রাজচক্রবর্ত্তী হওয়াও কিছু নহে। ১১। হে ভুবনেশ্বরি! পবিত্ররূপে! ধন্যে! দেবি! দ্রবময়ি! মুনিকন্যে! গঙ্গে! তোমার এই নির্ম্মল স্তব যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করে, সে সত্যলোক জয় করে। ১২।

যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা গঙ্গাভক্তি আছে, তাঁহার ইহকালে সুখ ও পরকালে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। পরমানন্দপ্রদ, সুললিত, সর্ব্বাভীষ্টদায়ক এবং উদার অর্থাৎ সরল সংস্কৃত ভাষায় শঙ্কর-সেবক শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক পজ্‌ঝটিকা ছন্দ দ্বারা বিরচিত এই স্তব বিষয়ী ব্যক্তিরা অনায়াসে পাঠ করুন। ১৩।

তর্পণ ব্যবস্থা।

(পিত্রাদি সর্ব্বভূতের পারলৌকিক পরিতৃপ্ত্যর্থ যে জলদান ক্রিয়া তাহাকে তর্পণ বলে। জল বা রস সর্ব্বপ্রাণিরই জীবন এজন্য উহাকে জীবন বলে এবং ইহা সকলের প্রার্থনীয়)।

নিত্য স্নানান্তে তর্পণ কর্ত্তব্য। তর্পণ দুই প্রকার প্রধান ও অঙ্গ। সন্ধ্যার ন্যায় প্রতিদিন পিতৃযজ্ঞরূপ যে তর্পণ তাহা প্রধান এবং স্নানান্তে কর্ত্তব্য (কেহ বলেন সন্ধ্যাঙ্গ) যে তর্পণ তাহা অঙ্গ।

ভীষ্মাষ্টমী, প্রেতপক্ষাদি বিশেষ বিশেষ দিনে তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈদিক সন্ধ্যার কাল উপস্থিত হইলে, যজুর্ব্বেদীয়েরা সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে তর্পণ করিবেন। স্নান না করিলে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় (চতুর্থ যামার্দ্ধে) যথাকালে তর্পণ করিবে। স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলে আর প্রধান তর্পণ এবং নৈমিত্তিক বা কাম্য তর্পণকরিলে আর নিত্য তর্পণ করিতে হয় না, একবার তর্পণেই সিদ্ধি হয় কিন্তু এক দিনে বহু তীর্থে অথবা গ্রহণাদি বহু নিমিত্তে অনেক বার স্নানে প্রতিবারেই তর্পণ করিবে। অস্পৃশ্য স্পর্শাদি জন্য স্নানান্তে তর্পণ নাই। শূদ্রেরা প্রাতঃসন্ধ্যার পরে তর্পণ করিবেন।

জীবৎ পিতৃক, (যাহার পিতা জীবিত) অনুপনীত ব্রাহ্মণ ও অসংস্কৃত শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের তর্পণে অধিকার নাই। কেবল প্রেত তর্পণ করিতে পারে। বিধবা স্ত্রীরা পুত্র, পৌত্র প্রপৌত্রের অভাবে, স্বামী, শ্বশুর ও আর্য্যশ্বশুর, (দাদা শ্বশুর) মাত্র এই তিন পুরুষের তর্পণ করিতে পারেন। সন্ধ্যাঙ্গ তর্পণে এবং পতি বা পুত্রাদির কৃত তর্পণেই স্ত্রীদিগের তর্পণ সিদ্ধি হয়।

তর্পণের জল আধার হইতে এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিবে। স্থলে তর্পণে তাম্রাদি পাত্রে বা কুশার উপর জল দিবে।

বৃষ্টিকালে আবৃতস্থানে তর্পণ করিবে। জলে তর্পণে, বাম কনুই সন্নিহিত অলোম স্থানে তিল রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা উহা লইয়া তর্পণ করিবে। উদ্ধৃত জলে (অর্থাৎ গৃহে তর্পণ করিতে হইলে) ঋষিতর্পণের পর তর্পণের জলে তিল এককালে মিশ্রিত করিয়া লইবে। পাত্রাভাবে কেবল হস্তে অঞ্জলি করিয়া জল দিবে। সে স্থলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ বা তর্জ্জনী দ্বারা ঐ অলোম স্থান হইতে তিল লইয়া বাম হস্তের তলে রাখিয়া, পরে অঞ্জলি বদ্ধ উভয় হস্তে জল লইয়া তর্পণ করিবে। গণ্ডার, খড়্গ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র পাত্রে তর্পণ প্রশস্ত। রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমীতে, দ্বাদশীতে, সংক্রান্তিতে, রাত্রিকালে ও সন্ধ্যাকালে এবং অমাবস্যা শ্রাদ্ধ ভিন্ন শ্রাদ্ধ দিনে ও জন্মতিথি প্রভৃতিতে তিল তর্পণ নিষিদ্ধ, কিন্তু অয়ন ও বিষুব সংক্রান্তিতে, গ্রহণ কালে, যুগাদিতে ও শব দাহান্তে (একবস্ত্র হইয়া সেই প্রেত সম্বন্ধে) এবং প্রেতপক্ষে ওগঙ্গাদি তীর্থে নিষিদ্ধ দিনেও তিল তর্পণ করা যায়। ঋষি তর্পণ পর্য্যন্ত তিল ব্যবহার করিবে না।

তিলের অভাবে প্রতিনিধি স্বরূপ স্বর্ণ রজত বা কুশোদক দ্বারা, তদভাবে কিম্বা নিষিদ্ধ দিনে কেবল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। যতবার জল দিবে ততবার মন্ত্র পড়িবে। অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে কোশা গ্রহণ করিবে। স্বর্ণ ও রজোতোদক দ্বারা সর্ব্ব দ্রব্য পবিত্র হয়। ঐ উক্তবিধ অঙ্গুরীয় সর্ব্বদা অঙ্গুলিতে রাখিবে।

জলে আর্দ্র ও স্থলে শুষ্কবাস পরিধান করিয়া তর্পণাদি কার্য্য করিবে। গঙ্গাদি তীর্থে শুষ্কবাসান্বিত ব্যক্তির জলে এক চরণ রাখিয়া তর্পণ কর্ত্তব্য। ম্লেচ্ছ কৃত জলাশয়ের জল (ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রস্পৃষ্ট জলও) দৈব পৈত্র্য কার্য্যে অব্যবহার্য্য।

তর্পণ বিধি।

দেবতর্পণ।—পবিত্র নদী বা প্রতিষ্ঠিত * জলাশয়ে, আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য হইয়া, সাধারণ উত্তরীয় ধারণ করিয়া,—"নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, নমো বিষ্ণু স্তৃপ্যতাং, নমো রুদ্র স্তৃপ্যতাং, নমঃ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং। ১।"

উক্ত প্রতিমন্ত্রে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে দেবতীর্থ † দ্বারা প্রত্যেককে এক একবার কেবল জল দিবে।

"নমো দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যা-ধরা জলাধারা-স্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে

ব্রহ্মা তৃপ্ত হউন, বিষ্ণু তৃপ্ত হউন, রুদ্র তৃপ্ত হউন, প্রজাপতি (দক্ষ) তৃপ্ত হউন। ১। দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রূরস্বভাব-জন্তু, সর্প, সুপর্ণ (গরুড় জাতীয় পক্ষী) বৃক্ষ, সরীসৃপ, সাধারণ পক্ষী, বিদ্যাধর, জলচর, খেচর ও নিরাহারী জীব

* অপ্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীতে তর্পণ করিতে হইলে, চারি মুষ্টি মাটী তুলিয়া ফেলিয়া, স্নান ও তর্পণাদি করিবে। ম্লেচ্ছ কৃত জলাশয়ে তর্পণ নিষিদ্ধ।

† বৃদ্ধাঙ্গুলি অবধি পঞ্চাঙ্গুলিকে, যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা কহে। অঙ্গুষ্ঠমূলদেশের নাম ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুল্যগ্রের নাম দৈবতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠও তর্জ্জনীর মধ্যস্থানের নাম পিতৃতীর্থ এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশের নাম কায়তীর্থ। ইহা তর্পণে প্রয়োজনীয়। (১৯ পৃষ্ঠা দেখ)।

জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষা-মাপ্যায়নায়ৈ-তদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥ ২ ॥” এই মন্ত্রে দৈবতীর্থ দ্বারা একবারজল দিবে।

মনুষ্য তর্পণ।—উত্তরাস্য হইয়া, নিবীতী অর্থাৎ উত্তরীয় মালার ন্যায় ধারণ করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্রটী দুইবার পাঠ করিয়া, কায়তীর্থ দ্বারা ক্রোড়াভিমুখে দুইবার জল দিবে। “নমঃ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখ স্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়াস্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ॥ ৩ ॥”

ঋষি তর্পণ।—পুনশ্চ পূর্ব্বাস্য হইয়া, স্বাভাবিক উত্তরীয় করিয়া, দৈবতীর্থ দ্বারা প্রত্যেককে এক একবার জল দিবে। “নমো মরীচি-স্তৃপ্যত্যাং, নম অত্রি-স্তৃপ্যতাং, নম অঙ্গিরা-স্তৃপ্যতাং, নমঃ পুলস্ত-স্তৃপ্যতাং, নমঃ পুলহ-স্তৃপ্যতাং, নমঃ ক্রতু-স্তৃপ্যতাং, নমঃ প্রচেতো-স্তৃপ্যতাং নমো বশিষ্ঠ-স্তৃপ্যতাং, নমো ভৃগু-স্তৃপ্যতাং, নমো নারদ-স্তৃপ্যতাং ॥ ৪ ॥”

এবং পাপে ও ধর্ম্মে রত যত জীব আছে, তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য আমি এই জল দিতেছি। ২। সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ, ইহাঁরা মৎপ্রদত্ত জলে সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করুন। ৩। মরীচি তৃপ্ত হউন, অত্রি তৃপ্ত হউন—এইরূপ অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ তৃপ্ত হউন। ৪। অগ্নিষাত্তা-নামক পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল

দিব্য পিতৃতর্পণ—এই অবধি তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণ মুখ, বিপরীত উত্তরীয়, এবং স্বর্ণ, রজত বা কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া, পিতৃতীর্থ দ্বারা সতিল জলাঞ্জলি দিবে। নিম্ন লিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে।

"নম অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর-স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং * তেভ্যো নমঃ। এইরূপ "নমঃ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ—নমো হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ—নম উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ—নমঃ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা- মেতৎ—নমো বর্হিষদঃ পিতরস্তৃ-প্যন্তা-মেতৎ—নম আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যো নমঃ ॥ ৫ ॥"

যম তর্পণ।—"এতৎ সতিলোদকং নমো যমায় নমঃ" এই ক্রমে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। অনেকে নিম্নলিখিত মন্ত্রটী তিনবার বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া থাকেন। * "নমো

জল তাঁহাদের দিতেছি। এইরূপ—সৌম্য, হবিষ্মান্, উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষদ্ আজ্যপা নামক পিতৃগণ তৃপ্ত হউন। ৫।

---

* গঙ্গায় "সতিল গঙ্গোদকং" বলিবে। তিলের অভাবে সাধারণ জলে "তৃপ্যন্তামেতজ্জলদকং" বলিবে।

* ভূতচতুর্দ্দশ্যাদিতে যমের প্রতি নামে তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে। অনেকে যম তর্পণ দৈবরীতিতেও করেন।

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥৬॥

(কেবল ভীষ্মাষ্টমীতেই ভীষ্মতর্পণ শূদ্রেরা নিজে করিবে।)

ভীষ্মতর্পণ।—"নমো বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে॥৭

এই মন্ত্রে পশ্চাল্লিখিত পিতৃরীতিতে এক অঞ্জলি জল দিয়া, করযোড়ে প্রার্থনা করিবেন।

নমো ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। আভি-রদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্র-পৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥ ৮॥

পিতৃতর্পণ।

[যমতর্পণ পর্য্যন্ত মন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পড়াইয়া, নমো নমঃ বলিয়া জল দিবে। ব্রাহ্মণ অভাবেও পিতৃতর্পণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিজেই মন্ত্রাদি বলিয়া জল দিবে]।

যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বুর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র ও চিত্রগুপ্ত,—এই চতুর্দ্দশ যমকে আমি জল দিতেছি। ৬।

বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র সাংকৃতি প্রবর, অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মকে এই জল দিতেছি। ৭। শান্তনুপুত্র, বীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম এই জল দ্বারা, পুত্র পৌত্রাদি ক্রিয়মাণ তর্পণ দ্বারা যে তৃপ্তি হয় সেই তৃপ্তি লাভ করুন। ৮।

পূর্ব্ববৎ বিপরীত উত্তরীয়ক থাকিয়া, পিতৃতীর্থ দ্বারা পশ্চাৎ লিখিত ক্রমে, পিতৃলোকের গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক সতিল জলাঞ্জলি দিবে।

আবাহন।—দক্ষিণাস্য ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে, "নম আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঞ্জলিং" ॥ ৯ ॥

এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া, পিতৃগণের আবির্ভাব চিন্তা করিবে,—"বিষ্ণুর্নম অমুক গোত্র পিতরমুক দাস তৃপ্যস্ব এতত্তে সতিলোদকং নমঃ"। ১০। এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

এইরূপে পিতামহ প্রপিতামহ ও মাতামহাদি তিন পুরুষ প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি করিয়া সতিল জল দিবে।

"অমুকগোত্রে মাতঃ অমুক দাসি তৃপ্যস্ব এতত্তে সতিলোদকং নমঃ।" এইরূপে পিতামহী ও প্রপিতামহীকেও তিন তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

* মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহীকে— "অমুকগোত্রে মাতামহি অমুক দাসি তৃপ্যস্ব, এতত্তে সতিলোদকং নমঃ" এই বলিয়া এক এক অঞ্জলি জল

আমার পিতৃগণ (পরলোক গত পূর্ব্ব পুরুষগণ) আসুন এবং এই জলাঞ্জলি গ্রহণ করুন। ৯।

হে অমুক গোত্র পিতা অমুক আপনাকে এই সতিল জল দিতেছি ইহা দ্বারা আপনি তৃপ্তি লাভ করুন। এইরূপ—হে অমুক গোত্র পিতামহ ইত্যাদি। ১০।

দিবে। পিতামহাদি একাদশ ব্যক্তির মধ্যে কেহ জীবিত, পতিত কিম্বা প্রেতত্ব নিবন্ধন তর্পণের অযোগ্য হইলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, তদূর্দ্ধ পুরুষ দ্বারা সংখ্যা পূরণ করিয়া তর্পণ করিবে। পরে বিমাতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, গুরু, শ্বশুর, মাতুল, পিতামহভ্রাতা, পিতুঃস্বসা, শ্বশ্রূ, পত্নী ও মাতুঃস্বসা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকেও গোত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে।

পরে—নমো যেঽবান্ধবা-বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয় কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১১॥ এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া, এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

নমঃ আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ॥ অতীত-

---

যাঁহারা আমাদের বন্ধু অথবা যাঁহারা আমাদের বন্ধু নয় যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে আমাদের বন্ধু ছিলেন তাঁহারা এবং অপর যাঁহারা আমাদের নিকট জলের প্রত্যাশা করেন তাঁহারা সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করুন। ১১। ব্রহ্মলোক অবধি সমস্ত লোক বাসী যক্ষনাগাদি জীবগণ, ব্রহ্মাদি দেবগণ, মরীচ্যাদি ঋষিগণ, অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণ, সনকাদি মনুষ্যগণ এবং পিতৃ পিতামহ, মাতা ও মাতামহ প্রভৃতি সকলে তৃপ্ত হউন। (কেবল যে আমারই এবং এক জন্মের তাহা নহে) আমার বহু জন্মের

কুল-কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥ ১২ ॥ * এই মন্ত্র তিন বার বলিয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

"নমঃ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" ॥ ১৩ ॥ এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

"নমঃ যে চাস্মাকং কুলে জাতা। অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং" ॥১৪॥

এই মন্ত্রে সতিল বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। †

বহুকোটি কুলের যে পিতৃ পিতামহাদি ও সপ্তদ্বীপ বাসী মানবগণের পিতৃ পিতামহাদি এবং ত্রিলোকের যাবতীয় প্রাণী, সকলেই আমার প্রদত্ত জল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। ১২। ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হউক। ১৩। যাঁহারা আমাদের বংশে জন্মিয়া পুত্রহীন ও বংশহীন হইয়া মরিয়াছেন, তাঁহারা আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই বস্ত্র নিষ্পীড়ন (কাপড় নিংড়ান) জল প্রাপ্ত

* সম্পূর্ণ তর্পণে অশক্ত পক্ষে বার তের সংখ্যক দুইটি মন্ত্রে তদশক্তে কেবল তের সংখ্যক মন্ত্রে তিন তিনবার জল দিলেও তর্পণ সিদ্ধি হইবে, সুতরাং দেবতর্পণাদি না করিয়াও কেবল পিত্রাদির তর্পণ করিলেও তর্পণ সিদ্ধির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

† সংক্রান্তি, পক্ষান্ত, ষষ্ঠী, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধদিনে ক্ষার সংযোগ নিষিদ্ধ এবং ঐ সকল দিনে বস্ত্র নিষ্পীড়নোদকও দিতে নাই। স্নান না করিয়া তর্পণ করিলে, বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক দিতে হয় না।

পরে দক্ষিণাস্য হইয়া, করযোড়ে পিতৃস্তুতি করিবে।
নমঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতি মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥ ১৫॥

পিতৃপ্রণাম।

পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥১৬॥

কালাশৌচে কেবল প্রেতেরই তর্পণ করিতে হয়; অন্য কাহারও নহে। প্রেত তর্পণের বাক্য—"অমুক গোত্র প্রেত অমুক দাস এতত্তে সতিলোদকং তৃপ্যস্ব।" এই বলিয়া একবার কিম্বা তিনবার জল দিবে।

সামবেদী ব্রাহ্মণেরা নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রেত তর্পণ করিবেন,—বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রং প্রেতং অমুক দেব-শর্ম্মাণং সতিল গঙ্গোদকেন তর্পয়ামি॥

হইয়া তৃপ্তি লাভ করুন। ১৪। পিতাই আমার স্বর্গ, পিতাই আমার ধর্ম্ম, পিতাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। পিতা প্রীতি লাভ করিলে সকল দেবতাই প্রীতি হইয়া থাকেন। ১৫।

যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, অভীষ্টফলের কামনা করিলে যাঁহারা সকল বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সমর্থ, এবং কোনও ফলের কামনা না করিলে অর্থাৎ নিষ্কামীদিগের সম্বন্ধে যাঁহারা মুক্তি প্রদান করেন, সেই পরলোকগত পিতৃগণকে প্রণাম করি। ১৬।

দীক্ষার আবশ্যকতা।

যাহা হইতে দিব্য জ্ঞান লাভ হয় এবং পাপক্ষয় হয় তাহাকে দীক্ষা বলে। পাষাণে বীজ রোপণের ন্যায় অদীক্ষিত ব্যক্তির জপ পূজাদি নিষ্ফল। যে কোন স্থানে থাকিয়া যে কোন গুরু মুখ হইতে কালিকা মন্ত্র গ্রহণ করা যায়। বৈষ্ণবাদিরাও তত্ত্বমন্ত্র গুরুমুখ হইতেই গ্রহণ করিবেন। বিদ্যা ব্রহ্মণ্য স্বল্প হইলেও সচ্চরিত্র গুরুবংশকে ত্যাগ করিবে না, কারণ গুরু মহাশয়ের সামান্য বিদ্যা বুদ্ধি হইলেও সাধনা বলে ছাত্র বা শিষ্য মহাপণ্ডিত হইতে পারেন। গৃহস্থ ব্যক্তি সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র লইবেন না। চরিত্র হীন বা পতিত গুরুকে ত্যাগ করা যায় কিন্তু মন্ত্র ত্যাগে মহদনিষ্ট ঘটে।

ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কারের পরেই এবং শূদ্রের ও সেই বয়সেই দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোকদিগের বিবাহই প্রধান সংস্কার সুতরাং বিবাহের পরেই দীক্ষা লওয়া প্রয়োজন, সন্তান হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী জাতির অনেকটা সাবকাশ থাকায় ঐ সময় শিক্ষার ও মন্ত্র গ্রহণের বিশেষ সুযোগ হয়। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন বয়সে বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া দীক্ষিত হইব, তাহাদের সেটি ঔদাস্য ভাবের কথা, কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যে,—"য ইচ্ছতি হরিং স্মর্ত্তুং ব্যাপারান্তে গতৈরপি। সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নানমিচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ॥" অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপার সকল নিবৃত্ত হইলে হরি স্মরণ করিব, এরূপ ইচ্ছা করা আর স্নানার্থী হইয়া, সাগর তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ শান্তির অপেক্ষা করা একই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য। অতএব বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম বীজ হৃদয়ে বপন করিয়া উপাসনারূপ চেষ্টা দ্বারা ভক্তিবারি

সিঞ্চন করা প্রয়োজন, তাহাতে সময়ে সুফল লাভ নিশ্চয় হইবে। (তন্ত্র ও দীক্ষাদি সম্বন্ধীয় বিশেষ ব্যবস্থাদি ষষ্ঠভাগ ৮৬ পৃষ্ঠা হইতে এবং দ্বাদশ ভাগের দীক্ষা পদ্ধতি দেখ)।

সন্ধ্যাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রকথা।

দিবা রাত্রির সংমিলন অর্থাৎ সন্ধি সময়ে যাহা অনুষ্ঠেয় কিম্বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটির সন্ধি বা সংমিলন নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠেয় তাহাকে সন্ধ্যা বলে। আমরা জীব, জীবের সর্ব্বদা স্বাভাবিক কামনা পরমাত্মা বা চিৎশক্তি চৈতন্যের সহিত মিলন, (ইহাই জীবের পরমার্থ। সন্ধ্যা পূজা সময়ে যত অধিক সময় এই সোঽহং ভাব থাকে ততই সন্ধ্যাদির উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং আনন্দ ভোগ হয়। সন্ধ্যাদি উপাসনা দ্বারা মায়িক আবরণ ও জড়ত্বের হ্রাস এবং চৈতন্যের প্রস্ফুরণ হয়। লৌহ অগ্নি সংযোগে যেমন অগ্নিময় হয় ভেদাভেদ থাকে না, সেইরূপ জীব পরমশিবে মিলিত হইলে তন্ময় বা ভেদ রহিত হইয়া থাকে।

জীবাত্মা পরমাত্মা বস্তু এক মায়ার আবরণে আবৃত থাকায় জীব সংজ্ঞা মাত্র।

তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ।
কর্ম্মবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ॥

তুষের আবরণে আবদ্ধ তণ্ডুলের নাম ব্রীহি বা ধান্য, তুষাবরণ হইতে মুক্ত হইলেই উহার নাম তণ্ডুল, সেইরূপ কর্ম্মরূপ আবরণে আবদ্ধ হেতু জীব নাম, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই জীবাত্মার সদাশিব বা পরমাত্মা নাম হইয়া থাকে।

প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখ দুঃখং ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥

মৃত ব্যক্তির দেহ যেমন সুখ দুঃখ অনুভব করে না, প্রাণযুক্ত অর্থাৎ জীবিত অবস্থায়ও যদি কেহ সেইপ্রকার সুখ দুঃখ বিহীন অর্থাৎ উহা গ্রাহ্য না করেন উপেক্ষা করেন, সেই মহাত্মাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। যিনি সর্ব্বদা আত্মস্থ হেতু বাহ্যজ্ঞান রহিত তাঁহার পক্ষে পৈতা বা বস্ত্র না থাকায় দোষ হয় না, কেবল কাছা খুলিলেই উদাসীন হওয়া যায় না। সন্ন্যাসী, সং-ন্যাস, সম্যক প্রকারে অর্থাৎ কায় মনোবাক্যে যিনি ভগবান্ ভিন্ন সমস্ত কামনা (ন্যাসী বা ত্যাগী) ত্যাগ করিয়াছেন।

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

যাঁহার পরব্রহ্ম জ্ঞান জন্মিয়াছে কিম্বা যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকার জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষেই কোন নিয়ম অর্থাৎ আচার বিচার কিম্বা সন্ধ্যা পূজাদির প্রয়োজন হয় না, যেমন মলয়ানিল প্রবাহিত হইলে, তালপত্রের পাখার বাতাস কাহারও প্রয়োজন হয় না।

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদ কর্ম্মণাং।

যাবৎকাল মায়া বা মোহবশতঃ দেহাদিকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম থাকিবে, সোহহং জ্ঞান না জন্মিবে, তাবৎকাল বিধি ও নিষেধ মানিতেই হইবে। অতএব আমাদের ন্যায় স্বল্প বুদ্ধি সাধারণ মানবের কর্ম্মত্যাগ কখন উচিত নহে এবং নিরাকার উপাসনাও সুবিধা জনক নহে। জল, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি মূর্ত্তিতে বা ঐ সকল আধারে সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুরূপী সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করাই আমাদের পক্ষে সুবিধা জনক।

জলের আবশ্যকতা।

অপ্সু দেবা মনুষ্যানাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা।

সাধারণ মানব আমাদিগের জলই দেবতা কারণ জলই নারায়ণ বা নারায়ণের অধিষ্ঠান স্থান ("আপো নারা ইতি প্রোক্তঃ" নারা আপঃ তাসু অয়নং স্থানং যস্য ইত্যর্থে নারায়ণঃ)। হটাৎ গুরুতর আঘাত বা ক্ষত হইলে কিম্বা কোন কারণে হটাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, তৎক্ষণাৎ জল সেচনে মহোপকার সাধন হয় ইহা অনেকেই জানেন। (হাইড্রোপ্যাথিক মতে) জলই আমাদিগের সর্ব্বরোগের মহৌষধি, একথা অনেকে শুনিয়াছেন, এ সকল তত্ত্ব প্রকৃততত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ বহু পূর্ব্বকালে জানিয়াই দেহ ও মনের উপকারার্থ স্বল্প জ্ঞানী আমাদিগকে ঐশী শক্তি বিশিষ্ট জলের নিকট প্রার্থনা এবং উপাসনা প্রভৃতি এবং সর্ব্ব কার্য্যে পুনঃ পুনঃ জল ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। জল বা রসই সর্ব্বপদার্থের জীবন সেজন্য জলের নাম জীবন। (১৫ পৃষ্ঠায় দেখ)।

অপর কথা। দর্শন স্পর্শন এবং অবগাহন দ্বারা জল যে প্রকার স্থূলদেহকে স্নিগ্ধ ও পবিত্র করেন, সেই প্রকার এই চঞ্চল চিত্তকে সংযত একনিষ্ঠ ও প্রবুদ্ধ করিতেও জল বিশেষ উপযোগী কারণ জল হইতে চন্দ্রমা এবং মহাবিষ্ণুর মন হইতেও চন্দ্রের উৎপত্তি, "চন্দ্রমা মনসোজাতঃ" সুতরাং আমার মন তাঁহার মনের ক্ষুদ্রাংশ। তাড়িদুৎপাদক জলের সহিত মনের সম্বন্ধ থাকাতেই জলের দর্শন স্পর্শনে মনের উল্লাস ও জড়তা নষ্ট হয়।

জলাদির অভাবে ভাবনা দ্বারাও সন্ধ্যাদি হইবে। পীড়িতেরা অন্ততঃ দশবার গায়ত্রী জপ করিবেন অশক্তে প্রতিনিধি দিবেন।

মুদ্রাপ্রকরণ।

অঙ্কুশ মুদ্রা।—দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি হইতে তর্জ্জনী ঈষৎ বক্র রাখিয়া, মধ্যমাঙ্গুলি (জলসংস্পর্শনার্থ) অধোমুখে সরলভাবে রাখিবে। মতান্তরে দক্ষিণ মুষ্টি হইতে জলস্পর্শনার্থ কেবল তর্জ্জনী অঙ্কুশের ন্যায় বক্রভাবে রাখিবে। ১।

ধেনু মুদ্রা।—করযোড় করিয়া বাম করাঙ্গুলির ফাঁক চতুষ্টয়ে দক্ষিণ তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুলিচতুষ্টয় প্রবেশ করাইবে; পরে, দক্ষিণ হস্তের তর্জনী বাম হস্তের মধ্যমাতে ও বাম তর্জনী দক্ষিণ মধ্যমাতে যোগ করিবে, তৎপরে, বাম কনিষ্ঠা দক্ষিণ অনামাতে ও দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অনামাতে যোগ করিবে। ২।

মৎস্য মুদ্রা। অধোমুখ দক্ষিণ করের পৃষ্ঠের উপর বাম করতল স্থাপন করিয়া, উভয় অঙ্গুষ্ঠ মৎস্যের ডানার ন্যায় উভয় পার্শ্বে নিষ্ক্রান্ত রাখিয়া চালনা করিবে। ৩।

গ্রাস মুদ্রা —(প্রথমে গ্রাস মুদ্রা করিয়া রাখিয়া, পরে, পঞ্চ মুদ্রা করিতে হয়) চিত ও বক্রভাবেস্থিত বাম হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির সম্মিলিত অগ্রভাগ সকল সমান রাখিবে এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ অনামিকা মধ্যস্থলে যোগ রাখিলে গ্রাস মুদ্রা হয়।

প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা।—দক্ষিণ হস্ত চিত করিয়া, (প্রাণায় স্বাহাদি পঞ্চমন্ত্রে) প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, ক্রমশঃ এই পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া, দেবতার সম্মুখে পঞ্চবার আরাত্রিকের ন্যায় ঘুরাইবে। (ভোগ ও নৈবেদ্যাদি দানে ইহার প্রয়োজন)।

পঞ্চমুদ্রা যথা,—বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমাগ্রযোগ। ১। মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠাগ্রযোগ। ২। অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠাগ্র-

যোগ। ৩। তর্জ্জনী ভিন্ন অঙ্গুল্যগ্রচতুষ্টয় যোগ। ৪। পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্র যোগ রাখিবে। ৫। ৪।

অবগুণ্ঠন মুদ্রা।—বাম মুষ্টি হইতে অধোমুখ সরল তর্জ্জনীকে 'হুং' মন্ত্রে একবার দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরাইবে। ৫।

মালিনী মুদ্রা।—সরল বাম করতলে অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের করাঙ্গুলি ও দক্ষিণ করতলে বাম করাঙ্গুলি সকল স্থাপন করিয়া, বামাঙ্গুষ্ঠাগ্রের সহিত দক্ষিণ কনিষ্ঠাগ্র ও দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠাগ্রের সহিত বাম কনিষ্ঠাগ্র যোগ করিবে। ৬।

কূর্ম্ম মুদ্রা।—চিতভাবে অবস্থিত বাম করতলের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মূলে অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলি সংযোগ করিবে; পরে দক্ষিণ তর্জ্জন্যগ্র দ্বারা বামাঙ্গুষ্ঠাগ্র সংযোগ এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠাগ্রে বাম তর্জ্জন্যগ্র সংযোগ করিবে, পরে; বাম মধ্যমা ও অনামিকা দক্ষিণ করের কনিষ্ঠামূলে সংযোগ করিবে। ৭।

প্রার্থনা মুদ্রা।—বাম করতলের উপর দক্ষিণ হস্ত (বিপরীত ভাবে) চিত করিয়া রাখিয়া, বক্ষসন্নিধানে স্থাপন করিবে। ৮।

নারাচ মুদ্রা।—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঐ দক্ষিণ তর্জ্জন্যগ্রভাগে সংযুক্ত রাখিয়া, অপর অঙ্গুল্যগ্রভাগ সকল বক্রভাবে অধোমুখে করতলে সংযোগ রাখিবে। ৯।

শঙ্খমুদ্রা।—অধোমুখ দক্ষিণ করের অনামিকার অগ্রভাগে কেবল অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ করিবে। ১০।

গোযোনি মুদ্রা।—দক্ষিণ করমুষ্টির কনিষ্ঠামূলের সঙ্কুচিত স্থানকে গোযোনি মুদ্রা বলে। ১১।

ভূতিনী মুদ্রা।—করযোড় করিয়া, বাম করাঙ্গুলির ফাঁক চতুষ্টয়ে দক্ষিণ তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুলি চতুষ্টয় প্রবেশ করাইবে, পরে উভয়

তর্জ্জনী খুলিয়া, চিত্তভাবে বাঁকাইয়া, বাম অনামা পৃষ্ঠে দক্ষিণ তর্জনী এবং দক্ষিণ অনামা পৃষ্ঠে বাম তর্জনী সংলগ্ন করাইবে, তাহা হইলে অবশিষ্ট দক্ষিণ করাঙ্গুলি সকলের পৃষ্ঠে স্বস্বজাতীয় বাম করাঙ্গুলি সকল যোগ হইবে, তখন সর্ব্বোপরি অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অধোমুখে স্থাপন করিবে। ১২।

যোনি মুদ্রা।—ভূতনী মুদ্রা করিয়া, নিম্ন হইতে কনিষ্ঠাদ্বয় সকলের উপর (কেবল অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের নিম্নে) পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিবে।১৩।

আবাহনার্থ পঞ্চমুদ্রা।

(আবাহনী) অঞ্জলি করিয়া, উভয় অঙ্গুষ্ঠ উভয় অনামিকামূলে সংযোগ করিবে। ১। ইহার ঠিক অধোভাবকে স্থাপনী বলে। ২। ঐ ভাবে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠান্তরিত মুষ্টিদ্বয়কে সন্নিধাপনী বলে। ৩। ঐ ভাবে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মুষ্টিদ্বয় মধ্যে প্রবেশ করাইলেই সন্নি-রোধনী মুদ্রা হইল। ৪। ঐরূপ মুষ্টিযুক্ত করদ্বয় চিত হইলেই সম্মুখীকরণ মুদ্রা হইল। ৫। ১৪।

সংহার মুদ্রা।—বাম কর অধোমুখে রাখিয়া, তাহার উপর দক্ষিণ করপৃষ্ঠ স্থাপিত রাখিয়া, বাম অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জন্যাদির মধ্যফাঁকে দক্ষিণ হস্তের চারিটি অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া, উভয় করের স্ব স্ব জাতীয় অঙ্গুলি বাঁকাইয়া পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, (খুলিয়া না যায়) মোড়া দিয়া বক্ষসন্নিহিত পথে (আস্তে আস্তে) অধো হইতে উর্দ্ধে মুখের দিকে আনিয়াই উভয় তর্জ্জন্যগ্র একদা নিক্রান্ত করিবে, (এবং উহা দ্বারা পূজাধার হইতে একটী নির্ম্মাল্য লইয়া আঘ্রাণ করিবে;) বিসর্জ্জনবিধি দেখ। ১৫।

কতিপয় দেবতার গায়ত্রী।

[ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের আদিতে ওঁকার এবং স্ত্রী ও শূদ্র ওঁ যোগ করিয়া, পাঠ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রে প্রণব স্থলে সর্ব্বত্র 'নমঃ' বলিলেও হইবে] যথা—চতুর্দ্দশঃ স্বরো নাদ-বিন্দুভূষিতমস্তকঃ। শূদ্রস্য প্রণবো দেবি কথিতস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥ (ওঁ) তন্ত্রসারধৃত]

(বিষ্ণু ও কৃষ্ণ) ত্রৈলোক্যরক্ষণায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। ১। (গোপাল) কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। ২। (শিব) তৎ-পুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। ৩। (গণেশ) তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তি প্রচোদয়াৎ। ৪।

দুর্গা—নারায়ণৈ্য বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥ (গৌরী আমাকে সেই জ্ঞানে ও ধ্যানে প্রেরণ করুন)। ৫। জগদ্ধাত্রী—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ৬। অন্নপূর্ণা—ভগবত্যৈ বিদ্মহে, মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি। তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ। ৭। তারার—তারায়ৈ বিদ্মহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ৮। সূর্য্যের—আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি। তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।৯। রামের—দাশরথায় বিদ্মহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি। তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ। ১০।

দক্ষিণাকালিকার গায়ত্রী—কালিকায়ৈ বিদ্মহে, † শ্মশান-বাসিন্যৈ ধীমহি। তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥ অর্থ—কালিকাকে

† অভিপ্রেত্যার্থে চতুর্থী। কালিকাকে হৃদয়ে ধরিয়া। এইরূপ সর্ব্বত্র।

(গুরুর উপদেশে) জানি, শ্মশানবাসিনীকে (অর্থাৎ যিনি পরম-ব্রহ্মে শক্তিরূপে বাস করিতেছেন তাঁহাকে) ধ্যান করি। সেই জ্ঞান ও ধ্যান আমাকে ঘোর সংসারে (সুপথে) প্রেরণ করুক। শ্মন্‌শব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে। নিরুক্তাস্ত শ্মশানার্থ মুনে শব্দার্থকোবিদাঃ॥ মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে। শেরতেহত্র শবো ভূত্বা শ্মশানস্ত ততো ভবেৎ॥—স্কন্দপুরাণ। কেহ কেহ "তমোহঘোরে" পাঠ বলেন, তাহা অমূলক।

ঋষ্যাদি।

অন্নপূর্ণার ব্রহ্মঋষয়ে, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে, অন্নপূর্ণাদেবতায়ৈ।
কালীর—ভৈরবঋষয়ে, উষ্ণিকৃছন্দসে, দক্ষিণাকালিকা-দেবতায়ৈ। *
কৃষ্ণের—নারদঋষয়ে, বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ।
(সমস্ত বিষ্ণুমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা)।
গণেশের—গণকঋষয়ে, নিচৃদ্‌গায়ত্রীচ্ছন্দসে, গণেশদেবতায়ৈ।
দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর—নারদঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, দুর্গাদেবতায়ৈ।
রামের—ব্রহ্মঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্রীরামদেবতায়ৈ।
বিষ্ণুর—সাধ্যনারায়ণ-ঋষয়ে, দৈবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে, বিষ্ণুদেবতায়ৈ।
শিবের—বামদেবঋষয়ে, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে, ঈশানদেবতায়ৈ।
সূর্য্যের—দেবভাগঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, আদিত্যদেবতায়ৈ।

বীজমন্ত্রের অর্থ।

(বরদাতন্ত্রে ষষ্ঠপটলে)

শ্রীশিব উবাচ। মন্ত্রার্থং কথয়াম্যদ্য শৃণুষ্ব পরমেশ্বরি। বিনা যেন ন সিধ্যেত্তু সাধনৈঃ কোটিশঃ শিবে॥ আদৌ প্রসাদবীজস্য মন্ত্রার্থং শৃণুপার্ব্বতি।

---

* দক্ষিণকালিকা নহে। দক্ষিণাকালিকা ধ্যানমালায় দেখ।

হৌং—শিববাচী হকারস্তু ঔকারঃ স্যাৎ সদাশিবঃ। শূন্যং দুঃখহরার্থন্তু তস্মাত্তেন শিবং যজেৎ॥—হ্ = শিব। ঔ = সদাশিব। ং = দুঃখহরণ।—সর্ব্বদা মঙ্গলকারী শিব আমার দুঃখ হরণ করুন।

দূঁ—দ দুর্গাবাচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে। বিশ্বমাতা নাদরূপঃ কুর্ব্বর্থো বিন্দুরূপকঃ॥—দ্ = দুর্গা। উ = রক্ষা। ‿ = বিশ্বমাতা। ং = কর।—হে জগজ্জননি দুর্গে আমায় রক্ষা কর।

ক্রীঁ—ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্থকশ্চ ঈঃ। বিশ্বমাত্রার্থকো নাদো। বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ॥—ক্ = কালী। র = ব্রহ্ম। ঈ = মহামায়া। ‿ = বিশ্বমাতা। ং = দুঃখহরণ।—মহামায়া জগজ্জননী কালী আমার দুঃখ হরণ করুন। *

হ্রীঁ—হকারঃ শিববাচী স্যাদ্ রেফঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। মহামায়ার্থ ঈশব্দো নাদো বিশ্বপ্রসূঃ স্মৃতঃ। দুঃখহরার্থকো বিন্দুর্ভুবনাং তেন পূজয়েৎ।—হ্ = শিব। র্ = প্রকৃতি। ঈ = মহামায়া। ‿ = জগজ্জননী। ং = দুঃখহরণ।—মহাদেবের শক্তি মহামায়া জগজ্জননী দুঃখ হরণ করুন।

শ্রীঁ—মহালক্ষ্ম্যর্থকঃ শ স্যাদ্ ধনার্থো রেফ উচ্যতে। ঈস্তুষ্ট্যর্থঃ পরো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরাত্মকঃ॥—শ্ = মহালক্ষ্মী। র্ = ধন। ঈ = তুষ্টি। ‿ = পরম। ং = দুঃখহরণ।—পরমেশ্বরি মহালক্ষ্মী আমায় ধন ও সন্তোষ দিন এবং আমার দুঃখ হরণ করুন।

* তন্ত্রান্তরে—ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং জ্ঞানচিৎকলা। জ্বলনার্ণসমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা। দীর্ঘকারেণ দেবেশি সাধকাভীষ্টদায়িনী॥ বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী॥—ক = চিৎ। (জ্বলনার্থ = অগ্নিবীজ) র্ = তেজোময়ী। ঈ = অভীষ্টপ্রদা। ং = মুক্তিদায়িনী।

ঐং—সরস্বত্যর্থ ঐ শব্দো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ।—ঐ=সরস্বতী। ং=দুঃখহরণ।—সরস্বতী দুঃখ হরণ করুন।

ক্লীং—ক কামদেব উদ্দিষ্টোঽপ্যথবা কৃষ্ণ উচ্যতে। ল ইন্দ্র ঈ তুষ্টিবাচী সুখদুঃখপ্রদক্ষ * অং।—ক্—কামদেব বা কৃষ্ণ। ল্=ইন্দ্র, ঐশ্বর্য্যশালী। ঈ—তুষ্টি। ং=সুখপ্রদ ও দুঃখনাশন।—ঐশ্বর্য্যশালী। কামদেব বা কৃষ্ণ আমায় সন্তোষ ও সুখ দিন এবং আমার দুঃখ হরণ করুন।

হুঁ—হ শিবঃ কথিতো দেবি উ ভৈরব ইহোচ্যতে। পরার্থো নাদশব্দস্তু বিন্দুর্দুঃখহরাত্মকঃ॥—হ্ শিব। উ=ভৈরব। ঁ=পরম। ং=দুঃখহরণ।—মহাদেব যাঁহার ভৈরব, সেই পরমেশ্বরী আমার দুঃখ হরণ করুন।

গং গণেশার্থে গ উক্তস্তে বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ।—গ=গণেশ। ং=দুঃখহরণ।—গণেশ দুঃখহরণ করুন।

ক্ষ্রৌং—ক্ষ নৃসিংহো ব্রহ্ম রশ্চ ঊর্দ্ধদন্তার্থকশ্চ ঔ। দুঃখহরার্থকো বিন্দুর্নৃসিংহং তেন পূজয়েৎ।—ক্ষ্—নৃসিংহ। র্—ব্রহ্ম। ঔ—ঊর্দ্ধদন্ত। ং—দুঃখহরণ।—উগ্রদংষ্ট্র ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহ আমার দুঃখ হরণ করুন।

স্ত্রীঁ—দুর্গোত্তারণবাচ্যঃ সত্তারকার্থতকারকঃ। মুক্ত্যর্থো রেফ উক্তোঽত্র মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাতার্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ।—স্=দুর্গোত্তারিণী। ত্—তারা। র্—মুক্তি।

---

* দা (দানে)+ড=দ, দো (খণ্ডনে)+ড=দ। দক্ষ দক্ষ দে (একশেষ)। সুখদুঃখয়োঃ দে—সুখদুঃখদে। বিশেষ্যানুরোধাৎ একবচনম্।

ঈ = মহামায়া। ‿ = বিশ্বমাতা। •• = দুঃখহরণ।—জগজ্জননী মহামায়া মোক্ষদা দুর্গোত্তারিণী তারা আমার দুঃখ হরণ করুন।

:-—যত্র বিন্দুদ্বয়ং মন্ত্রে একং দুঃখহরার্থকম্। অন্যং সুখপ্রদং দেবি জ্ঞাত্বা চার্থং বিচিন্তয়েৎ॥—যে মন্ত্রে দুই বিন্দু অর্থাৎ বিসর্গ থাকে, তাহাদের একটির অর্থ দুঃখহরণ, অন্যটির অর্থ সুখপ্রদ।

নামাদিবর্ণঃ সর্ব্বেষাং নাম উক্তং স্বয়ম্ভুবা। তেনৈবার্থস্তু জানীয়াদন্যলভ্যস্তু চিন্তয়েৎ॥—অন্যান্য বীজের আদিবর্ণ তত্তৎ দেবতার নাম। এইরূপ অর্থ জানিয়া মন্ত্রকে দেবতারূপে চিন্তা করিবে।

একবীজদ্বয়ং যত্র পৃথগর্থং প্রকল্পয়েৎ। বীপ্সার্থং বা মহেশানি জ্ঞাত্বা মন্ত্রং জপেৎপ্রিয়া॥—যে মন্ত্রে একই বীজ দুইবার থাকে, তাহাদের পূর্ব্বোক্তরূপে ভিন্ন অর্থ করিবে, অথবা অবধারণের জন্য একই অর্থে দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিবে।

ঈং-বীজেনৈব পুটিতং মূলমন্ত্রং জপেদ যদি। তদৈব মন্ত্রচৈতন্যং ভবত্যেব সুনিশ্চিতম্॥—ঈং বীজে পুটিত করিয়া (অর্থাৎ ইষ্ট-মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ঈং বীজ দিয়া) যদি মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মন্ত্রের চৈতন্য হয়। যথা—ইষ্টমন্ত্র ক্রীঁ হইলে "ঈং ক্রীঁ ঈং" এইরূপ।

দ্রষ্টব্য—দ্রব্যের গুণ বা শক্তির ন্যায় শব্দেরও শক্তি আছে। যেমন বজ্রের শব্দে প্রাণ চমকিয়া উঠে, বীণার শব্দে মন মোহিত হয়। শব্দ দুই প্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদির অব্যক্ত শব্দকে ধ্বনি বলে এবং মনুষ্যাদির ব্যক্ত শব্দকে বর্ণ বলে। বর্ণ বলিতে অ আ ক খ ইত্যাদি। ঋষিগণ বহুকাল দ্রব্যগুণ পর্য্যা-লোচনা করিয়া যেমন রোগবিশেষের ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন,

সেইরূপ বর্ণগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেবতাবিশেষের বীজমন্ত্রও নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তত্তন্মন্ত্রে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। যদি কেহ অল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রশক্তির ফল প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রবল শীতের সময় অগ্নির চিন্তা করিতে করিতে "রং" এই অগ্নিবীজ অন্ততঃ দশ হাজার জপ করিয়া দেখিবেন, শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে।

তান্ত্রিক এই সকল সাংকেতিক নামের দৃষ্টান্তেই বোধ হয় ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় সাটে নাম লেখার প্রথা হইয়াছে। অপ ভাষায় গঠিত মন্ত্রশক্তিবলে সর্পাদির বিষ ধ্বংস, ঝাড়ান, কাড়ান, বাণ মারা প্রভৃতি অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বহু বাণের নামও আছে সুতরাং শব্দশক্তি দ্রব্যগুণের ন্যায় অসাধারণ।

বীজবিশেষের সংজ্ঞা—অঙ্কুশ = ক্রোং। অস্ত্র = ফট। কবচ = হুং। কূর্চ্চ = হুং। ইন্দ্র = লং। কাম = ক্লীং। চন্দ্র = ঠং। জয়দ = ঐং। পাশ = আং। পৃথ্বী = লং। প্রবন্ধ = শ্রীং হ্রৌং। প্রাসাদ = হ্রৌং। ভুবনেশী ও মায়া = হ্রীং। রক্ষা = হুং। লজ্জা = হ্রীং। বরুণ = বং। বর্ম্ম = হুং। বহ্নি = রং। বাগ্‌ভব = ঐং। বায়ু = যং। শক্তি = হ্রাং। শর্ম্মদ = ক্রোং ক্রৌং। শাপহ = হ্রীং।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের মন্ত্রার্থের বিশুদ্ধ পরিপাটী দেখিয়া, তাহা হইতে সংশোধনে ও সংগ্রহে উপকৃত হইলাম।

প্রাণায়াম।

সুখাসনে সরল হইয়া অর্থাৎ মূলাধার হইতে মেরুদণ্ড ঠিক সমান রাখিয়া উপবেশন করিবে। মূলাধার সঙ্কুচিত করিয়া পূরক, কুম্ভক, রেচক, অর্থাৎ শ্বাসবায়ু আকর্ষণ, রোধ ও পরিত্যাগ, অতি মৃদুভাবে করিতে করিতে দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিবে।

দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রোধ করিয়া, বীজমন্ত্র (যে দেবতার উপাসনা, তাঁহারই বীজমন্ত্র, যেমন শক্তিবীজ হ্রীঁ) বাম হস্তে চারিবার জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরক করিবে। উভয় নাসাপুট অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া, ঐ মন্ত্র পূর্ব্ববৎ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে এবং কেবল অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বামনাসা রোধ করিয়া, আটবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ক্রমশঃ শ্বাস ত্যাগ করিবে। ১।

ঐভাবে থাকিয়া পুনশ্চ বিপরীতক্রমে, অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগের পর ঐ দক্ষিণ নাসা দ্বারাই পূর্ব্ববৎ (বীজমন্ত্র চারিবার জপ করিয়া) পূরক ও উভয় নাসাপুট ধরিয়া ষোড়শবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক, পরে, অষ্টবার জপ করিতে করিতে বাম নাসাদ্বারা রেচক করিবে।২। পুনর্ব্বার প্রথমের ন্যায় দক্ষিণ নাসাপুট ধারণাদি ক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে করিতে জপ শেষ করিবে।৩

এই সমগ্র (তিনবার) পূরকাদি ক্রিয়াকে প্রাণায়াম কহে। ইহা অভ্যস্ত হইলে ক্রমে মন্ত্র চতুর্গুণাদি অর্থাৎ ১৬।৬৪।৩২ বার জপ অভ্যাস করা যায়। (১৩ পৃষ্ঠা দেখ)।

অঙ্গন্যাস *।

হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, বলিয়া দক্ষিণ তর্জন্যাদি অঙ্গুল্যগ্রত্রয় দ্বারা বক্ষ স্পর্শ, 'হ্রীং শিরসে নমঃ' তর্জনী ও মধ্যমাগ্র দ্বারা মস্তক,

---

* অঙ্গন্যাসাদি শক্তিপূজার জন্য যেরূপ লিখিত হইল, অন্য দেবতা পূজাস্থলে তদ্বীজমন্ত্রে দীর্ঘস্বরাদি যোগ এইরূপেই হইবে। এইরূপ বিষ্ণুবীজ (ওঁ) অগ্নি রং। লক্ষ্মী শ্রীং। কৃষ্ণ ক্লীং।

'হ্রূং শিখায়ৈ নমঃ' অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা শিখা (ঘাড়) 'হ্রৈং কবচায় হুং' উভয় করাঙ্গুলি সমস্ত দ্বারা বিপরীত ক্রমে উভয় বাহু, "হ্রৌং নেত্রাভ্যাং নমঃ"† দক্ষিণ তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা দুই চক্ষুর পাতা ও নাসামূল স্পর্শ করিবে এবং "হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতল বেষ্টন পূর্ব্বক ঐ করতলে আঘাত করিবে।

করন্যাস।

হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বলিয়া উভয় তর্জ্জনী দ্বারা স্ব স্ব জাতীয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে এবং হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ,

শিব হৌং। এবং অনেকস্থলে দেবতার নামের আদ্যক্ষরে দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া, একাক্ষরী বীজরূপে গ্রাহ্য হয়, যথা—ষষ্ঠী ষাং। গণেশ গাং ইত্যাদি। সামান্যতঃ স্ত্রী দেবতার হ্রীং এই একাক্ষরী পৌরাণিক বীজ সকলন্যাসাদিতেই ব্যবহার হয়।

এই সকল বীজমন্ত্র দেবতাদিগের সাঙ্কেতিক নাম বিশেষ [৭১ পৃষ্ঠা দেখ] এই সমস্ত ন্যাসাদি ও মুদ্রাদি করিয়া, তাড়িৎ-পুঞ্জময় জড়চৈতন্যবিমিশ্রিত দেহের স্নায়ুকেন্দ্র (গ্রন্থিস্থান) স্পর্শ দ্বারা চৈতন্যশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া, (সচকিতভাবে মনস্থির পূর্ব্বক) দেবতার ধ্যান ধারণার জন্য আপনাকে সজাগ ও প্রস্তুত করিতে হইবে। দেববৎ হইয়া দেবপূজাদি করিতে হয়। কেহ কেহ অগ্রে করাঙ্গন্যাস, অঙ্গন্যাস পরে করিয়া থাকেন।

† ত্রিনেত্রা দেবতা হইলে নেত্রত্রয়ায় নমঃ বলিবে। 'নেত্রত্রায়, এইরূপ পাঠও আছে 'নেত্রত্র' শব্দে চক্ষুর পাতাকে বুঝায়।

হুঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা সেই হস্তের তর্জন্যাদি অঙ্গুলি চতুষ্টয় ক্রমশঃ স্পর্শ করিবে এবং 'হুঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া বাম করতলে দক্ষিণ করাগ্রের আঘাত করিবে। (স্ত্রী ও শূদ্রেরা ওঁকার, স্বাহা, স্বধা, বষট্ বৌষট্ স্থলে সর্ব্বত্র নমঃ বলিবেন)।

নাম ও জপ তত্ত্ব।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—"যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি।" যজ্ঞের মধ্যে জপ যজ্ঞ আমি সুতরাং কলির শ্রেষ্ঠ যজ্ঞই জপ। নাম ব্যতীত চণ্ডী বা অন্যান্য স্তবাদি পাঠের নামও জপ "চণ্ডী জপ সমুদ্ভবঃ।" "জপেন্মধ্যাহ্নিনাবধি" জপাদির প্রশস্তকাল মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত। ভক্তি শাস্ত্রে আছে, অগ্নিকণা সংযোগে যেমন তুলা রাশি ভস্ম হয়, (দ্রব্য শক্তিতে রোগ আরোগ্যের ন্যায়) সেইরূপ নাম শক্তিতেও পাপ রাশি ধ্বংস হয়।

পুরাণে আছে, অজামীল নামক ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে যমদূত দর্শনে ভীতার্ত্ত হইয়া, নারায়ণ নামক পুত্রকে পুত্র বুদ্ধিতেও নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন, "সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা। ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম॥" হে ভৃগু শ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধা বা হেলায় একবারও পরিগীত অর্থাৎ উচ্চারিত হইলে, কৃষ্ণ নাম নরমাত্রকেই ত্রাণ করেন।

নাম মাহাত্ম্য এই প্রকার হইলেও ঐকান্তিক ভক্তিভাবে নাম গ্রহণ না করিলে পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। তাই শাস্ত্র বলেন, "শুচিঃ শান্তঃ সমাহিতঃ" "তন্মনমঃ সমাহিতঃ" অর্থাৎ শুদ্ধাচার, শান্ত প্রকৃতি ও সাবধান এবং তন্মনস্ক—অর্থাৎ

যখন যে কার্য্য করিবে তাহাতে মনোযোগ থাকিবে, অন্যমনস্ক হইবে না। শাস্ত্রীয় বা ব্যবহারিক যে কোন কার্য্য করিতে হইলেই উক্ত ব্যবস্থা মতে চলিতে হইবে, নচেৎ পণ্ডশ্রম বা আশক্তির পরিবর্ত্তে বিরক্তি ঘটে। ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং— ইত্যাদি বাক্যে সকল কার্য্যে ভগবানের নাম উচ্চারণ বা স্মরণ অভ্যাস ভালো কিন্তু বৈষয়িক আলোচনা বা ঐ কথার সহিত নাম জপ করা ভালো মনে হয় না, কারণ ভাবাবেশের বিঘ্ন হয়, অল্প সময় ও তদ্‌গত চিত্ত হইয়া জপাদি কার্য্য করিতে পারিলেও ভালো হয়। অশুচি অবস্থায় নাম স্মরণ করিতে পারে কিন্তু উচ্চারণ করিবে না "স্মরেন্মন্ত্রং নতুচ্চরেৎ।"

লোক দেখান কপট জপের নিন্দায় তুলসী দাস বলিয়াছেন,—

"মালা জপে শালা লোক, কর জপে ভাই। মন মন যে জপেঙ্গে, উন্‌কো বলিহারী যাই॥" শাস্ত্রেও বলিয়াছেন,—

"ন রাম শব্দোচ্চারণেন নরস্য মুক্তির্যথা বারি বারি কথয়তো ন যাতু তৃষ্ণা। হৃদয়োত্থিত প্রেম্না যদ্রূপভক্তি মাবিশতি, তদেব নামফলমস্তি॥

যেমন জল জল এই শব্দোচ্চারণেই পিপাসা শান্তি হয় না, সেইরূপ "রাম" এই শব্দোচ্চারণ দ্বারাই যে মানবের মুক্তি হয় তাহা নহে, হৃদয়য়োত্থিত প্রেমদ্বারা যে প্রকার ভক্তির আবেশ হইবে, নামফল সেইরূপই লাভ হইবে; সুতরাং ভক্তির আধিক্যে ফলাধিক্য ঘটে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও বলিয়াছেন,—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

হে ভগবন্ হরি! তোমার নাম গ্রহণ কালে আমার এই

প্রকার ভক্তি চিহ্ন সকল কবে প্রকাশ পাইবে, অর্থাৎ (আনন্দো- চ্ছ্বাস বিগলিত) অশ্রুধারা দ্বারা আমার নয়ন শোভিত হইবে এবং গদ্‌গদ ভাবে রুদ্ধ প্রায় (ভক্তি পূর্ণ) বাক্য দ্বারা পূর্ণিত বদন মণ্ডল এবং পুলক দ্বারা কণ্টকিত দেহাবয়ব কোন দিন আমার হইবে, অর্থাৎ আমার এমন ভক্তি পূর্ণ নাম গ্রহণের শুভদিন কবে আসিবে।

রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য এবং শোধন-বিধি।

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন।. স্ত্রীলোক বা অতি নীচ শূদ্রও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবেন, উহা ধারণ না করিয়া জপপূজাদি কার্য্যে পূর্ণফল হয় না। সচরাচর পঞ্চবক্ত্র রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়, উহা ধারণে সর্ব্ব পাপ মোচন এবং অগম্যা গমনাদি দোষ নষ্ট হয় *। সুপক্ক এবং ছিদ্র রহিত রুদ্রাক্ষ অন্যূন একটিও অঙ্গে রাখিলে, অতি নীচেরও দেহ শুচি, কাশও বাতাদি উৎকট রোগ শান্তি, মরণে সুগতি এবং উহা দানে স্বর্গ লাভ হয়। মুক্তা প্রবাল স্ফটিক সূর্য্য বা চন্দ্রকান্তমণি এবং কাঞ্চন সমেত রুদ্রাক্ষ মালা ধারণে মানব শিবতুল্য হয়।

* অরুদ্রাক্ষ ধরো ভূত্বা যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ বৈদিকং।
করোতি জপ হোমাদি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ। ১।
পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ং রুদ্রঃ কালাগ্নি র্নাম নামতঃ।
অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষস্য চ ভক্ষণাৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ। ২।
নিশ্ছিদ্রাশ্চ সুপক্কাশ্চ রুদ্রাক্ষা ধারণে স্মৃতাঃ।
পঞ্চামৃতং পঞ্চগব্যং স্নান কালে প্রযোজয়েৎ। ৩।
শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যো নরঃ।
রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ভক্ত্যা শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ।

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা মতে, রুদ্রাক্ষকে শোধিত পঞ্চগব্য এবং পঞ্চামৃত দ্বারা ত্র্যম্বকং—মন্ত্রে (শিবপূজা প্রকরণে দেখ) স্নান করাইয়া, "ওঁ হুং নমঃ" মন্ত্র প্রত্যেকে একশত আটবার জপ করিয়া, শিবচরণামৃত কিম্বা গঙ্গা জল দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক ধারণ করিবে।

রুদ্রাক্ষ মালা। পৌরাণিক মতে শোধনে, প্রত্যেক রুদ্রাক্ষে "ওঁ হুং নমঃ" এই মন্ত্র একশত আটবার করিয়া জপ করিবে। জপ শেষে শিব চরণামৃত দ্বারা মালা প্রক্ষালন পূর্ব্বক ধারণ করিবে। শিব ও শক্তি মন্ত্র জপে এই মালা প্রশস্ত। জপের বিশেষ বিধান এবং অন্যান্য মালা শোধন বিধি, সপ্তম ভাগে পুরশ্চরণ প্রকরণে এবং জপ দ্বারা পাপ ক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিধান ষষ্ঠ ভাগে ৭৫ পৃষ্ঠায় দেখ।

জপ বিধি।*

নির্জ্জনে বা যথায় মনের একাগ্রতা জন্মে তথায় জপের স্থান। মৌনভাবে সুখাসনোপবিষ্ট হইয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুলি চতুষ্টয় পরস্পর সংলগ্ন ও হৃদয় সমীপে বস্ত্রমধ্যে বক্রভাবে স্থাপন করিয়া, তৎপৃষ্ঠে বামকর ঐ ভাবে স্থাপন পূর্ব্বক সংযত চিত্তে হৃদপদ্মে তেজোময় দেবতাকে চিন্তা (এবং মস্তকস্থ গুরু ও মন্ত্রের সহিত নিরাকার চৈতন্যময় রূপে দেবতার ঐক্য চিন্তা)

---

* জপ সংখ্যায় নিষিদ্ধ দ্রব্য যথা, নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্ব্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ। ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ। বিহিত দ্রব্য যথা,—সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং স্ফটিকং রত্নজং তথা। অরিষ্টং পুত্রজীবঞ্চ শঙ্খং পদ্মং তথা মণিং। কুশগ্রন্থিঞ্চ রুদ্রাক্ষং উত্তমঞ্চোত্তরোত্তরং।

করিয়া, অদ্রুত ও অনতিবিলম্বে স্পষ্ট ও অক্ষের অশ্রুতরূপে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা জপ করিবে। জপকালীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্পন্দন, নিদ্রাকর্ষণ, ইতস্তত দৃষ্টি নিঃক্ষেপ এবং দন্ত প্রকাশ না হয়।

জপকালে অন্যকথা, ক্রোধ, মোহ, হাঁচি, নিদ্রা, থুতুফেলা, হাইতোলা, গাত্রভঙ্গ, নাভির নিম্নদেশ স্পর্শ, কুভাবে বা স্বাভাবিক ভাবেও স্ত্রীলোকদর্শন এবং শদ্রকে দর্শন নিষেধ, দৈবাৎ দর্শনাদিতে আচমন করিবে।

মাথায় বস্ত্র দিয়া, বা চলিতে চলিতে কিম্বা সুখাসন ব্যতীত পায়ের উপর পা রাখিয়া জপ করিবে না। জপের আদ্যন্তে প্রাণায়াম কর্ত্তব্য, ইহা দশবার জপে ব্যবহার নাই।

মালা দ্বারা জপকালে মেরু লঙ্ঘন করিবে না (থোপকে মেরু বলে) গাঁইটের পর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুলোম ক্রমে এক একটি গুটিকা ধরিয়া জপ সাঙ্গ হইলে, পুনশ্চ শেষ হইতে প্রথম পর্য্যন্ত বিলোম ক্রমে জপ করিবে।

অক্ষমালার অভাবে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা (নখস্পর্শ না হয়) অনামার মধ্য ও মূল দুই পর্ব্ব, কনিষ্ঠার ত্রিপর্ব্ব, অনামার ও মধ্যমার অগ্র পর্ব্বদ্বয় এবং তর্জ্জনীর ত্রিপর্ব্বাবধি [স্ত্রী দেবতা হইলে মধ্যমার ত্রিপর্ব্ব ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত] এই দশস্থানে যথাক্রমে (স্পর্শরূপ) জপ করিবে।

প্রতিদশবারে ঐ প্রণালীতে বামকরপর্ব্বে জপ ক্রমে একবার করিয়া যখন দশ সংখ্যা পূর্ণ হইবে তখন একশতবার জপ হইল।

প্রতি শতবারে এক একটি ও সহস্রবারে পৃথক আর এক একটি মটরাদি দ্বারা সংখ্যা রাখিবে। সর্ব্বত্র অষ্টাধিক (অষ্টাদশ বা অষ্টোত্তর শত কিম্বা অষ্টোত্তর সহস্র বার ইত্যাদি) করিয়া,

যথাশক্তি জপ করিবে। অষ্টবার জপে আদ্যন্ত পর্ব্বদ্বয় ত্যাগ করিতে হয়। নিত্য শিবপূজাদিতে মাত্র দশবার জপ করা ব্যবহার আছে।

জপান্তে গুহ্যাতি মন্ত্র (সন্ধ্যায় দেখ) পাঠ পূর্ব্বক (পুম্-দেবতার দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রী দেবতার বামহস্তে) সামান্যার্ঘ্য অভাবে একটু জল লইয়া (গোযোনি মুদ্রা [মুদ্রাপ্রকরণ দেখ] দ্বারা) জপফল অর্পণ করিবে। তৎপরে, পুনশ্চ প্রাণায়াম করিয়া, যথাশক্তি দেবতার স্তব কবচাদি পাঠপূর্ব্বক নমস্কার করিবে।

সন্ধ্যাদির ব্যবস্থা ;

রাত্রির এক দণ্ড ও দিনের এক দণ্ড সূর্য্য নক্ষত্র বর্জ্জিত এই মুহূর্ত্ত (৪৮ মিনিট) মাত্র সন্ধ্যার প্রশস্ত কাল, এইকালের তিন দণ্ড পূর্ব্বে নক্ষত্রযুক্ত কালেও সন্ধ্যা করা যায় কিন্তু উক্ত প্রশস্তকালের পরে সন্ধ্যা করিতে হইলে কাল অতিক্রম জন্য দশবার ইষ্ট-দেবতার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যা না করা হইয়া থাকিলে পরদিন দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্ধ্যা যথাক্রমে করিবে। সন্ধ্যা না করা পর্য্যন্ত উপবাস থাকিবে।

ভ্রম প্রমাদাদি বশতঃ সন্ধ্যা বাদ হইলে বৈধ নিত্যকর্ম্ম বাদ জন্য একাহ উপবাস প্রায়শ্চিত্ত, তদশক্তে আট পণ কড়ি মূল্য দুই আনা দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। (প্র ১০৮ পৃষ্ঠা দেখ) দিন মধ্যে সন্ধ্যা পূজাদি না হইলে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত উহা করিতে পারিবে।

সর্ব্ববিধ অশৌচেই সন্ধ্যা বাদ হইবে। মূল মন্ত্র জপাদি দেবতা বিশেষে করা যায় (সন্ধ্যাপ্রকরণের টীকায় দেখ)।

স্থান। জলাশয়তীরে, দেবগৃহে, গোষ্ঠে, তীর্থে, আকাশের নিম্নে অনাচ্ছাদিত নির্জ্জন স্থানে বিল্বাদি বৃক্ষমূলে সন্ধ্যা জপাদি করা প্রশস্ত। স্ত্রীলোক এবং শত্রু সম্মুখে ও গোলযোগ স্থলে অশুচি স্থানে সন্ধ্যাদি করিবে না।

পাদপ্রক্ষালনাদি। দৈবে উত্তরাস্য পৈত্র্যে দক্ষিণাস্য এবং অগ্রে দক্ষিণ পরে বামপদ প্রক্ষালন করিবে। হস্ত পদ মুখ চক্ষু প্রক্ষালনও কর্ত্তব্য, উহাতে স্বাস্থ্যবৃদ্ধিও হয়। স্নানের সময় না হইলে, বা স্নান না করা হইলে, আর্দ্রবস্ত্রে গাত্র মার্জনা করিবে।

দিগাদিনির্ণয়।

প্রাতঃসন্ধ্যা পূর্ব্বাস্য, সায়ং সন্ধ্যা উত্তর পশ্চিম কোণাভিমুখে, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং নিত্যপূজা উত্তর বা পূর্ব্বমুখে, শিবপূজা এবং রাত্রিবিহিত পূজাদি উত্তরাস্য, পিতৃকার্য্য দক্ষিণমুখে করিবে।

আসন। কুশাসন, কম্বলাসন এবং মৃগচর্ম্মের আসন প্রশস্ত, অভাবে উবু হইয়া বসিবে। দক্ষিণ পদের উপর বামপদ স্থাপন পূর্ব্বক স্বস্তিকাসনে অর্থাৎ সুখাসনে উপবেশন প্রশস্ত। মেরু-দণ্ড ও মস্তক উন্নত ও সরল রাখিবে এবং অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময়রূপে দেবতাদির চিন্তা করিবে।

এরূপভাবে বসিলে শীঘ্র মনের একাগ্রতা জন্মে। বক্রভাবে ঠেসান দিয়া বসিলে প্রবল বৈষয়িক চিন্তার সুযোগ হয়, আত্ম-চিন্তার সুবিধা হয় না। (৭ম ভাগে পুরশ্চরণ বিধি দেখ)।

সন্ধ্যা পূজাদির সময় কথা কহিলে, হাঁচি কাশী বা আলস্য হইলে, বিষ্ণু স্মরণ এবং দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। আসন ত্যাগাদি করিলে আচমন ও প্রাণায়ামাদি করিবে।

তান্ত্রিকী সন্ধ্যা।

আসনে বসিয়া, শিখাবন্ধন পূর্ব্বক দুইবার আচমন করিবে।

নম আত্মতত্ত্বায় নমঃ, নমো বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, নমঃ শিব-তত্ত্বায় নমঃ (১), এই মন্ত্রত্রয় পড়িয়া, যথাক্রমে তিনবার জলপান এবং ওষ্ঠাদি স্পর্শ করিবে। (৩৭ পৃষ্ঠায় আচমন বিধি দেখ) পরে, অঙ্কুশমুদ্রা † দ্বারা নিম্নের লিখিত মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিয়া, ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। (৬৭ পৃষ্ঠা দেখ)।

* এই শক্তি বিষয়ক সাধারণ সন্ধ্যা পদ্ধতির ন্যায় প্রায় যাবতীয় সন্ধ্যা হইবেক।

মধ্যাহ্ন ব্যতীত সন্ধ্যার সময় অতীত হইলে, দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যারম্ভ কর্ত্তব্য। কালী, তারা ও ত্রিপুরাসুন্দরী মন্ত্রোপাসকদিগের অশৌচাদিতেও প্রাণায়াম ও ঋষ্যাদি ন্যাস হইতে নমস্কারান্ত সাঙ্গ মূলমন্ত্র জপ এবং শিবপূজা ও কাল্যাদি ইষ্টদেবতা পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্র স্ত্রী এবং শূদ্রেরা স্বাহা এবং শ্রীং বীজ, ওঁকার, স্বধা, বষট্‌, বৌষট্‌ স্থলে "নমঃ" বলিবেন।

(১) তত্ত্ব শব্দে স্বরূপ, স্বাহা ও নমঃ শব্দ ত্যাগার্থবোধক। আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীবাত্মাকে বিদ্যাতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানকে এবং শিবতত্ত্ব পরব্রহ্মকে এই জল আহুতিরূপে দিলাম; তাৎপর্য্যার্থ জীবাত্মা ব্রহ্মজ্ঞান সহকারে পরব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হউন।

† মুদ্রা ও ন্যাস প্রভৃতি সমুদায় সূচিপত্র দেখিয়া, যথাস্থান হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

মন্ত্রঃ। নমো গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ২ ॥

তৎপরে, প্রত্যেকবারে মূল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা তিনবার ভূমিতে ও সপ্তবার মস্তকে জলের ছিটা দিবেক।

পরে মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস (৭৫ পৃঃ) করিবে। তৎপরে, বাম করতলে জল লইয়া, দক্ষিণ কর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, "হং যং বং লং রং" ‡ এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণপূর্ব্বক বাম করাঙ্গুলি নিঃসৃত ঐ জল প্রতিবারে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সপ্তবার মস্তকে দিবে এবং অবশিষ্ট জল দক্ষিণ করতলে লইয়া আঘ্রাণানন্তর ঐ জল দেহস্থ পাপময় চিন্তা করিয়া, ফট্ মন্ত্রে ভূমিতে ত্যাগ করিবে, (ইহাকে অঘমর্ষণ বলে)।

তৎপরে, হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক (দেহশুদ্ধি নিমিত্ত) পূর্ব্বোক্ত তান্ত্রিক আচমন করিয়া, দেবতার গায়ত্রী (৭০ পৃঃ দেখ) তিনবার উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে বারত্রয় জল দিবে।

নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক একবার তর্পণ করিবে *।

যথা,—নমো দেবান্ তর্পয়ামি, নম ঋষীন্ তর্পয়ামি,

---

(২) গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীগণ এই জলে আবির্ভূতা হউন।

‡ হং আকাশ বীজ, যং বায়ু, বং বরুণ, লং পৃথিবী এবং রং অগ্নিবীজ, এই পঞ্চতত্ত্বে নির্ম্মিত দেহের (অঘমর্ষণ) পাপ বা মলিনতা নষ্ট হউক।

* সায়ংকালে তর্পণ নাই, কেহ কেহ প্রাতঃকালেও করেন না, কোন কোন পদ্ধতিতে গায়ত্রী জপের পর তর্পণ আছে। স্ত্রীগণ উক্ত দেবতা ও ঋষি প্রভৃতি আটটি তর্পণ করিবেন না।

নমঃ পিতৃন্ তর্পয়ামি, নমো মনুষ্যান্ তর্পয়ামি, নমো গুরূন্ তর্পয়ামি, নমঃ পরমগুরূন্ তর্পয়ামি, নমঃ পরাপর গুরূন্ তর্পয়ামি, নমঃ পরমেষ্ঠীগুরূন্ তর্পয়ামি। ৮।

শাক্তেরা মূলমন্ত্র বলিয়া, বা হ্রীঁ নমঃ অমুক দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ, এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। [শক্তি ব্যতীত অন্যমন্ত্রে, নমঃ অমুক দেবতাং তর্পয়ামি, বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে]।

"ঘৃণী সূর্য্য আদিত্য ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া একবার অর্ঘ্য বা জল দিবে।

পরে,—"নমঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে বা ইষ্ট দেবতার গায়ত্রী পড়িয়া, কিম্বা "নম উদ্যদাদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যো-দিতায়ৈ শ্রীমদমুক দেবতায়ৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে দেবতাকে একবার জল দিবে।

বৈষ্ণব তর্পণ।

বৈষ্ণবেরা দেবতার গায়ত্রী পাঠান্তে তিনবার জল দিবার পরেই "নমো নারদং তর্পয়ামি নমঃ" এই ক্রমে পর্ব্বত, জিষ্ণু, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্‌সেন্, শৈনেয়, গুরু ও ইষ্টদেবতা (অমুক দেবতাং তর্পয়ামি বা মূল মন্ত্রে) প্রত্যেককে তিন তিনবার তর্পণ করিবে ও সূর্য্যার্ঘাদি দিবে। অসমর্থ হইলে মাত্র ইষ্টদেবতারই তর্পণ করিবে।

গায়ত্রী ধ্যান *।

প্রভাতে।—উদ্যদাদিত্যসংকাশাং, পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥

মধ্যাহ্নে।—শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥

সায়াহ্নে।—সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং। (ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যস্থাং [ধ্যায়ন্] ধ্যায়েদ্দেবীং সমভ্যসেৎ)॥

* প্রাতে মূলাধার পদ্মে দ্রবীভূত স্বর্ণরাশির ন্যায় তরুণ তপনপ্রভ। মধ্যাহ্নে হৃৎকমলে কোটীসূর্য্যসমপ্রভ। সায়াহ্নে ভ্রূযুগলমধ্যে কোটীচন্দ্রসমপ্রভ কুণ্ডলিনী শক্তিকে চিন্তা করিয়া, গায়ত্রী ধ্যানোক্ত ত্রিগুণময়ী রূপে (ত্রিকালে) চিন্তা করিবে।

ধ্যানার্থ--(প্রভাতে) তারকাযুক্ত আকাশমণ্ডলে উদয়োন্মুখ আদিত্যের ন্যায় (রক্তিমপ্রভা) তেজসম্পন্না পুস্তক ও রুদ্রাক্ষ-মালাধারিণী এবং কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম পরিধানা ব্রাহ্মীমূর্ত্তি গায়ত্রীকে (কুমারীরূপা) ধ্যান করিবে।

(মধ্যাহ্নে) শ্যামবর্ণা ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী চতুর্ব্বাহু-সমন্বিতা এবং সূর্য্যমণ্ডলরূপ আসনোপবিষ্টা (বৈষ্ণবীমূর্ত্তি) গায়ত্রী দেবীকে (যুবতীরূপা) চিন্তা করিবে।

(সায়াহ্নে) শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্রধারিণী, বৃষাসনস্থা, নৃকপাল এবং শূল ও পাশাস্ত্রধারিণী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, [বৃদ্ধা ও শিবারূপিণী] বরদাত্রী, গায়ত্রীদেবীকে বারম্বার চিন্তা করিবে। (১৪ পৃঃ দেখ)।

ধ্যানানন্তর দশবার বা যথাশক্তি দেবতার গায়ত্রী (৭০ পৃষ্ঠা দেখ) জপ করিয়া, পরে গুহ্যতিমন্ত্রে জল দিবে।

গুহ্যাতি মন্ত্র।

নমো গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরী (সুরেশ্বরী)* ॥

পরে "রং" মন্ত্রে মস্তকে জল দিয়া, করযোড়ে বাম ও দক্ষিণ নেত্রপ্রান্তভাগ এবং কপাল যথাক্রমে স্পর্শ ও প্রণাম করিবে।

(বামে) নমো গুরুভ্যো নমঃ, নমঃ পরম গুরুভ্যো নমঃ, নমঃ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, নমঃ পরমেষ্ঠী গুরুভ্যো নমঃ, (দক্ষিণে) নমো গণেশায় নমঃ, (মধ্যে) নম অমুক দেবতায়ৈ বা দেবায় নমঃ।

তৎপরে, মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম (৭৫ পৃষ্ঠা) ঋষ্যাদিন্যাস (৭১ পৃষ্ঠা) করাঙ্গন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস (৭৬ পৃষ্ঠা) করিবে।

মস্তকে দেবতার কুল্লুকা অসমর্থে মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া, গুরু, দেবতাও মন্ত্রেব একতা ভাবিয়া, ইষ্টদেবতার ধ্যানপূর্ব্বক (২য় খণ্ডে দেখ)। অষ্টোত্তব শত বা সহস্রবার মূলমন্ত্র জপ করিবে।

জপান্তে পূর্ব্বোক্ত গুহ্যাতি মন্ত্রে জল দিয়া, পুনশ্চ প্রাণায়াম-পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার ও গুরুর প্রণাম-মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

* পুরুষ দেবতা হইলে গুহ্য গোপ্তা ত্বং দেব সুরেশ্বর মহেশ্বর, জনার্দ্দন মুনীশ্বর, ইত্যাদি যথাসঙ্গত বলিবে।

অর্থ—যাহা গুহ্য হইতে গুহ্যতর তাদৃশ মন্ত্রের রক্ষাকর্ত্রী তুমি আমার কৃত জপ গ্রহণ কর, হে সুরেশ্বরি! হে দেবি! তোমার প্রসাদে আমার জপ সিদ্ধি হউক।

গুরুর প্রণাম।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু-গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২ ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩ ॥

তুলসী।

শাস্ত্রে তুলসী বৃক্ষকে অতি পবিত্র ও দেবমূর্ত্তি গণ্য করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকেরাও তুলসী বৃক্ষের বায়ু দুষ্টকীটাণুনাশক ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলেন, উহার পত্র অনেক ঔষধে ব্যবহার্য্য, উহা শ্লেষ্মানাশক এবং ভক্ষ্যদ্রব্য শুচিকারক। অতএব এরূপ প্রয়োজনীয় তুলসী কানন প্রত্যেক হিন্দুর প্রাঙ্গনে থাকা প্রয়োজন।

তুলসীচয়ননিষেধাদি।—পক্ষান্ত, দ্বাদশী, সংক্রান্তি ও উভয় সন্ধ্যাকালে, অশুচি অবস্থায়, বাসিকাপড়ে, ভোজনান্তে, রাত্রিকালে ও মধ্যাহ্নে এবং প্রাতঃসন্ধ্যা না করিয়া ও শাখাসহিত তুলসী চয়ন করিবে না। প্রায় সকল কার্য্যেই তুলসী ব্যবহার কর্ত্তব্য *।

কৃতাঞ্জলি হইয়া এবং মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রত্যেক বারে করতালি দিয়া, প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুঞ্জরি চয়ন এবং বৃন্ত সহিত তুলসী চয়ন করাই প্রশস্ত।

* লিঙ্গপুরাণে উক্ত দিনে ও অষ্টমী রিক্তা এবং সোমবারে বিল্বপত্র চয়নও নিষেধ আছে। তুলসী, আমলকী ও বিল্ববৃক্ষ প্রত্যেকের প্রাঙ্গনে থাকা আবশ্যক। ইহার পত্র ও ফল বিশেষ উপকারী। (১১শ ভাগ ৯৫ পৃঃ দেখ)।

তুলসী চয়নমন্ত্র। তুলস্যমৃত নামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে। তদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ-মলবিনাশিনি ॥

স্নানমন্ত্র।—গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীম্ ॥

ধ্যান।—ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং। বিদ্যোতক্ষীং কুচযুগভরা-নম্রকল্লাঙ্গযষ্টিং। ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং। শ্বেতাঙ্গীং তা-মভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্।

প্রণাম।—বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

অশ্বত্থবৃক্ষে জলদান।

দুঃস্বপ্নদর্শন এবং শত্রুবৃদ্ধি, ঘটিলে মন্ত্র পড়িয়া অশ্বত্থবৃক্ষে জলদানে বিশেষ উপকার হয়, এটি বিশেষভাবে দেখা ও শুনা গিয়াছে। জীবহিতার্থেই ভগবান রূপ ধারণ করেন।

দ্বিপ্রহর বেলামধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষে জলদান করিবে। মন্ত্র।—নমশ্চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং। শত্রুনাঞ্চ সমুত্থানং অশ্বত্থ শময়াশু মে। অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥

গোগ্রাস *।—গোপাদ মূলে "নমো গবে নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি

---

* ভগবতী পূজা। সৌর বৈশাখের প্রথম দিনে গোষ্ঠমধ্যে সাম্রপল্লব ও সিন্দুরাঙ্কিত দুগ্ধভাণ্ডে এবং গোকে পূজা করিবে। ভগবতীর ধ্যান।—বর্ত্তনস্থাং জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণবর্ণাং ত্রিলোচনাং।
দ্বিভুজাং বেষ্টিতাং গোভি-র্ব্বসনাং চৌতচন্দনাং ॥
হ্রীঁ নমো ভগবত্যৈ নমঃ।

পূজা করিবে এবং ঘাস দূর্ব্বা তণ্ডুল রম্ভাদি দ্বারা গোগ্রাস মস্তক স্পর্শ করাইয়া দিবে। বৈশাখে প্রত্যহ গোগ্রাস দিবে। গোস্পর্শে দেহস্থ পাপ ও পক্ষাঘাত এবং ক্ষয়াদি উৎকট রোগ নাশ হয়।

গোগ্রাস মন্ত্র।—সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

গো-প্রণাম।—নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য-এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

ক্ষৌর।—জন্মমাস, অসমর্থে ক্রমশঃ দশদিন আটদিন ও জন্ম-তিথিতে ক্ষৌর এবং যাত্রাদি কার্য্য নিষিদ্ধ। নাপিতের গৃহে গিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিলে শ্রীহীন হইতে হয়।

রবিবারে ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে দুঃখ, সোমবারে সুখ, মঙ্গলে (সামবেদি ভিন্নের) মৃত্যু, বুধে ধনলাভ, বৃহস্পতিতে মানহানি, শুক্রবারে শুক্রক্ষয় এবং শনিবারে নানাদোষ হয়।

দেবকার্য্যে পিতৃশ্রাদ্ধে জন্মনক্ষত্রে ও সংক্রান্তিতে ক্ষৌর বর্জ্জনীয়। ক্ষৌরে দেহ অপবিত্র ও দৈহিক উত্তাপের ক্ষয় হয় বলিয়া, ক্ষৌরান্তে স্নানের প্রয়োজন, সুতরাং স্নান ভোজনাদির পর বা অপরাহ্নাদিকালে ক্ষৌর অস্বাস্থ্যকর এবং অশুচিকর।

গয়া গঙ্গা বিশালা ও বিরজা তীর্থ ভিন্ন তীর্থযাত্রায় এবং পিতৃমাতৃমরণে শিখা রাখিয়া মুণ্ডন করিবে, প্রয়াগে এবং গো-হত্যাদি প্রায়শ্চিত্তে সশিখ মুণ্ডনের প্রয়োজন, প্রয়াগে (বিধবারাও) মুণ্ডন না করিলে পাপ হয়। (প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বাহ্ন কৃত্য ষষ্ঠভাগে) কারাগারবিমুক্তি, বিবাহ ও অশৌচান্তদিনে, বারদোষ নাই।

প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ।

বৃহৎ হিন্দু-নিত্যকর্ম্ম।

দ্বিতীয় ভাগ।

পূজার আবশ্যকতা।

শাস্ত্রে দানপ্রকরণে বলিয়াছেন,—"পূজানুগ্রহ কাম্যয়া" পূজা বা সম্মান নিমিত্তক যে দ্রব্যাদি ত্যাগ অর্থাৎ মান্যব্যক্তিকে উপহারাদি যাহা দেওয়া যায় তাহা পূজা দান (৫ম ভাগে দেখ)। দান করিলেই গৃহীতার পরিতৃপ্তি হওয়ায় প্রতিদান পাওয়া যায়। অতএব দেব বা পিতৃলোককে পূজা করিলে, তুমি তাঁহাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ পাইবে। তোমার পিতৃভক্তি দেখিলে তোমার সন্তানেরাও পিতৃভক্তি শিখিবে ও করিবে। (৩য় ভাগে শ্রাদ্ধ ও পরলোকতত্ত্ব প্রবন্ধ দেখ)।

তুমি ঐকান্তিকভাবে মহৎ ব্যক্তির চরিত্র অনুশীলন বা অনুসরণ করিলে বা তাঁহাকে মান্য করিলে, তুমিও সেই আদর্শে সুশীল ও গুণবান্ ও মান্যমান্ হইবে। পূজ্যব্যক্তির প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার আতিশয্য বশতঃ লোকে তাঁহার চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা বা সম্মান করেন *।

---

* বীরের সম্মান করিলে বীরত্ব পাইবে, মহত্ত্ব বাড়িলেই বীরত্ব আসিবে। পশুরা আহার্য্য বস্তু লইয়া স্বজাতির মধ্যে বিবাদ করে কিন্তু কোন শত্রু সম্মুখীন হইলে তৎক্ষণাৎ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বীরভাবে আত্মরক্ষা করে। এই প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিটিও আমরা হারাইয়া পলায়নই অভ্যাস করিয়াছি, তাই এত দুর্গতি।

ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এই দৃঢ় ধারণায় তাঁহার স্বরূপানুশীলন এবং গুণকীর্ত্তন ও পূজাদি করিতে থাকিলে, তুমিও তত্তুল্য মহত্বলাভ করিয়া মহাত্মা হইবে। তাঁহার কৃপায় সঙ্গগুণে তোমাতে তাঁহার ঐশীশক্তি সকল স্ফুরণ হইবে এবং তখন তোমার আত্মজ্ঞান লাভ হইবে। "পরমার্থস্তু তজ্জ্ঞেয়ং যদ্‌যোগেনাত্ম দর্শনং।" যোগমার্গ দ্বারা আত্মদর্শনটিই হইল মানবের পরমার্থ। তুমিই যে তিনি এই আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান জন্মিলেই তোমার সব্ জানা হইল, সকল কামনা পূর্ণ হইল এবং পশুত্ব ঘুচিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হইল। (মনুষ্যত্ব পাইলেই দুর্দ্দশার কারণ বুঝিয়া তাহা মোচনের স্পৃহা ও ক্ষমতা জাগিবে) সেই যোগপথের এবং সর্ব্ববিষয়ক আত্মোন্নতির জন্য প্রথম সোপান হইতেছে, সদাচার ও সন্ধ্যা পূজাদি কার্য্য।

তুমি এরূপ ভাবিও না যে, ঈশ্বর হইতেছেন "মহতো মহীয়ান" অর্থাৎ মহামহিমান্বিত এবং তুমি হইতেছ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সুতরাং তুমি অত বড় ঈশ্বরের পূজা কি করিয়া করিবে, সেজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" যে যাহা ভাবে তাহার তাহাই সিদ্ধি হয়, যেমন তৈলপায়িকা কীট কাঁচপোকার ভয়ে তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে তাহার মত রূপ ধারণ করে। সেইরূপ তুমিও সেই মহান্ ঈশ্বরকে ভাবিতে থাকিলে, ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া তোমার অন্তর তাঁহার মহদ্‌ভাবে যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে, ততই তোমার অহংভাব

বীরেরা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতাকেও বীরভাবে দেখেন, তাই দুর্গা বা বিষ্ণু চরিত্রে বহু বীরত্বের কথা ও বীরভাব আঁকা থাকে।

আমার আমিত্বভাব সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে, তখন তুমি ক্রমে মহৎ হইয়াই যাইবে এবং সেই মহেশ্বরের পূজার অধিকারীও হইবে এবং তোমার প্রাণে আত্মনির্ভরতার শক্তিও জাগিবে।

ভগবান্ আশ্বাসও দিয়াছেন, "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৯।৩০ গী। অতি সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি ঐকান্তিক ভক্তিভাবে আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে ক্রমশঃ সে (আমার কৃপায়) সাধু বলিয়াই গণ্য ও মান্য হইবে, এবং সেই ব্যক্তিই উত্তম বুদ্ধি সম্পন্ন, ইহাই আমার মত। সেজন্য প্রিয় ভক্তই ভগবান্ স্বরূপ।

যদি মনে কর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাকে আমি আবার কি ভাবে কোন্ দ্রব্য দিয়াই বা পূজা করিব, ইহা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই, যেহেতু গীতা মুখে ভগবান্ বড়ই আশ্বাস দিয়াছেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃত-মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

অন্য কিছু সংগ্রহ না হইয়া উঠে, তুলস্যাদি পত্র বা পুষ্প ফল জল যে কিছু বস্তু পাওয়া যায়, তাহাই সরলপ্রাণে অকপট হৃদয়ে যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তির সহিত প্রদান করে, ভক্তি-মিশ্রিত সেই বস্তু যত অকিঞ্চিৎকরই হউক না কেন তাহা আমি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। ভগবান্ বস্তু প্রয়াসী নহেন, কারণ সকল বস্তুইত তাঁহার সৃষ্ট সুতরাং তিনি দাতার ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন *। ভগবানকে কিছু দেওয়া চাই, না দিলে না চাহিলে তিনি তোমায় তেমন দিতে পারেন না।

* তৃতীয় ভাগে পরলোক ও শ্রাদ্ধতত্ত্ব প্রবন্ধ দেখ।

দাতা গৃহীতা উভয়ের যত্ন ও প্রসন্নভাব না থাকিলে, দানলীলা স্ফূরণও হয় না, পূজায়ও এই আদান প্রদানেরই ভাব, তাই ফল পুষ্প নৈবেদ্যাদি দিতে হয়। যাহা আপনার প্রিয় সেই সকল দ্রব্য ভালোবাসার লোককে দিলে ভক্তিশ্রদ্ধার অভিব্যক্তি হয়, সেজন্য কায়িক কার্য্য অর্থাৎ স্বহস্তে দ্রব্যাদি দান ও প্রণামাদি এবং মানসিক ভক্তিশ্রদ্ধা ও বাচিক স্তবাদি পাঠ বা গুণ-কীর্ত্তনাদি কার্য্যই পূজার বিশেষ অঙ্গ।

পূজার প্রকার ভেদ। মানুষ যখন রোগ শোকাদি নানা-প্রকার দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে, পুরুষকার দ্বারা দুঃখ মোচনের উপায় সকল তাহার যখন ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন সে কাতর-প্রাণে অসাধারণ শক্তিশালী পরমেশ্বরেরই শরণাপন্ন এবং তাঁহারই কৃপাপ্রার্থী হইয়া, তাঁহারই পূজাদি করিতে বাধ্য হয় ও করে, সেজন্য মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, শ্রীশ্রীকালী ও শ্রীশ্রীশীতলা প্রভৃতি দেবতার পূজা এদেশে প্রচলিত আছে।

ইহা ব্যতীত সুখে সচ্ছন্দে সংসারভোগ বা আত্মমঙ্গলের জন্য কিম্বা পারত্রিক স্বর্গাদি ভোগ কামনায়ও লোকে ঈশ্বরের পূজা করে, এই সকল পূজাই কাম্যপূজা।

এই সকল কাম্যপূজায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং তাঁহার অপরি-সীম দয়া ও শক্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং ইহাও ভাবিতে হইবে যে আমরা তাঁহারই সন্তান সাধারণ ভিখারীর মত আমরা পর নহি, আমাদিগের প্রার্থনা (বা আব্দার) মায়ের ন্যায় তিনি নিশ্চয় শুনিবেন এবং পূরণও করি-বেন, ঈশ্বরকে এইরূপ নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতে

থাকিলে সকামপূজা নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। শাস্ত্রকারগণ আধিদৈবিক আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য পরমেশ্বরেরই শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরা এখন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও হেয় এবং উৎপীড়িত হইতেছি, রাজরাজেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত আমাদের অন্য আর উপায় কি? তাঁহার কৃপা না হইলে পুরুষকার জাগিবে না, তাঁহার কৃপা হইলে অসম্ভব ও সম্ভব হইয়া থাকে, অসাধ্য ও সুসাধ্য হইতে বিলম্ব হয় না, সর্ব্ব-কামনা পূর্ণ ও সর্ব্বদুঃখ মোচনের উপায় তিনি নিশ্চয়ই করেন *।

* আমরা বলি দেশোন্নতির ভিত্তি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কর, ধর্ম্মাচার যাহার যাহা তাহাই থাকুক। ভগবান্ রামচন্দ্র রাক্ষস বানর ও চাণ্ডালের সহিত মিতালি করিয়া প্রেমে বাঁধিয়াই তাহাদিগকে কোল দিয়াছিলেন কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্য তিনিই শূদ্র তপস্বীর মুণ্ডচ্ছেদও করিয়াছিলেন। তিনি সীতার বনবাসে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, ত্যাগ ও প্রেমে এবং বীরত্বে তাঁহার চীরপ্রসিদ্ধ "রামরাজত্ব" হইয়া ছিল। তিনি রাক্ষস বা বানরবন্ধুর বাটীতে পান ভোজন করিতে যান নাই কিম্বা পুত্রের বিবাহও দেন নাই। অর্থ স্বার্থ ত্যাগে বিশ্বাসী হইয়া, প্রেমের মিলনমন্ত্র পড়িলেই লোক মুগ্ধ হইবে, তখন আমাদের যশ মান একতা স্বরাজ সহজেই মিলিবে। দেশবন্ধুর শেষ-জীবনে যথার্থ ত্যাগ এবং হরিপ্রেমের সহিত দেশ প্রেমের গন্ধ পাইয়াই দেশের লোক মাতিয়াছিল।

তুমি নিজ কর্ম্মফলে যে অবস্থায় যত কষ্টেই থাক, তোমার প্রতি ভগবানের দয়ার বা দৃষ্টির বিন্দুমাত্র কৃপণতা নাই জানিবে, তুমি না চাহিলেও তিনি জল বাতাস আলো প্রভৃতি দিতেছেন এবং অন্য বহু বস্তু ও তোমাকে তিনি দিতে ভুলেন না। এস্থলে কাতরে চাহিলে যে অধিক পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। তোমাকে পাপ তাপ হইতে মোচন করিবেন বলিয়াই তিনি তোমাকে অল্প বিস্তর কষ্ট দিতেছেন, এ বিশ্বাসটিও সর্ব্বদা মনে রাখিবে। যেমন মাতা পিতা সন্তানকে যতই শাসন করুন, তাহা তাহার হিতার্থেই করেন এবং শেষে কোলে তুলিয়া লয়েন উহাও সেইরূপ বুঝিবে। হিতার্থী বলিয়া বিশ্বাস ও ভালোবাসা থাকিলে, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং ঈশ্বরের প্রতিও তোমার কখন অশ্রদ্ধা বা অভক্তির ভাব মনে আসিবে না। (আমাদের মনে হয় আমরা কষ্ট ও অবনতির শেষ সীমায় পৌছিয়াছি সুতরং ভগবানকে সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিলে শীঘ্রই উন্নতির পথ পাইব, "এসি দিন নাহি রহেগা")।

নিষ্কাম পূজা। আমার কিছুই ভোগ-বিলাসের প্রয়োজন নাই, কারণ সকলই অনিত্য ও অসার, আমার যাহা কিছু সবই তোমার, তুমিই সেই সার স্বরূপ আত্মবস্তু, তোমাকে পাইলেই আমার সব পাওয়া হইবে, তোমা ছাড়া আমার কি আছে (তুমিইত আমি)। আমার যাহা কিছু করিতে হয় তুমিই করিবে, কারণ কোনটি ভালো বা মন্দ আমি তাহা কিছুই বুঝি না। তুমি মহামহিমান্বিত পরমেশ্বর তোমার প্রীতি মাত্রই আমার কামনা। এই প্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়া কামনা রহিত বা বিষ্ণুপ্রীতি কামনায় যে বাহ্যপূজা তাহাই নিষ্কাম পূজা। এই

প্রকার নিষ্কাম বা সকামভাবে মনে মনে ভগবানকে পাদ্যাদি উপচার দানদ্বারা যে পূজা কিম্বা ধ্যান ধারণা বা যোগ সমাধি দ্বারা যে ভগবচ্চিন্তা তাহাকে মানসিক পূজা বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম প্রেমের পূজায় ঈশ্বর বড়ই প্রীত হইয়া থাকেন, কারণ কিছু পাইবার আশায় ভালোবাসা একরূপ ব্যবসায় বিশেষ। (মৎ প্রণীত পদ্যানুবাদাদি সহ রেবাখণ্ডীয় মূল সত্যনারায়ণের কথাদির শেষে নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবন্ধ দেখ)।

ঈশ্বরের জন্য বা দেশের কিম্বা দশের জন্য নিষ্কামভাবে ত্যাগী হইতে পারিলে, চিত্ত উৎফুল্ল হওয়ায় জীব উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে, তখন ধন মান দেহ প্রাণ সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহার ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। সকলের আত্মার মুক্তির জন্য মহাত্মা গয়াসুর এবং বুদ্ধ ও চৈতন্য এবং কোন কোন মহাপ্রাণ মানব (উন্মত্তপ্রায় হইয়া) সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন।

অপর কথা। ঈশ্বর আমাদিগকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং তাহার ভোগ্যবস্তুও দিয়াছেন এবং আমাদিগের ভোগের জন্যই তাঁহার এই জগৎ গৃহখানি সাজাইয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগের জীবনও দিয়াছেন, সেই জন্যই আমরা জগতে যত কিছু সুখ সম্পদ সচ্ছন্দে ভোগ করিতেছি। এই সকল কারণে আমরা তাঁহার নিকট সদা সর্ব্বদা উপকৃতও হইতেছি। অতএব আমরা যদি সেই জীবনাদি সর্ব্বস্বদাতা পরমোপকারী ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে তাঁহাকে বড়ই অবজ্ঞা করা হয়, তাহাতে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য্য। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ ঈশ্বর এবং তাঁহার শাস্ত্র বাক্যের প্রতি অমান্য করা অতএব ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা

প্রকাশের জন্যও নিষ্কাম এবং প্রণতভাবে তাঁহার পূজা ও স্তুতি নতি করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যে কর্ম্ম তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম বটে কিন্তু কেহ কেহ বলেন বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরের কিছু প্রীতি অপ্রীতি নাই, ঈশ্বরের প্রতি তোমার প্রীতি বা প্রেম হউক ইহাই প্রার্থনীয় হওয়া উচিত অর্থাৎ নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর কামিনী কাঞ্চনাদিতে তোমার যে স্বাভাবিক প্রীতি বা আশক্তি রহিয়াছে, সেই প্রীতি বা ভালোবাসাটি যেন সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুতে সমর্পিত হয়, এই আশায় যে পূজাদি সেইটিই উত্তম নিষ্কাম পূজা।

এইরূপ উদার প্রেমভাবের পূজায় পূজকের বড়ই আত্মতৃপ্তি জন্মে, কারণ আমার দেবতা আমার আত্মারই প্রতিমূর্ত্তি, সুতরাং সেই আত্ম-দেবতার প্রীতিতেই যে আমার প্রীতি জন্মে এটি স্বাভাবিক। ভগবান্ গীতাও বলিয়াছেন, যে কোন দেবতার যে কোন প্রকার সাত্ত্বিকাদিভাবে পূজা করিলেই আত্মারূপী মহেশ্বর আমারই পূজা করা হয়।

পূজাদি তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা না করিলে পাপ হয় এবং করিলে পুণ্য হয়, তাহা নিত্য; যেমন সন্ধ্যাদি। তিথ্যাদি নিমিত্ত বিশেষে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা নৈমিত্তিক, যেমন গ্রহণশ্রাদ্ধাদি। গ্রহাদি উপসর্গ বা বিপদাদি শান্তির জন্য কিম্বা স্বর্গাদি ফল লাভের আশায় অনুষ্ঠিত যে কার্য্য তাহা কাম্য, যেমন স্বস্ত্যয়ন বা ব্রতাদি, এসম্বন্ধে পূর্ব্বেও বলিয়াছি। (২য় ভাগ ৯৩ পৃষ্ঠা দেখ)।

এই সকল প্রকার কর্ম্মই সংসারী লোকের ঐহিক ও পার-ত্রিকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঐ সকলের অনুষ্ঠান না

করাতেই দেশ আধি ব্যাধি ও দুঃখ শোকে পরিপূর্ণ হইতেছে। যে ঋতুতে যে সময়ে আত্মার যাহা সুখকর বোধ হয়, আত্মা যে ভাবে ভাবিত হন, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় প্রাণের দেবতাকে সেই সময়ে সেইভাবে পূজাদি করিলে দেশের ও নিজের মঙ্গল হয়, যেমন গ্রীষ্মে জলধারা ও ফলমূলাদি দান, বসন্তে ফল্গূৎসব ইত্যাদি ইহাকে আত্মবৎ সেবা বলে। এজন্য দেশ কাল পাত্র উপলব্ধি করিয়া, দেশের ও দশের উপকারার্থ পূর্ব্বাচার্য্যগণ নানা পর্ব্ব উপলক্ষে নানাবিধ পূজা পার্ব্বণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (সাকার নিরাকার পূজার বিস্তারিত প্রবন্ধ ষষ্ঠভাগে দেখ)।

পূজায় অনধিকারী। যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, যাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে ঈশ্বরকে দেখিতেছেন, তাঁহাদের আর বাহ্য পূজার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা অন্তরে এবং বাহিরে ভগবানকে দেখিতে পান না বা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে দেখেন না কিম্বা দেখিতে চেষ্টা করেন না, সেই পশুতুল্য নরপশুরও পূজার প্রয়োজন নাই *। অতএব যাঁহারা প্রকৃত মানুষ তাঁহারা ঈশ্বরের পূজা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ঈশ্বর প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইয়া, প্রকৃতির সহযোগে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সৃষ্টি করিয়াও অতৃপ্ত ছিলেন, কারণ তাহাদের মধ্যে তাঁহাকে জানিবার কেহই ছিল না। মনুষ্য সৃষ্টি করিবার পরে, সুচারুরূপে

---

* অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥　পঞ্চরাত্রঃ।

তাঁহার লীলা চলিল এবং তিনিও পরিতৃপ্ত হইলেন, যেহেতু তাঁহাকে জানিবার লোক হইল, সুতরাং যে মানুষ হইয়াও তাঁহাকে জানিবে না এবং মানিবে না, পশুতুল্য সে মানুষকে তিনি যে গাছ পাথরে পরিণত করিবেন এ বিষয়ে সন্দেহ কি?

অপর, যিনি যোগী তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূজক, তাঁহার বাহ্যপূজায় অধিকার বা প্রয়োজনই নাই, তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুনঃ।" কিন্তু এই যোগ ভোগীর নহে, যোগ ভোগ একত্র হয় না কিম্বা বড় কঠিন। "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" চিত্তবৃত্তির যে নিরোধ তাহার নাম যোগ, কথাটি সংক্ষেপ কিন্তু কার্য্যে বড়ই দুরূহ। মহাত্মা পরমহংস দেব বলিয়াছেন, যোগ ভাল বটে কিন্তু "দৈয়ের হাঁড়িতে পোলোয়ার পাক চড়াইতে নাই, কারণ হাঁড়ি ফাঁসিয়া যায়।" সুতরাং যে পর্য্যন্ত জিহ্বা এবং উপস্থাদি সংযত না করিতে পারিবে, তাবৎকাল গার্হস্থ বিধিবিধানে থাকিয়া সন্ধ্যা পূজা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা বিশেষ প্রয়োজন। সংসার ত্যাগী হইয়া বাণপ্রস্থাশ্রমে যাইয়া পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণও যোগাভ্যাস করিতেন। "যোগেনান্তে তনুত্যজাং।" (রঘুঃ)

এক্ষণে দেশ কাল পাত্রের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে যোগাভ্যাস বড়ই কঠিন, সেজন্য কলিতে ব্রহ্মচারী দ্বিজ ব্যতীত পতিত বা শূদ্র কিম্বা শূদ্রাচার পরায়ণ ব্যক্তির সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ "দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং" ইত্যাদি বচনে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যও নিষেধ হইয়াছে। বিশুদ্ধ ঘৃতের অভাবে এক্ষণে হবিষ্যই অসিদ্ধিঃ।

যদি কোন গৃহস্থ যোগী হইতে কিম্বা তদনুরূপ আত্মোন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি "লঘ্বাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ" অর্থাৎ

সাত্ত্বিক হবিষ্যান্ন ও ফল মূলাদি ভোজী হইবেন এবং পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত স্বকীয় স্ত্রীতে প্রতি ঋতুতে একদিন মাত্র অভিগমন করিবেন। "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ যাবৎ পুত্রো ন জায়তে।" "সকৃৎসকৃদৃতাবৃতৌ।" দীর্ঘকাল এইরূপ অভ্যাসের পর যোগ পথের চেষ্টা করিবেন। নারীগণও ঐ ভাবেই আত্মোন্নতি করিতে পারেন। ডানা থাকিলে পক্ষিগতিতে (যোগমার্গে) বৃক্ষের ফলপ্রাপ্তির ন্যায় শীঘ্র ফল লাভ করা যায় কিন্তু ডানা বা ক্ষমতা না থাকিলে, ক্ষুদ্রপিপীলিকার ন্যায় মৃদুগতিতেই ফল প্রাপ্তির আশা করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে অনেক অনধিকারী নিজের ক্ষমতার বিষয় না ভাবিয়া, কপটাচারী ও আত্মবঞ্চক হইয়াছেন। ইহার কারণ প্রধানতঃ মদ বা অহঙ্কার এবং আলস্য। এই সকল লোক যদি দেশোন্নতির কার্য্যে বক্তৃতাদি দ্বারাও যোগ দিতেন, তাহা হইলে ভগবান্ অধিক তুষ্ট হইতেন। আমি হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি মঠ অন্বেষণ করিয়াও প্রকৃত যোগী বা বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত প্রায় দেখিতে পাইলাম না, দেখিলাম অধিকাংশই ভোজনানন্দের দল, তাঁহারা উভয় ভ্রষ্ট ব্যতীত কি বলিব, কোন কোন আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা নাই কিন্তু রোগ পরিচর্য্যা প্রভৃতি পরোপকারের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাঁহাদের ভজন সাধন এবং বিদ্যাচর্চ্চাও প্রয়োজন নহে কি? "মঠশ্ছাত্রাদি নিলয়ঃ" একথায় মঠ বিদ্যামন্দিরকেইত বুঝায়। ঐরূপ গৈরিকধারী সন্ন্যাসী নামক আলস্যপরায়ণ ভবঘুরে বেকার লোকদিগের জন্য "ধর্ম্মশালা বা মঠ স্থাপন" আলস্যের প্রশ্রয় এবং অর্থের অপব্যয় দাঁড়াইয়াছে, "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ যে ব্যক্তি কায়িক সংযম দেখাইয়া, মানস দ্বারা কামাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ভোগ করে, সেই ব্যক্তি কপটী সুতরাং পাপী। ৩।৬ গীঃ। অতএব লোক নির্ব্বাচন করিয়া আশ্রয় দেওয়া উচিত।

আজকাল অনেক অনধিকারী নানা জাতীয় গৃহস্থ হটযোগকেই রাজযোগ মনে করিয়া, নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাঁহারা ও উভয় ভ্রষ্ট হয়েন বলিয়া মনে হয় এবং শেষে প্রায় উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন।

দ্বাপরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রম ও অধিকারীভেদে নানা প্রকার কর্ম্মের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কলিতে সেইরূপ যুগাবতার সর্ব্বত্যাগী মহাপ্রভু সর্ব্ববর্ণের সকলের জন্য সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে মথিত ভক্তিরূপ অমৃতমাখা নাম-কীর্ত্তনের প্রধান্য দেখাইয়া, রাধাভাবে ভক্তের আচরণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি কীর্ত্তনামোদ-প্রেমসূত্রেই সকলের সহিত একতা বন্ধন করিয়াছিলেন, ভিন্ন জাতির সহিত বিবাহবন্ধন বা শূদ্রস্পৃষ্টান্নও ভক্ষণ করেন নাই, সন্ন্যাসাশ্রমোচিত আতিথ্য ও ভিক্ষাগ্রহণই করিয়াছিলেন, বর্ণাশ্রমের ব্যতিক্রম করেন নাই। পূজ্যপাদ হরিদাস স্বামীকে আলিঙ্গন করায় স্বামীজী কুণ্ঠিতভাবে কতই বলিয়াছিলেন *। তখনকার কেহই হাম বড় দেখাইত না।

---

* জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হরিদাস স্বামী শ্রোত্রিয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সন্তান শিশু অবস্থায় যবনহস্তে পড়িয়া, যবনের প্রতিপাল্য হইয়া-ছিলেন, বুড়ন পরগণার অন্তর্গত বর্ত্তমান হালখী বা হিলখী পরগণার অধীন সোণাই নদীতীরে কেড়াগাছি গ্রামে তাঁহার

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেহ কেহ অবতার স্বীকার করেন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ যেমন গীতায় "মদ্যাজি মাং নমস্কুরু" ইত্যাদি বহু-ভাবে আপনাকেই ঈশ্বর বলিয়াছেন, তিনি সেরূপ স্পষ্ট বা বারম্বার আপনাকে ঈশ্বর বলেন নাই, বরং হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়াই কাঁদিয়াছেন, ইহার উত্তরে আমাদের মনে হয়, যে সময় দেশে পঞ্চমকারের অপব্যবহারে কাপালিক প্রভৃতি তান্ত্রিক সম্প্র-দায় দ্বারা এবং নাস্তিক প্রায় দার্শনিক সম্প্রদায় দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি হইতেছিল, ঠিক সেই. সময়েই ধর্ম্মের সারবস্তু স্বরূপ ভক্তিশিক্ষা দিবার জন্য ভক্তরূপে তাঁহার আবির্ভাব হয়। ভক্ত এবং ভক্তির পাত্র ঈশ্বর, দুইটি পৃথক্ না থাকিলে, ভক্তিপ্রদর্শন কি প্রকারে হইতে পারে, সেজন্যই আমরা তাঁহাকে ভক্তাবতার বলি। শ্রীমদ্ভাগবতেও মহাপ্রভুকে অবতার বলিয়াছেন, একথা সে সময়ের মহাপণ্ডিতগণ প্রমাণও করিয়াছেন। বুদ্ধদেবও নিজেকে স্পষ্ট অবতার বলেন নাই, অথচ তাঁহাকেও দশাবতার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে, বৌদ্ধেরা তাঁহাকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে পূজাও করেন।

যাহা হউক বৈষ্ণব সম্প্রদায় মহাপ্রভুতে একাধারে ভক্তত্ব ও ঈশ্বরত্ব জানিয়াও "একমেবাদ্বিতীয়ং" না বলিয়া, যখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পৃথক্ পূজা করেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তিভেদ দ্বারা পার্থক্য তাঁহারা নিজেই স্বীকার করিতেছেন সুতরাং অন্য সম্প্রদায়দিগের সন্দেহ বা বিবাদের

জন্মস্থান। ঐ গ্রামের শ্রীমান্ গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভায়া মহাশয় ঐ জন্মস্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, অধম আমারও জন্ম-স্থান ঐ গ্রামে। উহা এক্ষণে জেলা খুলনা, সাতক্ষীরার অধীন।

প্রয়োজন কি? বুঝিতে পারি না। আমরা বলি, মহাপ্রভু পূর্ণ অংশ বা ভক্ত যাহাই হউন, শিশুবোধ পাঠক শিশু হইয়া, বিদ্যাসাগরের বিদ্যার মাপ করিতে যাওয়ার ন্যায় ঐ আন্দোলন আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা নহে কি? যিনি আমাদের ভাষা ভাষী এবং নিতান্ত আপনার জন হইয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় এই আচাণ্ডাল ব্রাহ্মণপাষণ্ডেরদল উদ্ধার হইয়াছিল, যাঁহার ভক্ত কবির ভক্তিমাখা প্রাণজুড়ান কীর্ত্তনসঙ্গীত বঙ্গের ও বঙ্গভাষার গৌরব জনক চীর নিজস্ব সম্পত্তি, সেই অলৌকিক শক্তিশালী আদর্শ পুরুষকে অকপট হৃদয়ে সকলে পূজা ও প্রণাম কর।

প্রবাদ আছে, কোন সময়ে মহাপ্রভু কামিনী কাঞ্চন ত্যাগীকেই দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দ ঠাকুর সকলকে সে কথা বলায় প্রায় কেহই তাহাতে সম্মত হয় নাই, তাহা শুনিয়া দয়ার অবতার ঠাকুর বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি যে ভাবে যে আশ্রমে থাকুক সেই ভাবেই যেন হরি নাম করে, আজ্ঞা পাইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রচার করিলেন, "মাগুর মাছের ঝোল, ঘর যুবতীর কোল। বোল হরি বোল।" অর্থাৎ দম্পতীর ভাবে ঘরে থাকিয়া, ভোগ বাসনা মধ্যে মাছ ভাত খাইয়াও হরি নাম কর। ইহা শুনিয়া দলে দলে ভক্ত আসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অতএব পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং দেশের অবস্থা বুঝিয়া বর্ণাশ্রম ও সদাচার ঠিক রাখিয়া যে পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আমরাও এক্ষণে তাহাই উত্তম পন্থা বলিয়া মনে করি। বিধর্ম্মীর নির্দ্দিষ্ট অনাচারের পথ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময় উহা বিপথ। এ সকল কথা অধিকারী ভেদ তত্ত্বেও আলোচনা হইয়াছে।

শিবলিঙ্গ ও শ্যাম শ্যামাতত্ত্ব।

চেতনা বা শক্তিহীন বলিয়াই মৃত মানবকেও লোকে শব বলে, সেইরূপ 'শব' শব্দে (মৃতবৎ) স্পন্দনাক্ষম জড়রূপ বা মায়াতীত নির্গুণ ব্রহ্মকেও বুঝায়, 'ইকার' রূপ শক্তি বা মায়াকে (স্বেচ্ছায়) আশ্রয় করিলেই ব্রহ্ম সগুণ শিব পদ বাচ্য হইয়া থাকেন, সুতরাং তখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা হয়েন *। মহাপ্রলয়ে যাঁহাতে সকলে শয়ন বা বীজভাবে অবস্থান করেন এই অর্থেও শিবকে বুঝায়। শিব শব্দে মঙ্গল এবং যাঁহা হইতে মঙ্গল হয় তাঁহাকেও শিব বা শঙ্কর বলে। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽমরঃ শিবঃ"। এই শ্রুতিবাক্যে শিবই ব্রহ্ম বা মহেশ্বর বুঝায়। নিম্নোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায়, যে যিনি পাণি পাদ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় বিহীন, নাম রূপ বর্জ্জিত এবং বাক্য মনের অগোচর, অথচ দেখিতে শুনিতে চলিতে বলিতে পারেন,

* শিবার্চ্চন দীপিকা ধৃত বচনাংশ।

নির্গুণং যৎপরং ব্রহ্ম শরীরাদি বিবর্জ্জিতং।
সাকারং যত্তুবেদ্দেবি কেবলং বোধহেতবে॥
একমেব পরং ব্রহ্ম জ্যোতিরূপং নিরঞ্জনং।
সাকারং যদি জায়েত স্বেচ্ছয়াপি তদাপ্রিয়ে॥
আসীদিদং তমো মাত্র-মাত্মা-ভিন্নং জগৎপুরা।

অপাণি পাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
ন ভূমিরাপো ন চ বহ্নিরস্তি নচানিলো মেঽস্তি ন মে নভশ্চ।
ব্যাপ্নোষি সর্ব্বা বিদিশোদিশশ্চ ত্বং বিশ্বমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
ইত্যাদি শাস্ত্র প্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম শিব এবেতি নিশ্চয়ঃ॥

এমন যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বিশেষ তিনিই শিব বা আত্মা।

সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকারময় জগতে এই তেজোময় আত্মা ভিন্ন কিছুই ছিল না। গায়ত্রী মধ্যে যে ভর্গাখ্য সূর্য্য তেজ বলা হইয়াছে, তাহাও এই তেজোময় ব্রহ্মপদার্থ। এই আত্মা মায়াবরণ বিশিষ্ট হইলেই জীব সুতরাং যিনি জীব তিনিই শিব। সাধকেরা এই আত্মাকেই সূর্য্যাদির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপেও উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

"জীবাত্মানং দীপ কলিকাকারং বিভাব্য" (ভূতশুদ্ধিঃ)

সেই জ্যোতির্ম্ময় জীবাত্মাকে দীপ কলিকাকার ভাবনা করিবে। 'সূক্ষ্মং জ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং প্রদীপ কলিকোপমং'। (কবচ) সূক্ষ্ম এবং জ্যোতির্ম্ময় যে লিঙ্গ যাহা প্রদীপ কলিকার ন্যায় *। কলিকা শব্দে পুষ্পাদির অপ্রস্ফুটিত অবস্থা (কুড়ি) যেমন চম্পক কলিকা। "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং" বিরাট পুরুষ হইলেও সেই আত্মা হৃদয়মধ্যে সূক্ষ্মরূপে দশাঙ্গুল স্থান ব্যাপিয়াও অবস্থান করিতেছেন। সেই আত্মারূপী ঈশ্বরই সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপ যে আত্মার রূপ তাহার লিঙ্গ বা চিহ্ন যাহা তাহা প্রদীপ কলিকাকার,

* প্রদীপ কলিকার নিম্নে যে নীলবর্ণ জ্যোতি দেখা যায়, উহাই যেন শক্তির ঈষৎ বিকশিত রূপ মনে হয়।

আমাদের ন্যায় দেহাত্মবাদী হইয়াও নিরাকার উপাসকেরা শিববৎ ব্রহ্মজ্যোতি ব্যতীত মুদ্রিত চক্ষে অন্ধকারে কি দেখেন

সুতরাং সেই তেজোময় যে আত্মবস্তু তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার প্রচলিত শিবলিঙ্গাকারে পরিণত বা কল্পিত হইয়াছেন।

লিঙ্গং চিহ্নস্তু শেফসি। (অমরঃ) লিঙ্গ শব্দে চিহ্ন এবং জননেন্দ্রিয়কে বুঝায়। লিঙ্গং শিবস্য মূর্ত্তি বিশেষঃ। (মেদিনী) শিবলিঙ্গং শিব এব নতু শিবস্য শিশ্নঃ।

শিবলিঙ্গ শব্দে শিবই বুঝাইবে, শিবের জননেন্দ্রিয় নহে।

"লীয়তে হি শিবাদন্যমশেষমশিবং শিবে। অতো লিঙ্গং দ্বিজশ্রেষ্ঠ অবিনাশি হরঃ স্বয়ং॥" (শিব পুঃ)।

যাঁহাতে মঙ্গল ভিন্ন সকল অমঙ্গলই লয় বা লীন হয় তিনিই লিঙ্গ এবং তিনিই স্বয়ং অবিনাশি হর।

এই লিঙ্গাকার আত্মজ্যোতির রূপ গুণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—"যথা দীপ নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।" "নির্ধূমঞ্চ তথা জ্যোতিঃ (গাঃ কবচ) পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গাকার জ্যোতিটি কেমন, যেমন নির্বাত স্থানে অবস্থিত অকম্পিত এবং ধূম রহিত দীপ কলিকা তাহার ন্যায় ইহার উপমা।

"সূর্য্যকোটি প্রতিকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং।"

যে আত্মার প্রতিভা কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায়

জানি না। যিনি নিরাকার বা অরূপ সেই অরূপের যে কোন প্রকার জ্যোতির্ম্ময়াদি রূপ দেখিলেইত তোমাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখা হইল এবং যে কোন মহৎ ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি বা চিত্র দেখিয়া যখন তোমরা ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাক তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের মূর্ত্তি বা চিত্রকে ভক্তিশ্রদ্ধা বা পূজা না করিবে কেন? অকারণ মূর্ত্তি লইয়া বিবাদ কর কেন?

সাধকের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; অথচ তাহা কোটি চন্দ্রতুল্য সুশীতল এবং অমৃতময় হেতু অতি প্রসাদজনক। যেরূপ দেখিলে জগতের যাবতীয় বস্তুর রূপ অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়। (মৎ প্রণীত চণ্ডীর দেবীসূক্ত ব্যাখ্যায় বিস্তারিত দেখ)।

"শক্ত্যালিঙ্গিত বিগ্রহঃ" এই যে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপী বিগ্রহ * ইহা শক্তি বা প্রকৃতি দ্বারা আলিঙ্গিত অর্থাৎ ক্রোড়ীকৃত বা পরিবেষ্টিত। "আধারাধেয় সম্বন্ধং স জ্যোতিঃ পরমাক্ষবং" সেই যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপ তাহা পরম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম বা উৎকৃষ্ট ও অক্ষর—ক্ষয় রহিত এবং শক্তির (নিজ মায়ার) সহিত আধার ও আধেয় সম্বন্ধ অর্থাৎ শক্তি আধার এবং ব্রহ্ম হইতেছেন আধেয়বস্তু।

চিৎঘণমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণও ঐপ্রকার শিবশক্তির ন্যায় হ্লাদিনী শক্তিরূপা রাধিকা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত দেহ অর্থাৎ যুগলমূর্ত্তিতে তিনিও বিরাজিত।

যোনিরুৎপত্তিরুদ্ভবঃ (অমরঃ)।

যোনি শব্দে উৎপত্তি স্থান এবং উদ্ভব অর্থাৎ জন্মকে বুঝায়।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

---

* এই শিবই জ্যোতির্ম্ময় আত্মার একপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপে বৈদিকযুগে প্রথমে স্থির হয়, এজন্য হরিদ্বার হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও বহু শিবমন্দির দেখা যায়। পরে শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদুর্গা প্রভৃতির প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি সম্ভূত (উৎপন্ন) হয়, মহৎ প্রকৃতিই সেই মূর্ত্তি সমুদয়ের যোনি (মাতৃস্থানীয়া) এবং আমি সেই যোনিতে (প্রকৃতিতে) বীজ প্রদানকারী পিতার স্বরূপ। গীতা ১৪ অঃ ৪।

এখানে যোনি শব্দে প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে *।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

আমি ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই আত্ম-মায়ায় আপনিই জন্মগ্রহণও করিয়া থাকি। (সুতরাং এই প্রকৃতিই সকলের এবং ব্রহ্মের ও মা) ৪র্থ ৬ গী।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। ১৩।১৯ গীঃ।

এই প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই অনাদি অর্থাৎ উভয়েই আদি অন্ত রহিত সেই পরম ব্রহ্মবস্তু।

অহঞ্চ জগদাধারঃ মমাধার-স্ত্বমেব হি। ত্বং সমা প্রকৃতি-র্নাস্তি মৎসমো নাস্তি পুরুষঃ। তব যোনিং সমাসাদ্য সর্ব্বমেব করোম্যহং॥

জগতের আধার আমি কিন্তু আমার আধার তুমি। তোমার সমান প্রকৃতি আর নাই এবং আমার ন্যায় পুরুষও আর নাই, তোমার যোনিকে আশ্রয় করিয়াই আমি সকলকে সৃষ্টি করিতেছি।

"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং লিঙ্গরূপী হ্যহং প্রিয়ে।" এখানে লিঙ্গ শব্দে ব্রহ্ম বা আত্মাকেই বুঝাইতেছে। "আজ্ঞাচক্রে শিবঃ সাক্ষাৎ চিত্তরূপেণ সংস্থিতঃ।" সেই সাক্ষাৎ শিবই আজ্ঞাচক্রে ভ্রূযুগল

* প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে গীতায় বিস্তারিত দেখ।

মধ্যে চিত্ত (মন) রূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। (শিব শতনাম)।

"জগদ্‌যোনি-রযোনিস্তং"।

হে ঈশ্বর তুমি জগতের যোনি অর্থাৎ সকলের উৎপত্তি স্থান কিন্তু তুমি নিজে অযোনি, উদ্ভব বা জন্ম রহিত। এখানে যোনি শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে।

অতএব লিঙ্গ, যোনি, প্রকৃতি, মায়া এবং শক্তি একার্থ বাচক, সাংখ্যের প্রকৃতি বেদান্তের মায়া ইত্যাদি নাম ভেদ মাত্র।

"শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ।"

শক্তি এবং শক্তিমানের ভেদ নাই, যেমন দীপ ও তাহার দাহিকাশক্তির অভেদ। "একমেবাদ্বিতীয়ং" সুতরাং প্রকৃতি পুরুষ বা যোনি লিঙ্গ একই ঈশ্বর।

মহাকবি কালিদাস বন্দনা করিয়াছেন,—বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥

জগতের পিতৃমাতৃ স্বরূপ পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে আমি বন্দনা করি, বাক্যের সহিত অর্থের যেপ্রকার মিলন অর্থাৎ বাক্য ব্যতীত অর্থ যেমন পৃথক থাকে না, তাঁহাদের অর্থাৎ সেই হরপার্ব্বতী বা প্রকৃতি পুরুষের মিলনও সেই প্রকার।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার দেহ হইতে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী প্রভৃতি দেবশক্তি মাতৃগণ আবির্ভূতা হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধান্তে তাঁহারা সেই মহাশক্তিতে মিশিয়াছিলেন, সুতরাং প্রকৃতি পুরুষ একই ব্রহ্ম, দুইজন না হইলে কোন খেলাই সুবিধা হয় না তাই একে দুই।

অপর কথা। জীব প্রবাহ রক্ষার জন্য ঈশ্বর নর নারীর যোনি (স্ত্রী পুং চিহ্ন) ভোগস্পৃহা প্রবৃত্তিকে প্রবল করিয়াছেন, সেজন্য জন্মজন্মান্তরের সংস্কারে জীব (বিশেষতঃ মানব) শৃঙ্গার রসেই মুগ্ধ, এই মোহ অর্থাৎ কাম গর্ব্ব খর্ব্ব না করিতে পারিলে, মানবের তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ বা আত্মোন্নতি হইবার দ্বিতীয় উপায় নাই এবং কামিনীকাঞ্চনের এই মোহাদি না কাটিলে, পুনর্জ্জন্মও নিবৃত্তি হইবে না।

দয়াময় ঋষিগণ মূঢ় মানবদিগকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমার্থের পথে লইয়া যাইবার জন্য সুকৌশল বিবেচনায় কুভাবকে সুভাবে পরিণত করিবার ইচ্ছায় মদনদহনকারী অর্দ্ধনারীশ্বর লিঙ্গরূপী জ্ঞানপ্রদ শিবকে যোনিপীঠের উপর বসাইয়া, (অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তির আসনে তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে বসাইয়া) কাম মোহাচ্ছন্ন মানবকে বুঝাইতেছেন।

মানব মোহত্যাগ কর, ঐ দেখ কামের প্রতি সংক্রুদ্ধ শিবের ধক্ ধক্ ধকরূপে প্রজ্জলিত নেত্রবহ্নি (ব্রহ্মের তেজ) সন্তাপে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইবার ভয়ে সঙ্কুচিত দেহ মদন (রাহুগ্রস্ত শশ-ধরের ন্যায়) থর থর কাঁপিতেছেন, তুমি আর ইতস্তত না করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানকে অবলম্বন পূর্ব্বক শীঘ্র ঐ কামশত্রু শিবের শরণাগত হও; আশ্রিত বৎসল অভয়দাতা শঙ্কর তোমার তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত করিয়া দিবেন। ঐ দেখ তুমি শিবাশ্রিত হইতেছ দেখিয়া, তোমার জন্মজন্মান্তরের চীরশত্রু মনসিজ ক্রমশঃ মলিন হইয়া, তোমারই মনের একপার্শ্বে লুক্কায়িত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে ঐ অনঙ্গ মনেই লয় পায় মাথা তুলিতে না পারে, তুমি সেই চেষ্টা কর (ঐশীভাব জাগিয়া উঠিলে কামভাব দমন বা

লয় পায়)। শিবের আশ্রয় লইলে তোমার মন হইতে কুর সংস্কারটি ছাড়িয়া গিয়া, শীঘ্র সুসংস্কারে পরিণত হইবে।

যাহা হইতে ভগবানের আধার তোমার পবিত্র দেহ পাইয়াছ, ঐ যোনিপীঠও সেই আত্মারূপী শিবের পবিত্র আধার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" ভাবিয়া, ঐ যোনি-পীঠে অবস্থিত স্মরহর শিবকে দেখিয়া, হর হর বোম্ বোম্ শব্দে ঐ সদাশিবের পূজা ও প্রণাম কর, "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয় হরং" বলিয়া একবার শিবের ধ্যান কর, তাহা হইলেই তোমার কামমোহ কাটিয়া চিত্তশুদ্ধি হইয়া যাইবে।

নাম বা রূপ (যোনি লিঙ্গ) ভাবিয়া মনের বিকৃতি না হয়, ঐস্থানে সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখিলে নিশ্চয় ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে এবং ইন্দ্রিয়াতীত পরতত্ত্ব বুঝিবে। নামের ভাষার জন্য ভুল বুঝিওনা, হিন্দী ভাষায় চুলকে বাল বলে সেজন্য কি তোমার মস্তক বা মুখ অপবিত্র কিম্বা অশ্লীল পদার্থ বলিবে।

ঐ দেখ পুষ্পের পুম্ কেশরের রেণু স্ত্রী পুষ্পের গর্ভকেশরে পতিত হইয়া ফল জন্মিতেছে, সেই ফলবীজ ভূযোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া বৃক্ষজগৎ রক্ষা হইতেছে, সুতরাং সমস্তই যোনিলিঙ্গভাবে প্রকৃতি পুরুষেরই খেলা।

শ্যামাতত্ত্ব।

যোনিপীঠরূপ প্রকৃতির উপর যেমন শিবমূর্ত্তি, সেইপ্রকার উহার বিপরীত ভাব শবের হৃদয়ে শ্যামার মূর্ত্তি। সর্ব্বদা সৃষ্টি-প্রসবে রতা বলিয়া, বস্ত্র পরীধানের অবসর না থাকায় এবং ক্ষয়োদয় রহিতা বলিয়া, প্রকৃতিরূপিণী মা আমার দিগম্বরী ও চীর যৌবনা অথচ নিত্যনবীনা। শবরূপ দিগম্বরের সহিত

সৃষ্টিলীলায় সর্ব্বদা উল্লসিত এজন্য তিনি স্মেরাননা। সৃষ্টি-বিরোধী অসুরভাবকে ধ্বংসের ইচ্ছায় তিনি ভৃকুটীকুটিলাননা এবং ষড়্‌রিপুভয়ে সন্ত্রস্ত আশ্রিত ভক্তকে রক্ষার জন্য দয়াময়ী মা আমার সর্ব্বদা অভয় ও বরহস্তা।

সাধক! সর্ব্বদা মনে রাখিও ঐ ব্যক্তাব্যক্ত অনন্ত শক্তি-রূপিণী মা আমার শবরূপ মহাদেব এবং সর্ব্ববিধ ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জড়ের বুকে বা অভ্যন্তরে থাকিয়াই প্রতিনিয়ত নৃত্যামোদভরে জগতের লীলা খেলা চালাইতেছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, জল ও স্থলের মধ্যে মাধ্যাকর্ষিণী প্রভৃতি নানাবিধ শক্তিরূপে এবং বৃক্ষ ও পাষাণাদির মধ্যে এবং তোমার এই শবরূপ দেহমধ্যেও এই মাতৃরূপিণী শক্তিরই খেলা (প্র হিঃ ২৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

শ্যাম-তত্ত্ব।

শ্রীশ্রীহরগৌরীর লীলার ন্যায় মুখ্যরিপু কামের গর্ব্ব খর্ব্ব জন্য হ্লাদিনী শক্তিরূপিণী মূর্ত্তিমতী শ্রীমতী রাধাকে লইয়া, "বীক্ষ রন্তুং মনশ্চক্রে কামগন্ধ বিবর্জ্জিতঃ।" (শ্রীমদ্ভাগবত)। মূর্ত্তিমান বিগ্রহধারী শ্রীশ্রীমদনমোহন শরৎপূর্ণিমা রাত্রির উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিয়া, রমণেচ্ছায় যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া, কামগন্ধবিহীন রাসলীলা অর্থাৎ প্রকৃতিকে লইয়া প্রকৃতের ন্যায় অপ্রাকৃত খেলা করিয়াছিলেন। (৺নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের রাসলীলা ব্যাখ্যা পুস্তক দেখিবেন)।

আত্মেন্দ্রিয় ভোগ ইচ্ছা তাহা বলি কাম।
কৃষ্ণপ্রীতি হেতু বাঞ্ছা প্রেম তার নাম॥

আপনার ইন্দ্রিয়ভোগ চরিতার্থতার জন্য তাহার আনুষঙ্গিক

যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহারই নাম কাম। নিজের কোন কিছু কামনা না থাকিয়া, কেবল ভগবানের প্রীতির জন্যই যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায় তাহার নাম প্রেম। "সকল প্রেমের খনি রাধা ঠাকুরাণী।" অর্থাৎ শ্রীমতীর প্রেমে দাস্য সখ্য সকল ভাব এবং সকল রসই ছিল, তাই শ্রুতি বলেন "রসো বৈ সঃ।"

সেই আত্মাই সর্ব্বরসের আকর বা প্রস্রবণ, তাঁহা হইতেই এই জগৎ নানারসে প্লাবিত ও মধুময় হইতেছে।

সেই ভগবৎ প্রীতিরূপ প্রেম যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক তাহা কোন দোষজনক বা অশ্লীলভাব হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বা চিৎঘণ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম (তিনি পরকায় প্রবেশের ন্যায় স্বেচ্ছায় জীবদেহ ধারণ করেন) সুতরাং তাঁহাতে যে সাধক যে ভাবেই হউক আত্মসমর্পণ করিলেই মুক্ত হইবেন ও হইয়াছেন, তাই কংস, শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুভাবেও তন্ময় হইবামাত্র মুক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বাৎসল্য সৌহৃদ্য এবং পতিভাবে ভাবিত গোপ গোপিনীগণ ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকী সেবা ভক্তি বা পরানুরক্তি দ্বারা যে মুক্ত হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? "ব্রহ্মবস্তু জ্বলদগ্নিবৎ।" অর্থাৎ যেমন প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে বিষ্ঠা চন্দনাদি যাহাই পতিত হয়, তাহাকেই অগ্নি ভস্মে পরিণত করেন, ব্রহ্মাগ্নিও সেই প্রকার। শ্রীমতী গোপিনীগণ প্রকৃতি এবং অন্যান্যেরা ভক্ত ইহা ভক্তিশাস্ত্রে বহুভাবে বুঝাইয়াছেন *। "ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ঈশ্বরের প্রতি উত্তম বা অতিশয় অনুরক্তি বা আশক্তিকেই ভক্তি বলে।

---

* যাঁহারা জহুরী তাঁহারাই হীরা মণি মুক্তাদি চিনেন,

এই প্রকৃতি পুরুষের মূর্ত্তিভেদ লইয়া, শৈব শাক্ত বৈষ্ণবেরা বিবাদ করেন কি জন্য; গুণভেদে রূপ ভেদ হইলেও বস্তুত এক। কেহ বলেন ঠাকুর পাঁঠা খান, কেহ বলেন নিরামিষ খান, আমরা বলি তিনি কিছুই খান না, ভাবইগ্রহণ করেন।

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী শ্লেষভাবে বেশ স্পষ্ট বলিয়াছেন, "হরি হরয়োঃ প্রকৃতিস্তেকা প্রত্যয় ভেদাৎ ভিন্নবস্তাতি।" অর্থাৎ হরি এবং হর একই প্রকৃতি বা ব্রহ্ম, প্রত্যয় অর্থাৎ সাধকের বিশ্বাসভেদ হেতু কেবল ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে হরি এবং হর একই প্রকৃতি, অর্থাৎ উভয়ই হৃ-ধাতু, অণ বা ইণ এই দুইটি প্রত্যয়ের ভেদহেতু দুইটি পৃথক্ পদ মাত্র দেখা যায়। যেমন

আমরা সকলকেই ঝুটা মনে করি। পূজ্যপাদ বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ এবং শ্রীমন্মগপ্রভু স্বয়ং অন্যান্য অবতারকে অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়াছেন, যে গীতার এক একটি শ্লোক শ্রবণেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় সেই সমগ্র গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, তিনি নবম বৎসর বয়সে রাসলীলা করিয়াছিলেন, মথুরায় ষোল হাজার আট মহীষীর সন্তান হইয়াছিল কিন্তু কোন ব্রজাঙ্গনা পুত্রবতী হয়েন নাই। ব্রজে বা মথুরায় সকলে শ্রীকৃষ্ণেই আশক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নির্লিপ্ত ও অনাশক্ত ছিলেন, তিনি নিজ বংশ ধ্বংসেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই সকল অলৌকিক ও অপ্রাকৃতিক কার্য্য পড়িয়া নিন্দকেরা বুঝুন, হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণ ঝুটা নহেন, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পাঠকেরা পূর্ণমাত্রায় সদ্ভাব লইয়া পাঠ করিলেই কৃষ্ণ কৃপায় তাঁহার অলৌকিকত্ব দর্শনে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিবেন।

স্বর্ণের তাগা বালা হার, নাম পৃথক হইলেও একই স্বর্ণ ইহাও সেইপ্রকার। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও জগৎও তিনি অর্থাৎ কর্ত্তা কর্ম্ম করণ অধিকরণ উপাদান সমস্তই তিনি বলিয়া বুঝিলে ভেদাভেদ বিচার থাকিবে না।

প্রকৃতি পুরুষের এই প্রকার অসাধারণ লীলাখেলা অর্থাৎ স্বভাবের গতি কিম্বা প্রবৃত্তির গতি কেহই বোধ করিতে পারেন না, কেবল তিনিই পারেন যিনি খেলাইতেছেন সেই খেলোয়াড় *। সেই আত্মারামকে আশ্রয় না করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয় ভোগাদি স্পৃহা বা মায়ামোহ কাটিবে না, কারণ ভগবান্ গীতামুখে বলিয়াছেন—,

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

আমাকে যে আশ্রয় করিবে, সেই ব্যক্তিই কেবল আমার এই দুরতিক্রমণীয়া মায়া বা মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

এই প্রকারে সেই শিব শিবার এবং রাধাকৃষ্ণের ভজনার

* স্বভাববাদী নাস্তিকেরাও প্রকৃতিরূপিণী মাকেই যখন মানিতেছেন তখন তাঁহারাও আস্তিক নহেন কেন? গাছ পাথরেরও যখন আত্মা আছে, তখন জড়োপাসকই বা কে? বুঝিনা।

গাছের পিণ্ডদান বহুদিন হইতে প্রচলিত (তৃ ৫৪ পৃষ্ঠা দেখ)। সিদ্ধসাধক রামকৃষ্ণ দেব এবং রামপ্রসাদ সেন মাটী ও পাথরের মূর্ত্তির সহিতও কথা কহিতেন, এই জন্যই ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।" "শালগ্রামে যথা হরিঃ" (শঙ্কর) সুতরাং শাল-গ্রামে ও শিবলিঙ্গে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অসম্ভব নহে।

জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া, পরম করুণাময় ঋষিগণ আমাদের পরমোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, কামাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ স্পৃহাকে দমন ব্যতীত ভজনায় সুফল হইবে না, এজন্য ইন্দ্রিয়ভোগই পরমার্থ নহে উহা মোহ মাত্র, এ কথাও বারম্বার নানাভাবে বুঝাইয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ অনার্য্য ও তদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ভ্রম বশতঃ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাকেই পরমার্থ বলিয়া মনে করেন। (নি-দ্বি ২ পৃষ্ঠা দেখ)।

ইন্দ্রিয়ভোগ স্পৃহা বিশেষতঃ শৃঙ্গার রস মানবের এত প্রকৃতিগত যে বহু চেষ্টায়ও নিবৃত্তি করা কঠিন, তাই শান্তি-শতককার বড় বিরক্ত ও খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

অলমতি চপলত্বাৎ স্বপ্নমায়োপমত্বাৎ।
পরিণতি বিরসত্বাৎ সঙ্গমেনাঙ্গনায়াঃ।
ইতি যদি শতকৃত্ব তত্ত্বমালোচয়াম।
তথাপি ন হরিণাক্ষিং বিস্মরত্যন্তরাত্মা॥

অঙ্গনাসঙ্গম বৃথা, ইহার পরিণাম বিরস, ইহা স্বপ্ন এবং মায়ার ন্যায় ক্ষণিকমাত্র সুখকর, এই সকল তত্ত্ব যদি শত শতবার আলোচনা করি, তথাপি হরিণাক্ষি রমণিকে আমার অন্তরাত্মা বিস্মরণ হইতে চাহে না।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রস্যাশুচি শূকরস্যাপি সুখে দুঃখে চ নাস্ত্যন্তরং।" অর্থাৎ ইন্দ্র নন্দনকাননে শচী লইয়া যে সুখভোগ করেন, শূকর শূকরী লইয়া পঙ্কশয্যায় থাকিয়াও সেই সুখই ভোগ করেন, উভয়ের কিছুই ইতর বিশেষ নাই। মহাসাধক তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"দিনমে যো হয় কামিনী, রাতমে সো হয় বাঘিনী, পলক

পলক লৌ চোষে। দুনিয়াকো লোক্ সব্ বাউরা হয়, ঘর ঘর এৎনি বাঘিনী পোষে॥"

এক্ষণে কথা হইতেছে, যাঁহারা শিবলিঙ্গকে আত্মার প্রতীকরূপে সূক্ষ্মভাবে দেখেন, অথবা শবরূপ জড়ের উপর বীপরীত রতাতুরা শিবাণী রূপিণী প্রকৃতিকে দেখেন, কিম্বা প্রকৃতি পুরুষের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে রাসলীলায় দেখেন, তাঁহারা কি দেখিতেছেন এবং ঐ লিঙ্গ শব্দটি শুনিয়া ও স্থূল মূর্ত্তিটি দেখিয়া, (কিম্বা রাধাকৃষ্ণের রাসলীলাদি পড়িয়া) কামাচ্ছন্ন বুদ্ধি কুৎসাবাদী গণই বা কাহার কি দেখিয়া বিড়ম্বিত হইতেছেন বা অশ্বডিম্ব দেখিতেছেন * সে বিচার পাঠকগণই করিবেন। পাশ্চাত্য প্রভাবে পড়িয়া হিন্দু সমাজের কোন ব্যক্তি দুর্ভাগ্য ক্রমে যেন ঐরূপ কিছু না দেখেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অন্য কথা,—কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, হিন্দুরা যেমন নিজে স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করেন, তাঁহাদের ঈশ্বর বা দেব দেবীকেও সেই প্রকার সমতুল্য অর্থাৎ কামিনি

---

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শিবই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম স্ত্রীও বটে পুরুষও বটে কিম্বা স্ত্রী পুরুষ কিছুই নহেন এবং ব্রহ্ম শব্দটিও নপুংসক, এবং যাঁহার প্রভাবে জীব আচ্ছন্ন তিনি হইতেছেন মনসিজ বা অনঙ্গ, (তাঁহার আবার রতি) রমণ ক্রীড়া) নাম্নী প্রণয়িনীও আছেন) সেই নিরাকার ও ক্লীব ব্রহ্মের এবং অনঙ্গ পুরুষের পুরুষাঙ্গ ইত্যাদি দুর্ভাবনা সুতরাং অশ্বডিম্বে পরিণত হইল। অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লিঙ্গ শব্দে ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি এবং রাধাকৃষ্ণ প্রকৃতি পুরুষ তাঁহাদিগকেই হিন্দুরা পূজা করেন।

কাঞ্চনে যেন মুগ্ধ ও সংসার জড়িত ইত্যাদি হীনভাবে কল্পনা করেন, আমরা বলি ইহাতে দোষ কি? আমরা যখন সাধনা বলে তাঁহার মত হইতে পারি, তখন ভক্তের অনুরোধে স্বেচ্ছাময় নির্লিপ্ত পুরুষ তিনিও আমাদিগের মত হওয়া আশ্চার্য্য নহে। স্বরূপটি না ভুলিলে ঐ ভাবটি ভজন সাধনের পক্ষে বড়ই সুবিধা জনক, তাই শাস্ত্র কারেরা বলিয়াছেন, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।"

নিরাকার বাদীরাও মহাত্মা যিশুখ্রীষ্ট এবং মহম্মদকে পুত্র ও দোস্ত বলিয়াছেন এবং ঈশ্বরকেও পিতা বলিতেছেন, অতএব আমরা ও না হয় প্রকৃতিকে তাঁহার গৃহিণী করিয়া দিয়া, সংসারটি গুছাইয়াই দিলাম, আমরা মাতৃহীন (বা ভুঁই ফোড়) হইব কেন?

সংসারী হইলেই আলয় আশ্রয় চাই, সেজন্য আমরা দেবগৃহ ও মন্দিরাদি করি *। তোমরাওত তোমাদের সূক্ষ্ম বা অতি ক্ষুদ্র শূন্যবৎ নিরাকারের জন্য অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মসজিদ্ বা গীর্জ্জা কর কেন; আর ভাই আমাদের মন্দির গুলিই বা ভাঙ্গ কেন;

* হৃদয় মন্দিরের দ্বার একটি গবাক্ষাদি নাই, তথায় স্থির বায়ু এবং আত্মা-মণিরূপ দীপ জ্যোতিতেই তমোনাশ হয়, মন্দিরও সেই অনুরূপই হওয়া উচিত। মন্দিরের মধ্যে থাকিলে, চক্ষু কর্ণ ও স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বহির্গতি রোধ থাকায় অন্তর্দৃষ্টি বর্দ্ধিত হয় এবং প্রণব ও মন্ত্রস্বর গুরু গম্ভীর হওয়ায় সাধনার পক্ষে সুযোগ ও সুবিধা হয়। পর্ব্বতগুহাও মন্দিরের অনুরূপ। ধ্যানকালে এই বহির্ম্মন্দিরের মধ্যে তোমার হৃদয় মন্দিরে তুমি ডুবিয়া, নিষ্পন্দ ভাবে অবস্থান কর আনন্দ পাইবে।

ঐ গুলিত আমাদের আত্মার হৃদয় মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তি সুতরাং মন্দির মসজিদ্ সবগুলিইত খোদার ঘর মনে করিলেই হয়, রাগ করিয়া খোদার ঘর ভাঙ্গিলে যে গোণা হইবে।

আমরা সাকার নিরাকার উভয় স্থলেই ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপী পূর্ণমূর্ত্তি দেখি, তোমরা ভাই নিরাকারেই আবদ্ধ রাখিয়া, ঈশ্বরকে অর্দ্ধব্যাপী কর, অথচ সর্ব্বব্যাপী বল। নবীন তোমরা এখন কেহ কেহ ঈশ্বরের চরণটি দেখিয়াছ, সেজন্য তোমাদের গানে চরণে প্রণিপাত হইবার কথাও শুনিতে পাই, আশা করি ক্রমশঃ তোমাদের ঈশ্বরের সকল অবয়ব শীঘ্রই গজাইবে। জল ওয়াটার পানি একই চিজ্ খাইলেই পিপাসা যায়, রাম রহিমগুত একই, নাম ভেদ মাত্র, তবে ভাই কীর্ত্তন বা বাদ্য শুনলে ক্ষেপিয়া উঠিয়া, আমাদিগকে লাঠি মার কেন;

শিবাদি পূজার ব্যবস্থা।

তিথিতত্ত্ব ধৃত শিবধর্ম্মে বলিয়াছেন,—

লিঙ্গবেদী ভবেদ্দেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।

তয়োঃ সম্পূজনাৎ স্যাতাং দেবীদেবশ্চ পূজিতৌ॥

লিঙ্গাধার যে বেদী তিনিই দেবী এবং লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর, সেই শক্তি সংযুক্ত শিবলিঙ্গের পূজায় যুগল অর্থাৎ হরগৌরী রূপা দেবী ও দেব উভয়ের পূজাই সিদ্ধি হয়, এজন্য শিবলিঙ্গ পূজা করিলে শক্তির পৃথক পূজা করিতে হয় না সুতরাং বেদী হীন বাণলিঙ্গাদি পূজা প্রশস্ত নহে, তাম্র বা রৌপ্যাদি দ্বারা বেদী করিতে হইবে। নারায়ণাদির পূজা করিলে লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তির পূজা পৃথক করিতে হয়।

শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সৌর গাণপত্য যে কোন উপাসক অগ্রে শিবপূজা না করিলে ইষ্টপূজা সিদ্ধ হইবে না। লিঙ্গই শিবের প্রধান মূর্ত্তি * ইহাতেই পূজা প্রশস্ত। পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজায় অধিক ফল। শয়নে অন্যূন চারিটি শিবপূজা করিবে।

আচাণ্ডাল সকল নর নারীরই শিবপূজায় অধিকার আছে এবং সকলেই বাণলিঙ্গ শিবস্পর্শ ও পূজাদি করিতে পারেন। বাণলিঙ্গ ব্যতীত ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত অন্য শিবলিঙ্গ বা দেবমূর্ত্তি শূদ্রাদিরা পূজা করিতে পারেন, কিন্তু স্পর্শ করিবেন না। শূদ্র প্রতিষ্ঠিত শিব শূদ্রে স্পর্শাদি ও পূজাদি করিতে পারেন। অনাদি লিঙ্গ অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর তারকেশ্বর নকুলেশ্বর প্রভৃতি অনাদি মূর্ত্তি এবং শিব শঙ্করনামে লিখিত শিবমূর্ত্তি ও একান্ন পীঠ স্থানে যে সকল ভৈরব শিবমূর্ত্তি বা দেবী মূর্ত্তি আছেন, এই মূর্ত্তি সকলেই স্পর্শ ও পূজাদি করিয়া থাকেন। (১২শ ভাগে দেবপ্রতিষ্ঠা ও বাণলিঙ্গ এবং শালগ্রাম লক্ষণাদি দেখ।)

স্ত্রী ও শূদ্রেরা শালগ্রাম শিলা স্পর্শ ও পূজাদি করিবে না, তৎপরিবর্ত্তে এই বাণলিঙ্গ মূর্ত্তিতে নৈবেদ্যাদি দান এবং ভোগ দান, পূজা ও আরাত্রিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সেবা এবং ঐ আধারে ইষ্টদেবতা প্রভৃতির পূজাদি স্বয়ং স্বহস্তে করিতে পারেন। পূর্ব্বাহ্নই পূজার প্রশস্ত কাল, অশক্তে মধ্যাহ্নাদি কালেও

---

* শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো গাণপতোঽথবা।
শিবার্চ্চন বিহীনস্য কুতঃ সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে॥
লিঙ্গে শিবার্চ্চনং নিত্যং বেদোক্তেনৈব বর্ত্মনা।
দেবদেবস্য বিপ্রেন্দ্রো মহাপ্রীতিকরং সদা॥

যথাক্রমে পূজাদি হইতে পারে, কার্য্যানুরোধ বশতঃ প্রাতঃকালেই একদা সন্ধ্যা পূজাদি শেষ করা যায়।

এক বা দুই তোলা পরিষ্কৃত মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব প্রমাণ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। একহস্তে লিঙ্গ গঠন প্রশস্ত। লিঙ্গের দ্বিগুণ বেদী এবং লিঙ্গের অর্দ্ধেক পরিমাণ স্থূল যোনি হইবে। লিঙ্গের মস্তকে বজ্র দিবে।

পার্থিব শিবকে বিল্বদলের সোজা (চিৎভাব) পৃষ্ঠের উপর বসাইবে। অন্য কোন শিবকে বিল্ব পত্রে বসাইবে না। তাম্র কাংস্য, স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্র শিবপূজায় প্রশস্ত।

শিব সর্ব্বদা, পূর্ব্বাস্য তাঁহার উত্তরে গৌরীপট্ট অর্থাৎ শক্তি এবং সম্মুখে কিম্বা পৃষ্ঠের দিকেও বসিবে না, সুতরাং শিবের দক্ষিণে উত্তর মুখে বসিবে।

মৃত্তিকা, গোময়, তাম্র, কাংস্য স্বর্ণ, পিত্তল, রৌপ্য, অষ্টধাতু ও স্ফটিক এবং প্রস্তর নির্ম্মিত শিবপূজা করা যায়। অন্যান্য দ্রব্যেও লিঙ্গ প্রস্তুত করা যায়। পাষাণাদি লিঙ্গমূর্ত্তিতে দেবপ্রতিষ্ঠার বিধানে প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

বাণলিঙ্গে প্রতিষ্ঠা এবং আবাহন ও বিসর্জ্জনের প্রয়োজন নাই অথচ সর্ব্বাপেক্ষা পূজায় ইহা প্রশস্ত।

নিত্যপূজা।

সামান্যার্ঘ্য।

নমো বিষ্ণু মন্ত্রে আচমন করিবে। (নি প্র ৩৭ পৃষ্ঠা)।

ভূমিতে একটি ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর গোলাকার ও চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, তাহার উপর নমঃ আধারশক্তয়ে নমঃ, নমঃ কূর্ম্মায় নমঃ, নমঃ অনন্তায় নমঃ, নমঃ পৃথিব্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে ক্রমশঃ আতপ তণ্ডুল ছড়াইয়া,—"অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া কোশা ধুইয়া, মণ্ডলের উপর রাখিয়া "নমঃ" মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিবে।

কোশার অগ্রভাগে গন্ধপুষ্প, আতপচাউল বিল্বপত্র (বিষ্ণুর তুলসী) যুক্ত অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবেক। পরে, অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা নমো "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবে। পরে "নমঃ" বলিয়া, ঐ জলে গন্ধপুষ্প তুলসী দিয়া, "বং" মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা এবং মৎস্য মুদ্রা দেখাইয়া, বীজমন্ত্র বা "নমঃ" মন্ত্র দশবার জপ করিবে এবং ঐ জল মস্তকে ও পূজাদ্রব্যে কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিবে। (নি—প্র ৮৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

আসন শুদ্ধি।

স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে আসনের নিম্নে মাটিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে "হ্রীং" আধার শক্তি কমলাসনায় নমঃ' বলিয়া পুষ্প দ্বারা আসন ধরিয়া পড়িবে,—মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

নমঃ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং * ॥

(বামে) নমো গুরুভ্যো নমঃ, (দক্ষিণে) নমো গণেশায় নমঃ, (ঊর্দ্ধে) নমো ব্রহ্মণে নমঃ, (অধো) নম অনন্তায় নমঃ, (সম্মুখে) নমঃ অমুক দেবতায় নমঃ, (ইষ্টদেবতার নাম করিবে) বলিয়া, মস্তকের যথাস্থান স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

পুষ্পশুদ্ধিঃ।—পুষ্প ধরিয়া,—"নমঃ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ নমঃ" একটী পুষ্প লইয়া "ঐ বং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া; দুই করে পেষণ করিয়া, বামদিকে নিক্ষেপ করিবে। পুষ্পে জলের ছিটা দিয়া উহা ভালোরূপে দেখিবে।

ভূতাপসারণ।—"নমঃ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥" চাউল ছড়াইবে। ভূমিতে বাম পদাঘাত ত্রয় করিয়া, মস্তকের উপর তিনবার "ফট্" মন্ত্রে করতালি দিয়া, তুড়ি দ্বারা দশদিগ্বন্ধন করিবে।

তৎপরে, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। এই নিত্যকর্ম্মের (প্রথম খণ্ডে ৭২ পৃষ্ঠা হইতে দেখ)।

সূর্য্যধ্যান।

রক্তাম্বুজাসন মশেষগুণৈকসিন্ধুং,
ভানুং সমস্তজগতা মধিপং ভজামি।

---

* হে পৃথ্বি, তোমা কর্ত্তৃক লোকেরা ধৃত হইয়াছে, তোমাকে বিষ্ণু ধারণ করিয়া আছেন, তুমি আমাকে সদা ধারণ করিতেছ, তুমি এই আসন পবিত্র কর। (বিষ্ণুই সকলের মূলাধার)।

পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলি-মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ‡।

পঞ্চোপচারে পূজাবিধি *।

এষ গন্ধ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ১। এইক্রমে [ইদং রক্তচন্দনং ইদং সচন্দনপুষ্পং। ২। [ইদং সচন্দনবিল্ব-

‡ ধ্যানার্থ।—রক্তপদ্ম যাঁহার আসন, যিনি সকলগুণের সাগর, যিনি সকল জগতের [illegible] শ চারি হস্তে দুইটী পদ্ম অভয় ও বর [illegible] যাঁহার মুকুটে পদ্মরাগমণি রহিয়াছে, যাঁহার [illegible] সূর্য্যকে আমি ভজনা বা উপাসনা করি

কেহ কেহ অগ্রে গণেশ [illegible]। অগ্রহায়ণ মাসে রবিবার ও সংক্রান্তিতে [illegible] অনেকস্থানে মিত্র বা ইতু পূজা বলে। [illegible] করা যায়।

* পঞ্চোপচার পূজায় ধ্যান [illegible] সর্ব্বত্র অশক্ত ও অভাবস্থলে গন্ধপুষ্প দ্বারাও পূজা [illegible] উপচার দ্রব্যের অভাব হইবে, জলদ্বারা [illegible] লইবে,—ধুপের অভাবে ধুপার্থোদকং গঙ্গাজল [illegible] অমুক দেবায় নমঃ ইত্যাদি বলিবে, এবং [illegible] কেবল জল দ্বারাও এইরূপে পূজা ব্যবহার আছে। [illegible] পুষ্পবৎ জল হস্তে লইয়া ধ্যানাদি করিয়া এবং ইদং [illegible] অমুক দেবায় নমঃ, এইক্রমে অর্ঘ্যাদি দিবে। পুষ্পাভাবে পুষ্পবৃক্ষের পত্র বা প্রতিনিধিস্বরূপ আলোচাউল দেওয়া ব্যবহার আছে, এই জলাদি দ্রব্য সকলেরও অভাব হইলে মানস পূজা করিবে।

পত্রং †] এষ ধূপ। ৩। এষ দীপ। ৪। ইদং আমান্ন নৈবেদ্যং। ৫। সূর্য্যের অর্ঘদান ও প্রণাম করিবে।

পুষ্প, চন্দন, তুলসী ও তণ্ডুল যুক্ত অর্ঘ্য দিবে মন্ত্র,—

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ, ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে।
জগৎ সবিত্রে সূচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদাযিনে॥
ইদমর্ঘং শ্রীসূর্য্যায নমঃ।

---

† সূর্য্য ও গণেশকে বিল্বপত্র দান মূর্ত্তি বিশেষে নিষেধ আছে। কেহ কেহ গণেশ ব্যতীত কেবল সূর্য্যকেও তুলসী দেন

সর্ব্বত্র কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা প্রথম ধ্যানান্তে পুষ্পাদি মস্তকে দিয়া, প্রার্থনা মুদ্রা করিয়া, নাসাগ্রদেশ-দর্শী হইয়া অনন্তরূপী সর্ব্বব্যাপক দেবতা ও আত্মাকে অভেদ জ্ঞান দ্বারা হৃৎপদ্মে ধ্যানোক্ত তেজোময় মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তচ্চরণে মনে মনে যথাশক্তি পাদ্যাদি দ্বারা মানস পূজা পূর্ব্বক সুষুম্নামার্গে ভক্তেজ ব্রহ্মরন্ধ্রে আনাইয়া, পুনর্ধ্যানান্তে বামনাসারন্ধ্র হইতে প্রশ্বাস-বায়ুর সহিত করতলস্থ পুষ্পে আরোপণ করাইয়া, পূজাধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক বাহ্যপূজা করিবে। (পূজাকালে আমি কে? এই প্রশ্ন আশ্রয় করিয়া) সোঽহং অদ্বৈত ভাবে বিভোর হইয়া, নির্ব্বাত স্থানীয় প্রদীপ কিম্বা প্রাতঃকালীন জলরাশ মধ্যস্থ বৃহৎ মৎস্যের ন্যায় গম্ভীরভাবে বাসনাহীন ভক্তিপূর্ণ চিত্তকে স্থির রাখিতে এরূপে চেষ্টা পাইবে, যেন শ্বাস ক্রিয়ারোধ প্রায় এবং তাড়িৎবেগে পাদাঙ্গুলি হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বারম্বার স্পন্দিত হয় এবং গন্ধাদি দান কালে যেন দেবতার অঙ্গ স্পর্শজনিত সুখানুভব হয়। ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ দেবতাকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক নাসাগ্রে দৃষ্টি

গণেশের ধ্যান *।

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দন্ মদ-গন্ধ-লুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলং
দন্তাঘাত বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং।
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু ॥

এতৎ পাদ্যং নমো গণেশায় নমঃ, এইক্রমে যথাশক্তি দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে কিম্বা গন্ধপুষ্প দ্বারাও সূর্য্য এবং গণেশের পূজা করিবে।

প্রার্থনা—নমো দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার-মকরন্দকণারুণা।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজরেণবঃ † ॥

প্রণাম।—নম একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরগজাননং।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহং ॥

রাখিয়া, সাকারে নিরাকারের আবাহন, বিসর্জ্জনাদি কার্য্যদ্বারা ক্ষণকাল স্থিরভাব হইলেও চিত্তপ্রসাদজনিত অনন্দলাভ হইবে।

* ধ্যানার্থ।—যিনি খর্ব্ব ও স্থূলকায়, ঐরাবত হস্তির ন্যায় যাঁহার মুখ, যিনি লম্বোদর ও সুন্দর, ক্ষরিত মদের গন্ধে লুব্ধ হইয়া ভ্রমর সকল (বসিতে গিয়া) যাঁহার গণ্ডস্থল ব্যাকুল করিতেছে, যিনি দন্তের আঘাতে শত্রুদিগকে বিদীর্ণ করিয়া, তাহাদেব রক্তে সিন্দুরের শোভা ধারণ করিয়াছেন, সেই পার্ব্বতীসুত সিদ্ধিদাতা অভীষ্টপ্রদ গণপতিকে বন্দনা করি।

† দেবরাজের মস্তকস্থিত মন্দার পুষ্পের মধুকণায় যাহা রক্তবর্ণ, গণেশের পাদপদ্মের সেই রেণু সকল (জগতের) বিঘ্ন হরণ করুন।

সূর্য্য ও গণেশ পূজার পর,—এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, এইক্রমে গন্ধপুষ্প দ্বারা,- নম আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, নম ইন্দ্রাদি দশদিক্-পালেভ্যো নমঃ, নমঃ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, নমঃ সর্ব্বাভো দেবীভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নমো গুরবে নমঃ, ক্রমশঃ পূজা করিবে। সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে গন্ধপুষ্প দ্বারা ও সূর্য্য হইতে গুরু পর্য্যন্ত পূজা কর্ত্তব্য।

মৃত্তিকানির্ম্মিত শিবপূজা বিধি।

অঙ্গুষ্ঠের অন্যূন পরিমিত সবজ্র শিবলিঙ্গ (শিবচিহ্ন) উত্তর দিকে পিণাক করাইয়া এবং বিল্বপত্র দ্বারা তদ্‌গাত্র মার্জ্জনাপূর্ব্বক উহার মধ্যদলের সোজা পৃষ্ঠের উপর বসাইবে এবং স্বয়ং উত্তরাস্য হইয়া যোগাসনে বসিবে। ভস্ম বা মৃত্তিকা দ্বারা কপালে ত্রিপুণ্ড্রক (অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি) এবং রুদ্রাক্ষমালা (নিত্যকর্ম্ম প্র ৮০ পৃঃ) ধারণ করিয়া, শিবপূজা প্রশস্ত।

নমো "হরায় নমঃ" বলিয়া শিবের মস্তকে একটু জল দিয়া, বজ্র নামাইয়া পিনাকের উপর রাখিবে। নমো "মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া মস্তকটি একটু টিপিয়া, গঠন করিবে। "নমঃ শূলপাণে! ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" বলিয়া শিবের মস্তকে আলোচাউল দিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। পরে, গন্ধপুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে।

শিবের ধ্যান *।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি নিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগ-বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নং।

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত-মমরগণৈ-র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

দ্বিতীয় ধ্যানান্তে পঞ্চমুদ্রা (নি প্র ৬৬ পৃষ্ঠা) দ্বারা আবাহন করিবে।

মন্ত্রযথা—পিনাকধৃক্! ইহাগচ্ছাগচ্ছ। ১। ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ। ২। ইহ সন্নিধেহি। ৩। ইহ সন্নিরুধ্যস্ব। ৪। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। মম পূজাং গৃহাণ। ৫।

---

* ধ্যানার্থ।—রজত পর্ব্বতপ্রায় (প্রকাণ্ডদেহ) শিবকে চিন্তা করি, মনোহর চন্দ্রকলা যাঁহার ললাটভূষণ, রত্নময়ভূষণে যাঁহার দেহ উজ্জ্বল, যাঁহার বাম হস্তদ্বয়ে পরশু (টাঙ্গি অস্ত্র) ও মৃগমুদ্রা, (অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও অনামিকা সংযোগ রাখিয়া তর্জনী ও কনিষ্ঠাকে উচ্চভাবে রাখিলে মৃগমুদ্রা হয়, মৃগমুদ্রায় কাতরকে অন্বেষণ বুঝায়) দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রা, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া পদ্মাসনে প্রসন্ন ভাবে উপবিষ্ট, দেবতারা চতুর্দ্দিকে থাকিয়া যাঁহার স্তব করিতেছেন, যিনি জগতের আদি ও মূল কারণ এবং সমস্ত ভয়নাশক, যাঁহার পাঁচমুখ ও প্রত্যেক মুখে তিন তিনটি নয়ন বিদ্যমান আছে।

করজোড়ে বলিবে,—স্থাং স্থীং স্থিরো ভব যাবৎ পূজাং করোম্যহং।

'ইদং স্নানীয়োদকং নমঃ পশুপতয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে কেবল জল দ্বারা শিবকে স্নান করাইবে।

দশোপচার পূজাবিধি *।

এতৎ পাদ্যং নমঃ শিবায় নমঃ।১। এষোঽর্ঘঃ নমঃ শিবায় নমঃ।২। ইদং আচমনীয়োদকং নমঃ শিবায় নমঃ।৩। ইদং স্নানীয়োদকং নমঃ শিবায় নমঃ।৪। ইদং পুনরাচমনীয়োদকং নমঃ শিবায় নমঃ।৫। এষ গন্ধ নমঃ শিবায় নমঃ।৬। ইদং সচন্দনপুষ্পাং নমঃ শিবায় নমঃ।৭। (ইদং সচন্দন-

* সাধারণতঃ পূজা দশোপচারেই ব্যবহার হয়। পাদ্য পাদ-মূলে দিবে।১। শিব ও সূর্য্য ভিন্ন দেবতার শঙ্খে অর্ঘ্য প্রশস্ত, পুষ্প, চন্দন, আলোচাউল, দূর্ব্বা, বিল্বপত্রাদি (বিষ্ণুর বিল্বপত্র স্থানে তুলসী) দ্বারা অর্ঘ্য করিবে। শ্রাদ্ধে ও শিবপূজায় গর্ভশূন্যা ত্রিপত্রা ও হোমে সপ্তপত্রা দূর্ব্বাই গ্রাহ্য, অন্যত্র প্রায় ত্রিপত্রা ব্যবহার্য্য, অর্ঘ্য দেবতার মস্তকে দিবে।২। আচমনীয় মুখ উদ্দেশে দিবে।৩। স্নানীয়ের পরিবর্ত্তে মধুপর্কও দেওয়া যায়।৪। সর্ব্বত্র অঙ্গুষ্ঠ যোগ রাখিয়া পুরুষ দেবতাকে কনিষ্ঠাঙ্গুল্যগ্র দ্বারা এবং স্ত্রীদেবতাকে অনামা ও মধ্যমা অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা চন্দন দিবে। সূর্য্য ভিন্ন পুম্‌দেবতাকে প্রায় রক্তচন্দন দান নাই।৬। পুষ্পাদিও অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী দ্বারা ঊর্দ্ধমুখে দিবে এবং বিল্বপত্র অধোমুখে দিবে।৭।

বিল্বপত্রং নমঃ শিবায় নমঃ।) এষ ধূপ নমঃ শিবায় নমঃ। ৮। এষ দীপ নমঃ শিবায় নমঃ। ৯। ইদং সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যং নমঃ শিবায় নমঃ। ১০।

পানার্থোদকং নমঃ শিবায় নমঃ। আচমনীয়োদকং নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং তাম্বুলার্থোদকং নমঃ শিবায় নমঃ।

পরে, তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানাদি ক্রমে বামাবর্ত্তে পুষ্প অভাবে বিল্বপত্র বা তণ্ডুল দ্বারা অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিবে।

মন্ত্র।—এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, (এই ক্রমে) নমো ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, নমো রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, নম উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, নমো ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ, নমঃ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, নমো মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, নম ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৮।

শিবপূজায় বিল্বপত্রের বৃন্তমূলের যে বজ্র তাহা ত্যজ্য। ধূপ দীপ আধারে রাখিয়া অর্চনা করিয়া নিবেদন পূর্ব্বক আরত্রিকবৎ তিন তিনবার ঘুরাণ ব্যবহার আছে। ৮ ৯। শিবসম্বন্ধে সমুদায় উপচার লিঙ্গোপরি পূর্ব্বভাগ আশ্রয় করিয়া প্রদান করিবে, শিবনৈবেদ্যাদি অগ্রাহ্য, লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে শিবের ঈশান নামক প্রধান বক্ত্রার্পিত নৈবেদ্যাদিই অব্যবহার্য্য বলিয়াছেন, শালগ্রামে পূজিত শিবনৈবেদ্যাদি গ্রহণে দোষ নাই। ১০। বিস্তারিত ষোড়শোপচার পূজায় দেখ। পানার্থাদি ত্রয় সর্ব্বত্রই দেয়।

তৎপরে "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া, গুহ্যাতি মন্ত্রে (নি প্র ৮৯ পৃঃ) গোযোনী মুদ্রা (নি ৬৮ পৃঃ) দ্বারা অর্ঘ্য অভাবে কেবল জল লইয়া, দেবতার দক্ষিণ হস্তে (চিন্তা করিয়া) জপ সমর্পণ করিবে এবং এই সময় পূজান্তে পাঠ্য কবচ ও স্তবাদি পড়িবে।

শিবের নমস্কার।

নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ। ১।

নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসি পানয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ। ২।

বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়। কর্পূর কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়, দারিদ্র্য-দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়। ৩।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥ ৪॥

পরে, দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা দক্ষিণগণ্ডে আঘাত করিয়া, বম্ বম্ বম্ শব্দে মুখবাদ্য করিবে।

ক্ষমাপ্রার্থনা আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং। বিস[illegible] ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

পরে, সং[illegible]মুদ্রাদ্বারা একটি নির্ম্মাল্য লইয়া, আঘ্রাণ পূর্ব্বক [illegible]কোণ মণ্ডলে রাখিয়া 'মহাদেব ক্ষমস্ব'

বলিয়া শিবের মাথায় একটু জল দিয়া বিসর্জ্জন (প্রকরণে বিশেষ বিধি দেখ) করিবে।

তান্ত্রিকী পূজা।

প্রথমে তিনবার মূল মন্ত্রে জলপান পূর্ব্বক আচমন (নি প্র ৬৭) করিবে। কালীবিষয়ে মন্ত্রাচমন করিবে *।

পরে, এতে গন্ধপুষ্পে নমো দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ, পূজা পূর্ব্বক মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম (৭৫ পৃঃ) করিয়া, ঋষ্যাদিন্যাস করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাস।—অমুকমন্ত্রস্য অমুক ঋষিঃ, অমুক ছন্দঃ, অমুক দেবতা, অমুকবীজং, অমুক শক্তিঃ, অমুক কীলকং, মম ইষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। [ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া] (নি প্র ৭১ পৃষ্ঠা দেখ)।

(শিরসি) অমুক ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) অমুকছন্দসে নমঃ, (হৃদি) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, [গুহ্যে অমুক বীজায়

* কালিকা বিষয়ে, মূল মন্ত্রে তিনবার আচমন জলপান করিয়া, যথাস্থান স্পর্শ করিতে করিতে মন্ত্র পড়িবে, যথা,—নমঃ কাল্যৈ নমঃ, নমঃ কপালিন্যৈ নমঃ, নমঃ কুল্লায়ৈ নমঃ, নমঃ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ, নমো বিরোধিন্যৈ নমঃ, নমো বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ, নম উগ্রায়ৈ নমঃ, নম উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ, নমো দীপ্তায়ৈ নমঃ, নমো নীলায়ৈ নমঃ, নমো ঘণায়ৈ নমঃ, নমো বলাকায়ৈ নমঃ, নমো মুদ্রায়ৈ নমঃ, নমো মিতায়ৈ নমঃ ॥ ১৫ ॥

নমঃ] (পাদয়োঃ) অমুক শক্তয়ে নমঃ, (সর্ব্বাঙ্গে) অমুক কীলকায় নমঃ। মন্ত্রে যথাস্থান স্পর্শ করিবে।

পরে, দেবতার একাক্ষরী মন্ত্রে দীর্ঘস্বর যোগে বা মূলমন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস (নি ৭৬ পৃঃ) করিবে।

ব্যাপকন্যাস। মূলমন্ত্র প্রত্যেকবারে উচ্চারণ পূর্ব্বক (গভীর জলমধ্যস্থ মৎস্যের ন্যায়) স্থিরভাবে বাহুদ্বয় দ্বারা সপ্তবার হৃদয়াভিমুখে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত বায়ু বিতাড়িত ও আকর্ষণ করিবে।

দেবতাবিশেষে বিহিত মুদ্রা (৬৭ পৃঃ) সকল দেখাইয়া, ইষ্টদেবতার প্রথম ধ্যানান্তে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, গুরু পূজা করিবে।

বিশেষার্ঘ্য প্রণালী *।

ইষ্টদেবতার প্রথম ধ্যানান্তে মস্তকে পুষ্প দিয়া, মনে মনে পাদ্যাদি দ্বারা মানসোপচারে হৃদয়স্থ দেবমূর্ত্তি পূজা পূর্ব্বক এই অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পুনর্ধ্যানান্তে পাদ্য দানের পর এই অর্ঘ্যই দেবতাকে মস্তক উদ্দেশ্যে দিতে হইবে।

অর্ঘ্যস্থাপন যথা,—পূজকের বামপার্শ্বে ভূমিতে জলদ্বারা

---

* শক্তি বিষয়ক অর্ঘের ন্যায় অন্য দেবতারও তত্তন্মূলমন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য করিবে। ষোড়শোপচার ও তান্ত্রিকীপূজায় এবং বাহুল্যরূপ দশোপচার পূজায় ইহা ব্যবহার হয়। (সমর্থ স্থলে) প্রথম অর্ঘ্যস্থাপনের পর আত্মসমর্পনার্থ দ্বিতীয় অর্ঘ্য এই সময় স্থাপন করিয়া রাখিবে।

(কালীবিষয়ে "হূং") হ্রীং বা মূল মন্ত্র লিখিয়া, তদুপরি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তদুপরি একটি গোলাকার ও চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, তদুপরি নম আধারশক্তয়ে নমঃ, নমঃ কূর্ম্মায় নমঃ, নম অনন্তায় নমঃ, নমঃ পৃথিব্যৈ নমঃ, বলিয়া, অক্ষত দিবে। তাহার উপর ত্রিপদিকা (শঙ্খাধার) বসাইয়া 'ফট্' বলিয়া, অর্ঘ্যপাত্র শঙ্খ প্রক্ষালন করিয়া, হ্রীং মন্ত্রে তিনবার শঙ্খের ত্রিভাগ জলপূর্ণ করিয়া, শঙ্খাগ্রে হ্রীং মন্ত্রে বিল্বপত্র ও পুষ্পাদি (বিষ্ণু বিষয়ে তুলসী পত্রাদি) দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ,

এই তিনমন্ত্রে ক্রমশঃ ত্রিপদিকা শঙ্খ ও শঙ্খস্থ জলে আলো-চাউল দিবে এবং মূলমন্ত্রে একটি পুষ্প দিবে, নমো গঙ্গে চ (৮৫ পৃঃ) ইত্যাদি মন্ত্রে জল শোধনান্তে নমো দুর্গা ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মহৃদয় হইতে তোজোময় ইষ্টদেবতাকে শঙ্খজলে আবাহন করিয়া, হূং, এই মন্ত্রে অর্ঘ্যের উপরে অবগুণ্ঠনমুদ্রা করিয়া "বষট্" বলিয়া, গালিনী মুদ্রা সঞ্চালন পূর্ব্বক 'বৌষট্' বলিয়া অর্ঘ্য দর্শন করিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে নমো হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, এই ক্রমে হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এই ষড়ঙ্গের যথাক্রমে পূজা করিবে।

তৎপরে, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্য আচ্ছাদন করিয়া, তাহার উপর শক্তি বিষয়ে হ্রীঁ এই মন্ত্র দশবার জপান্তে ধেনু (কাল্যাদি বিষয়ে, যোনি ভূতনী) মুদ্রাদি দেখাইয়া, কিঞ্চিৎ জল কোশায় ঢালিয়া, কোশা হইতে ঐ জল পূজা দ্রব্যে কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিবে।

গুরুধ্যান।—বরাভয়করং শান্তং শুক্লবর্ণং সিতাম্বরং।
জ্ঞানানন্দময়ং সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মস্বরূপিণং॥

ধ্যানান্তর। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শুদ্ধক্ষৌমবিরাজিতং গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্বুজং। মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাবলোকিতং। বামোরু শক্তি-সংযুক্তং শুক্লাভরণ ভূষিতং। স্বশক্ত্যা দক্ষহস্তেন ধৃত-চারুকলেবরং। বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনং। পরানন্দরসোল্লাস লোচনদ্বয় পঙ্কজং॥

স্ত্রী গুরুধ্যান।—সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীন পয়োধরাং। প্রসন্নবদনাং ক্ষীণ-মধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং। পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাং রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাং। শরদিন্দু প্রতিকাশাং রত্নোদ্ভাষিতকুণ্ডলাং॥ স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাং॥

এতৎপাদ্যং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ, [প্রত্যক্ষ গুরুর পাদপূজায় "এতৎপাদ্যং ঐঁ শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, মন্ত্রে পূজা করিবে] পরে, এতে গন্ধপুষ্পে নমো গুরুভ্যো নমঃ, এইক্রমে পরমগুরু, পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরুর পূজা করিবে।

তৎপরে, "এতে গন্ধপুষ্পে নম আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া একদা পূজা করিবে, সমর্থ হইলে পৃথক্ পৃথক্ করিবে। পরে, মূলমন্ত্রে পূজাধারে বাণলিঙ্গ বা যন্ত্র পুষ্পাদি স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ধ্যানান্তে ইষ্টদেবতাকে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে।

শেষে, মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান এবং আবরণ দেবতা প্রভৃতির পূজা ও প্রাণায়াম, (ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস) পূর্ব্বক যথাশক্তি জপ করিয়া, গুহ্যাতি মন্ত্রে জলদান ও পুনঃ প্রাণায়াম এবং দেবতার ও গুরুর প্রণাম করিবে (নি প্র ৮৮ পৃঃ দেখ)।

করযোড়ে আত্মসমর্পণ। ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু। মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ে। (দেবতাঙ্গে আবরণ দেবতার লয় চিন্তা করিবে)।

বিসর্জ্জন-বিধি।

ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, সংহার মুদ্রা (৫৯ পৃঃ) দ্বারা পূজাধার হইতে একটি নির্ম্মাল্য লইয়া আঘ্রাণান্তে (তেজোময় দেবতাকে শ্বাস পথদ্বারা হৃৎপদ্মে পূর্ব্ববৎ পুনঃ স্থাপন চিন্তা করিয়া) পূর্ব্বকৃতমণ্ডলে রাখিয়া, শক্তি বিষয়ে [শোষিকায়ৈ নমঃ] কালিকাদি বিষয়ে (উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ) বিষ্ণুবিষয়ে (বিশ্বক্সেনায় নমঃ) শিব বিষয়ে (চণ্ডেশ্বরায় নমঃ)।

এইরূপে নির্ম্মাল্য দ্বারা পূজা করিবে। (ঘট বা মৃণ্ময় মূর্ত্তি থাকিলে 'ক্ষমস্ব' বলিয়া ঘটে জল দিয়া উহা নাড়িয়া দিবে)।

বাণলিঙ্গ পূজা।

অনেকে প্রথমের ন্যায় পূজান্তেও (সন্তানাদির মঙ্গলার্থে) পুনশ্চ বাণলিঙ্গাদি শিবপূজা করিয়া থাকেন, কালী প্রভৃতি শক্ত্যুপাসকদিগের বিশেষ বিধান আছে। পূজান্তে দেবতাকে সনির্ম্মাল্য রাখিতে নাই পরিষ্কার রাখিবে।

বাণলিঙ্গ এবং প্রতিষ্ঠিত দেবতা ও শিবমূর্ত্তির শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও আবাহন নাই, কেবল ধ্যান, স্নান, পূজা আছে। কেহ কেহ বেদী বিহীন শিবলিঙ্গ স্থলে অষ্টমূর্ত্তি পূজাও করেন না।

তাম্র, কাংস্য, স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে সকল শিব পূজাই প্রশস্ত।

বাণলিঙ্গ শিবের ধ্যান। প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং, কামবাণাম্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং। শৃঙ্গারাদি-রসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং ॥

বিষ্ণুপাদোদক পানান্তে মস্তকে ধারণ করিবে।

মন্ত্র।—কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানা মার্ত্তিনাশন।
সর্ব্বপাপ প্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছমে। ১।
অকাল মৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥ ২ ॥

বিপ্রপাদোদক ধারণ মন্ত্র,—

ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ, তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি সন্তি বিপ্রপদোদকে। বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনীং, তাবৎ পুষ্করপাত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকং ॥

কাম্য ও নৈমিত্তিক পূজাদি প্রকরণ †।

পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া, শিখাবন্ধন করিবে। মৃত্তিকাদির অভাবে জল দ্বারাও তিলক করিয়া, স্বর্ণাঙ্গুরীয় বা হস্তকুশ উভয় অনামিকাঙ্গুলিতে দিয়া, প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া এবং জানু মধ্যে হস্ত রাখিয়া, দেবতা সমীপে সুখাসনে বসিয়া বাম হস্তস্পৃষ্ট দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সূর্য্যাদিকে গন্ধপুষ্প দিবে।

করযোড়ে।—অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা,
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

---

† মল-মূত্র ত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান, তর্পণ, প্রাতঃসন্ধ্যা ও নিত্যপূজা না করিয়া কোন প্রকার দৈব ও পিতৃকার্য্যে অধিকার হয় না। স্নান না করিলেও গাত্র মার্জ্জনা করিবে।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

শিবরাত্রি ব্রত।

সঙ্কল্প।—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দাসী শিবপ্রীতিকামা শিবরাত্রি ব্রতমহং করিষ্যে। (পুরুষের গোত্রঃ দাসঃ বলিবে)। *

শিবরাত্রির পূজায় এই বিশেষ শিবের, স্নানীয়োদক দিবার পরে, চারি প্রহরে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র ও দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইতে হয়, পরে, পাদ্য দিয়া, দুর্ব্বা তণ্ডুল গন্ধপুষ্প ও জল ও বিল্বপত্র সমন্বিত চারিটী অর্ঘ চারি প্রহরে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে দিতে হইবে।

* সংকল্পে তিন প্রকার মাস ব্যবহার হয়, সৌর মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। সংক্রান্তি হইতে অপর সূর্য্যসংক্রান্তি পর্য্যন্ত সৌর। শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্যচান্দ্র। কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র। বিবাহাদি সংস্কার ও তান্ত্রিক কার্য্যে সৌর, তথায় রাশ্যুল্লেখ হয়, যথা অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে ইত্যাদি। জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথিকৃত্যে গৌণ চান্দ্র। জন্মতিথি, ব্রত ও শ্রাদ্ধাদি সকল কার্য্যেই প্রায় মুখ্যচান্দ্র। সংক্রান্তি নিমিত্তক কর্ম্মে অকালবৃষ্টি বা ভূকম্পাদি কিম্বা অকাল জন্য প্রতিবন্ধক নাই, ইহাতে কর্ম্মে অশেষ ফল। সংক্রান্তিবিহিত কার্য্যে সংকল্পে সংক্রান্তির উল্লেখ হইবে, যথা,—মহাবিষুব সংক্রান্ত্যাং। সৌরে সংক্রমণের পূর্ব্বে পূর্ব্বমাস এবং পরে পরমাস উল্লেখ হইবে।

প্রথম প্রহরে। দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র,—নমো হৌঁ ঈশানায় নমঃ। ১। শিবের মাথায় দিবে।

অর্ঘ্যদান মন্ত্র,—নমঃ শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজা জপ পরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর। ২। ইদমর্ঘং নমঃ শিবায় নমঃ। অর্ঘ্যাদি শিবের মস্তকে দিবে।

দ্বিতীয় প্রহরে। দধি দ্বারা স্নান করাইবে, মন্ত্র,—নমো হৌঁ অঘোরায় নমঃ। ২। অর্ঘ্যমন্ত্র,—নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপ হরায় চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ। ২।

ইদমর্ঘং নমঃ শিবায় নমঃ।

তৃতীয় প্রহরে। ঘৃতদ্বারা স্নানমন্ত্র,—
নমো হৌঁ বামদেবায় নমঃ। ৩। অর্ঘমন্ত্র,—নমো দুঃখদারিদ্র শোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীপ্রিয়। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ৩। ইদমর্ঘং নমঃ শিবায় নমঃ।

সর্ব্বত্র অভগ্ন ও অষ্টাঙ্গুলির অন্যূন পাত্র গ্রাহ্য। পাত্রাভাবে জলাদি লইয়া সংকল্প করিলে হইবে।

উপবাস প্রভৃতি কার্য্যে প্রাতঃসন্ধ্যানন্তর সংকল্পকাল, যদি তন্নিমিত্ত তিথি তৎকালে না পায় কিম্বা স্বল্পক্ষণস্থায়িনী তিথিমধ্যে কর্ম্মসমাপ্তির অসম্ভব হইলে কেবল "অমুকতিথাবারভ্য" বলিবে, বহুতিথি সাধ্যকার্য্যে সমাপ্তির নির্দ্দিষ্ট তিথি থাকিলে অমুক তিথাবারভ্য অমুক তিথিং যাবৎ বলিবে। সাধারণ কার্য্যে শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকাম, বলিলেই হইবে। কর্ম্মের ফলভাগী স্বয়ং হইলে "করিষ্যে" বলিবে। অন্য পিত্রাদি বা যজমানের উদ্দেশ্যে হইলে "করিষ্যামি" বলিবে।

চতুর্থ প্রহরে। মধুদ্বারা স্নান করাইবে। মন্ত্র।— নমো হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ। ৪। অর্ঘমন্ত্র,--নমো ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ৪। ইদমর্ঘং নমঃ শিবায় নমঃ *।

(শিবের এবং অন্যান্য দেবতার নানাবিধ স্তব এবং শিবরাত্রি ব্রতের কথা ও ব্যবস্থা এবং বিস্তৃত পূজাদি হিন্দুসৎকর্ম্মমালা দ্বিতীয় ভাগে আছে)। এখানে সংক্ষেপে পূজা মাত্র লিখিলাম। যিনি যেরূপ সক্ষম হইবেন, সেইরূপেই পূজা সিদ্ধি হইবে। অনুষ্ঠানের আধিক্য ফলাধিক্য ঘটিবে। (শিব পূজা ৩৮ পৃষ্ঠা)।

পারণ জলপানমন্ত্রঃ।

নমঃ সংসার ক্লেশ দগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥

সরস্বতীর ধ্যান। *

তরুণশকল-মিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ, কুচভর-নমিতাঙ্গি সন্নিষন্না সিতাব্জে। নিজকর কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তক-শ্রীঃ, সকল বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥

ষোড়শোপচার পূজা। ষোড়শোপচার দ্রব্য।— আসনং স্বাগতং পাদ্যং অর্ঘ্য মাচমনীয়কং। মধুপর্কাচমনস্নানং বসনাভরণানি চ। গন্ধ-পুষ্পে ধূপ-দীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং [প্রণাম] তথা।

* স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে "নমঃ শিবায় নমঃ।" এই মন্ত্রেই পূজা হইবে। ন মম এই অর্থে নমঃ। ন মম ইত্যেব নম ইত্যাচক্ষতে

ষোড়শোপচার পূজাবিধি। দানবিধি। সম্মুখস্থ তাম্রাদি পাত্রে রজতাসন রাখিয়া, বামকর দ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক বং রজতাসনায় নমঃ, তিনবার বলিয়া, পুষ্প বা ত্রিপত্র দ্বারা কোশা হইতে যথা-ক্রমে তিনবার জলের ছিটা দিবে। গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধ-পুষ্পে বং রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে নমো বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ্য নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ, ইদং রজতাসনং ঐঁ হ্রীং নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ। কৃতাঞ্জলি হইয়া,— "ঐঁ হ্রীং নমঃ সরস্বতী দেবী ইহ স্বাগতং" সুস্বাগতং ; এইটী জিজ্ঞাসা করিবে। পরে, পূর্ব্ব ক্রমে অর্চ্চনা করিয়া পাদ্যাদিও যথাক্রমে দিবে।

মধুপর্ক যথা।—সমপরিমাণে ঘৃত, দধি, চিনি ও স্বল্প পরিমাণে জল এবং অধিক পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া [কাংস্য পাত্রা-চ্ছাদিত ও কাংস্যপাত্রস্থ হইবে] দেবতার মুখ উদ্দেশে "সাধার-মধুপর্কায় নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে। চন্দনাঙ্কিত বস্ত্র অর্চ্চনা করিয়া দিবে। রজতাভরণের পর শাঁখা, সিন্দুর, কড় কজ্জলাদি (বিল্বপত্রে ঘৃত দ্বারা প্রস্তুত) ভূষণার্থে দিবে। কর্পূর, কস্তুরী, কুঙ্কুম এবং শ্বেত ও রক্তচন্দনাদি গন্ধার্থ দিবে। পুষ্প দানের পর মাল্যদানও ব্যবহার আছে, তৎপরে, বিল্বপত্র প্রদান করিবে। (অন্যান্য দ্রব্য ও যথাস্থানে অর্চ্চনা করিয়া দিবে)।

পরোক্ষেণ। তৈত্তিরীয়ক আরণ্যক। নমঃ শব্দ ত্যাগার্থক উহাই স্ত্রী শূদ্রের প্রণব। ন মম আমার নহে তোমারই সব।

নৈবেদ্যাদি দান।

ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তদুপরি ঘৃত ও বিল্বপত্রযুক্ত (বিষ্ণুর তুলসীযুক্ত) নৈবেদ্য দেবতার বামে দক্ষিণে বা সমীপে রাখিবে। বামহস্তে দ্রব্য বা ভূমি ধরিয়া, পুষ্প বা বিল্বপত্র দ্বারা—নমঃ সঘৃত সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যায় নমঃ, মন্ত্রে তিনবার জলের ছিটা দিয়া, 'হূং', মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা এবং ধেনু ও মৎস্য মুদ্রা দেখাইয়া, দক্ষিণ হস্তোপরি বামহস্ত অধোভাবে স্থাপন পূর্ব্বক—"নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ" দশবার জপ করিয়া—ইদং সঘৃত সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যং (দুগ্ধ থাকিলে ইদং দুগ্ধং) নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ, মন্ত্রে জলের ছিটা দিবে, "অমৃতো-পস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া, একটু জল পানার্থ জলের ঘটীতে দিবে। বামহস্ত চিতভাবে (গ্রাসের ন্যায়) রাখিয়া, গ্রাসমুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে,—নমঃ প্রাণায় নমঃ নম অপানায় নমঃ নমো ব্যানায় নমঃ উদানায় নমঃ নম সমানায় নমঃ পরিশেষে "অমৃতা-পিধানমসি নমঃ" বলিয়া পুনশ্চ জল দিবে।

পরে, পানার্থ ও আচমনীয় জল এবং তাম্বুল (অভাবে তাম্বুলার্থোদক) নিবেদন করিয়া দিবে (মুদ্রাপ্রকরণ ৬৭ পৃঃ)।

জলপানীয় দ্রব্যাদি দান। আহারীয় দ্রব্যদানমাত্রেই প্রায় নৈবেদ্য দানের বিধি কেবল দ্রব্যের নাম পৃথক্ সংস্কৃত নাম না জানিলে বা বহুদ্রব্য একত্র থাকিলে, সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ, বলিবেক। ঘৃতপক্কে ঘৃতপক্ক দ্রব্যায়, মিষ্টে মিষ্ট দ্রব্যায়, অন্নে সঘৃত সোপকরণ অন্নায়, ভাজায় ভৃষ্টদ্রব্যায়, পানীয়ে পানীয়দ্রব্যায় ইত্যাদিক্রমে, খেচরান্ন, পরমান্ন, পর্য্যুষিতান্ন, শুষ্কান্ন (চিড়া) ও মোদকাদি দিবে।

সরস্বতীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র।

নমো ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ নমঃ ॥

সরস্বতীর নমস্কার।

জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত-মুক্তাহারে।
বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্তে, ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে ॥
সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥ ১ ॥

আরাত্রিক বিধি।

কোশার বামদিকে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তাহার উপর প্রদীপ রাখিয়া, 'আরাত্রিক দীপায় নমঃ' বলিয়া তিনবার অর্চনা করিয়া, 'অমুক দেবতায় নমঃ' বলিয়া দশবার জপপূর্ব্বক, আসনের প্রান্তে দক্ষিণপদ ও বামপার্শ্বের ভূমিতে বামপদ রাখিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে (ঘণ্টা নিরাধারে রাখিবে না) আরাত্রিক করিবে।

প্রথম দীপমালাদ্বারা বিষ্ণুর পাদ সন্নিকটে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে বারত্রয়, সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবার আরাত্রিক করিবে। (কর্পূর দীপ থাকিলে নিবেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারাও পাঁচ বা সাতবার ব্যবহার আছে) তৎপরে, জলপূর্ণ শঙ্খ অভাবে কুশ দ্বারা (প্রতিবারত্রয়ান্তে শঙ্খ হইতে একটু জল ভূমিতে ত্যাগ পূর্ব্বক) নয়বার ব্যবহার আছে। তৎপরে, দর্পণ, বস্ত্র, বিল্বপত্র ও পুষ্প এবং চামরাদি দ্বারা প্রত্যেকে তিন তিনবার

সাধারণ দেবতাকে তিনবার এবং শিবকে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ অর্থাৎ (শিব সর্ব্বদা পূর্ব্বাস্য) তাঁহার সম্মুখ ত্যাগ করিয়া অগ্নিকোণ হইতে বামাবর্ত্তে বায়ুকোণ ও পুনশ্চ অগ্নিকোণে আসিলে একবার হইল, এইক্রমে তিনবার প্রদক্ষিণ এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

দক্ষিণান্ত প্রকরণ।

রজত মুদ্রাদি হইলে 'রজত খণ্ডায় নমঃ' দক্ষিণা উপস্থিত না থাকিলে হরিতকী ধরিয়া, 'হরিতকী ফলায় নমঃ' পূজার উপচার দ্রব্যের ন্যায় অর্চ্চনাদি করিয়া, বিষ্ণুর্ম ইত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরের কার্য্য হইলে স্বনামোল্লেখান্তে, অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ) কৃতৈতৎ মৎ সংকল্পিত অমুক কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং (বা সাঙ্গতার্থং) দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং হরিতকী ফলমর্চ্চিতং, (কিম্বা রজতমর্চ্চিতং) শ্রীবিষ্ণু দৈবতং অমুক দেবতায়ৈ (কিম্বা বিপ্র সম্প্রদানক স্থলে যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়) তুভ্যমহং সম্প্রদদে। কর্ম্মের স্বর্গগমনাদি ফলভাগী স্বয়ং না হইলে 'দদানি' বলিবে।

দেবপূজাস্থলে এইখানে অত্মসমর্পণ করিয়া, বিসর্জ্জন করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।—জল লইয়া বলিবে,—বিষ্ণুর্ম ইত্যাদি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষেঽমুকতিথৌ, অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ অমুক কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। (মাসাদির উল্লেখ না করিলেও হয়)।

বৈগুণ্য সমাধান।—হস্তে জল লইয়া, বিষ্ণুর্মইত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (স্বনাম বলিয়া) কৃতেঽস্মিন্ অমুক কর্ম্মণি যৎবৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু-স্মরণমহং করিষ্যে।

স্ত্রী ও শূদ্রেরা কিম্বা ব্রাহ্মণেও "শ্রীবিষ্ণু" নাম দশবার জপ করিবে।

ধ্যান প্রকরণ।

জগদ্ধাত্রী ধ্যান। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং, চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। শঙ্খশারঙ্গ সংযুক্ত বামপাণিদ্বয়ান্বিতাং। চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে। রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুং। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং। ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিনীং। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহনীং॥ "দুং নমো জগদ্ধাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে।

দক্ষিণকালিকা ধ্যান।—মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং, কর্ণালম্বিতবাল (বাণ) যুগ্ম ভয়দাং মুণ্ডস্রজাং মালিনীং। বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গাঞ্চ সব্যেতরে, দানাভীতি বিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাং॥

কৃষ্ণধ্যান।—ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস প্রিয়ং।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপসংঘাবৃতং।
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

কৃষ্ণ প্রণাম।—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

গোপাল ধ্যান। নীলপদ্ম সমানাক্ষং কৃষ্ণং গোপালরূপিণং। নানারত্নসমাবদ্ধ-বিচিত্রাভরণান্বিতং॥ রক্তপদ্ম সমাসীনং দধ্যোত্থ-পায়সং বরং। দধতং করপদ্মাভ্যাং গোপালং শিশুনাবৃতং॥

রাধিকার ধ্যান।—অমল-কমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং।
শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং॥

স্তনযুগগত-মুক্তা-দামদীপ্তাং কিশোরীং।
ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েহহং॥

প্রণাম।—রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং কনককুণ্ডলমণ্ডিতাং।
বৃকভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াং॥

রামের ধ্যান।—কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষ মিন্দ্রনীলসমপ্রভং।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষণ (বেষ্টন) তৎপরং।
পৃষ্ঠতো লক্ষণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভং।
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ॥
অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিনং॥

প্রণাম।—রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

সীতার ধ্যান।—নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং।
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাং॥
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্ব্বন্দিতাং।
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীং॥

মনসাদেবীর ধ্যান।—দেবী-মম্বা-মহীশাং (নাং) শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং। হংসারূঢ়ামুদারাং সুললিতনয়নাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গিং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈ-রনেকৈ-র্বন্দেহহং সাষ্টনাগা-মুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং॥ এতৎ পাদ্যং হ্রীঁ নম মনসাদেব্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

প্রণাম।—আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোহস্তু তে॥

অষ্টনাগ। অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

শীতলাধ্যান। সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদা।
বামে কুম্ভধরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা॥
দিগ্বাসামুরুহাসসুন্দরমুখীং সম্মার্জ্জনীং দক্ষিণে।
পাণৌ তাং দধতীং ভবার্ত্তিশমনীং সংসারবিদ্রাবনীং॥

এতৎ পাদ্যং নমঃ নমঃ শীতলা ক্রীঁ হ্রীঁ নমঃ শীতলায়ৈ নমঃ।

নমস্কার। নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরাং।
মার্জ্জনী-কলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং॥ ২য় ৭৭ পৃঃ স্তব।

গঙ্গার ধ্যান।—[চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বাবয়বভূষিতাং, রত্নকুম্ভাং সিতাম্ভোজাং বরদা-মভয়প্রদাং। শ্বেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামণিবিভূষিতাং] সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাং। চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাং। সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজাম্বরাং। সুধাপ্লাবিত ভূপৃষ্ঠা-মার্দ্র গন্ধানুলেপনাং। ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাং॥ (দিব্যরূপ-ধরাঞ্চাপি দিব্যমাল্যানুলেপনাং)।

পূজামন্ত্র। এতৎ পাদ্যং নমো গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবা-মৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।

জপে। নমো গঙ্গায়ৈ শিবায়ৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।

গঙ্গাপ্রণাম।—সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান।—যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জলমণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবন সম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥

প্রণাম।—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ষষ্ঠির ধ্যান।—দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং॥
পট্টবস্ত্র পরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠী-মম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥

প্রণাম।—জয় দেবি জগন্মাত-র্জ্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

মহাপ্রভুরধ্যান।—শ্রীমন্মৌক্তিক-দামবদ্ধ-চিকুরং সস্মেরচন্দ্রাননং।
শ্রীখণ্ডাগুরুচারু চিত্রবসনং স্রকৃদিব্যভূষাঞ্চিতং॥
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং।
গৌরাঙ্গং কনকদ্যুতিংনিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

প্রণাম।—আনন্দলীলাময় বিগ্রহায়, হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম রসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥
যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ, প্রেমাভিধান পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায়, চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

বিবিধ বিষয়।

সৌর কার্ত্তিকে সায়ংকালে আকাশ প্রদীপ দিবার মন্ত্র,—
দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপস্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥

নষ্টচন্দ্র।—নষ্টচন্দ্র দর্শনে পরদিন' পূর্ব্ব বা উত্তরাস্য হইয়া, মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলপান করিবে।

তন্মন্ত্রঃ—সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতাহতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তব হ্যেষ-স্যমন্তকঃ॥

নিত্যকর্ম্ম তালিকা।

এই পুস্তকে লিখিত প্রাতঃস্মরণীয় হইতে স্নান, সন্ধ্যা, পূজাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, স্বহস্তে বা স্বচক্ষে দেখিয়া গোসেবা করিবে। পরে, প্রতিবাসী এবং যাচকদিগকে যথাশক্তি দানাদি দ্বারা সাহার্য্য করিবে। তৎপরে, মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত যাঁহার যাহা জীবিকা সেই কার্য্য এবং অর্থচেষ্টা ও আহার্য্যবস্তু সংগ্রহ এবং পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিবেন। বিদ্যার্থীগণ এই সময় পুরাতন ও নূতন বিদ্যাভ্যাস করিবেন। .

মধ্যাহ্ন স্নানের পর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং তর্পণ বা পূজা না হইয়া থাকিলে, এই সময় সাবকাশ বিধায় নিশ্চিন্ত মনে ঐ তর্পণ পূজা ও জপাদি যথাশক্তি করিবে। পরে, গৃহপালিত গবাদি পশু, অতিথি এবং বালক বৃদ্ধ ও রোগীর সেবা এবং ভোজনাদির ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে, দিবা দ্বিপ্রহরের পর আড়াই প্রহরের মধ্যে ইষ্টদেবতার নিবেদিত অন্নাদি স্বয়ং ভোজন করিবে। পরে, অন্যান্য নর নারী এবং এবং দাস দাসী প্রভৃতির ভোজনানন্তর গৃহকর্ত্রী স্বয়ং ভোজন করিবেন।

"ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ" অর্থাৎ ভোজনের পর রাজার ন্যায় বামে বা দক্ষিণে কিঞ্চিৎ হেলিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া, নিদ্রা ব্যতীত দুইদণ্ড বিশ্রাম করিবে। পুনশ্চ সাংসারিক কার্য্য এবং স্বাধীন শিক্ষিত নর নারীগণ সৎগ্রন্থ ও সংবাদ পত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক দেশ বিদেশের সংবাদ জানিয়া দেশোন্নতি ও আত্মো-ন্নতির চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন। ছাত্রেরা গুরুর নিকট হইতে নূতন পাঠ্য গ্রহণ ও ব্যাখ্যাদি আলোচনা করিবেন। "ইতিহাস

পুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।" ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রহরার্দ্ধ কাল ইতিহাস ও পুরাণাদির আলোচনা করিবে।

অপরাহ্ণে বালক ও যুবকগণ নগ্নপদে ব্যায়াম জনক ক্রীড়াদি করিবেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা হাস্যোদ্দীপক গল্প ক্রীড়া ও ভ্রমণাদি করিবেন, হাস্যে স্বাস্থ্য ও আয়ুবৃদ্ধি হয়। পরে, সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত সময়ে সায়ং সন্ধ্যা ও যথাশক্তি জপাদি করিবেন।

স্ত্রীলোকেরা যথাকালে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন এবং অর্থ-চেষ্টার পরিবর্ত্তে সেই সময় গৃহকার্য্য এবং অন্নপাকাদি করিবেন। মধ্যাহ্নে যথাসময়ে আহারান্তে দুইদণ্ড বিশ্রামের সহিত শিশু-দিগকে গল্প ছলে সদাচার শিক্ষা ও সদুপদেশ দান ও পাঠাভ্যাস করাইবেন এবং নিজেও নীতি এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিবেন। তৎপরে, যথাসম্ভব কুটীর শিল্প, সূচ ও চরকা পরিচালনাদি কার্য্য করিয়া, দিবাশেষে গৃহ শয্যা এবং ব্যবহার্য্য বস্তু সকল পরিষ্কার ও যথাস্থানে স্থাপন করিবেন।

অপরাহ্ণে বাটীসংলগ্ন উদ্যানে জলসেচন ও পানীয় জল আনয়ন এবং পতি পুত্রাদির কার্য্যের সহযোগিতা করিবে। পরে, গেহ দেহ এবং কেশ ও বেশভূষার সংস্কার ও পারিপাট্য সাধন করিবেন। প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শয্যা রচনা এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা উত্তোলন করা কর্ত্তব্য।

তৎপরে, সায়ং সন্ধ্যা শেষ করিয়া, পুনশ্চ রোগী, বৃদ্ধ ও বালকাদির ও গবাদির তত্ত্বাবধান ও শৌচাশৌচ কার্য্যে এবং রন্ধনাদি কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইবে। যথাসময়ে সন্ধ্যাদি না করিতে পারিলে, সাবকাশ সময়ে নিশ্চিন্তমনে সন্ধ্যাদি করাই প্রয়োজন।

দাসত্ব জীবিকগণ তাঁহাদের অবকাশ মতে কিম্বা প্রত্যুষকালেই মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য সন্ধ্যাদি কার্য্যগুলি একদাই সমাধা করিবেন। একপ্রহর বেলার মধ্যে আহার করা আবশ্যক হইলে, অর্দ্ধমাত্রা বা কিঞ্চিদধিক আহারই কর্ত্তব্য কিম্বা দিবসে মিষ্টদ্রব্য ও দুগ্ধ ফল মূলাদি খাইয়া, রাত্রি চারি দণ্ডের পরেই পূর্ণমাত্রায় ভোজন করিবেন। পশ্চিমদেশের অনেক লোকের এই নিয়মেই দেহ ভালো থাকে। দাসদাসী দ্বারা কার্য্য করাইলেও নরনারী সকলেরই প্রত্যহ ব্যয়াম করিবারও স্বাবলম্বী হইবার জন্য স্বহস্তে কার্য্য অভ্যাস করা এবং কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা বিশেষ প্রয়োজন, উহাদ্বারা দেহ এবং মন বিশেষ সুস্থ ও সবল থাকে।

সায়ং সন্ধ্যা সমাধা হইলে পরে পার্শ্ববর্ত্তী ও স্বকীয় গ্রামবাসী এবং পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ হইতে চাণ্ডাল পর্য্যন্ত সর্ব্বজাতীয় মানবগণ একস্থানে সমবেত হইয়া, গ্রাম ও পল্লীগুলির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এবং সংবাদ পত্রাদি পাঠ ও আলোচনা করিবেন। তৎপরে, সকলে একত্রিত হইয়া, রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন রূপ সংগীত রস উপভোগ করিবেন। প্রতিদিন না হইলে, সাপ্তাহিক বা মাসিক পর্ব্বাদি উপলক্ষেও এই নামকীর্ত্তন প্রয়োজন। অমাবস্যা পূর্ণিমাদি পর্ব্বে যেমন জড়শক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়, সেইরূপ দেহ এবং মনেরও উৎকর্ষ বা শক্তিবৃদ্ধি হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ ঘটে, সেজন্য ঐ সকলদিনে সৎকার্য্য বা অসৎকার্য্য যাহা করাযায়, তাহার ফলাধিক্য অর্থাৎ ইষ্ট বা অনিষ্টের আধিক্য হইয়া থাকে, সুতরাং পর্ব্বাদিতে সংযত থাকা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। ঐ দিনে স্ত্রীসঙ্গমাদিতে অধিক শক্তিক্ষয় ও রক্ত দূষিত হইয়া

স্বাস্থ্যহানি ঘটে, সেজন্য ঐ দিনে ভোগ বিলাস ত্যাজ্য। সাবকাশমতে সাপ্তাহিক বা মাসিক এক এক দিন গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করাও প্রয়োজন, ইহাদ্বারা বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোক এবং রোগীদিগকে ও কীর্ত্তন শুনাইয়া আমোদিত এবং ঈশ্বরকে স্মরণ করান হয়। বাদ্য ও উচ্চ সংগীত ধ্বনিতে বায়ুমণ্ডলি প্রকম্পিত ও ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বায়ুস্তর সংশোধিত হইয়া থাকে। সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া পল্লীমধ্যে একটি দেবালয় কিম্বা হরিসভা করিয়া, ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে শঙ্খ ঘণ্টাদি ধ্বনি পূর্ব্বক ধূপ ধূনাদি ও ফল পুষ্পাদি দ্বারা পূজা পাঠ এবং নীতি ও ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য, কারণ সর্ব্বদা কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ থাকিলে মানবের অধোগতি হয়।

রাত্রি চারিদণ্ডের পর দেড়প্রহরের মধ্যে সকলেরই আহার করা প্রয়োজন। তৎপরে, মহানিশায় আহার করা অস্বাস্থ্যকর এবং শাস্ত্র নিষিদ্ধ। ভোজনের দুইদণ্ড মধ্যে কেহই শয়ন করিবেন না, উহাতে পরিপাকের বিঘ্ন হয়। নিদ্রার পূর্ব্বে দৈনিক কোন কার্য্যের ভুল ভ্রান্তি হইয়াছে কি না স্মরণ করিবে এবং পরদিন তাহা সমাধা করা স্থির করিবে, পরে, ঈশ্বরের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া নিদ্রা যাইবে।

নিত্যকর্ম্মে কথিত কার্য্যগুলি বালক কাল হইতে অভ্যাস এবং শিক্ষাদানের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক হিন্দু বিদ্যালয়ে বা চতুষ্পাঠিতে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অসুবিধা হইলে দেশের বা গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে একটি দেবালয় বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক সেই সেই স্থানেই দিবসে শিক্ষাদান এবং রাত্রে হরিনাম কীর্ত্তনাদি করিতে হইবে। যেদিন নাম কীর্ত্তনের

সুযোগ না হইবে সেই রাত্রিতে সেই সময়ে বা কীর্ত্তনের পূর্ব্বে নীতিশাস্ত্র কিম্বা ভক্তিশাস্ত্র বা অন্য সৎগ্রন্থ পাঠাদি করিবেন। সৎপ্রসঙ্গ বা সদালোচনা না করিয়া যেন বৃথা দিন না যায়। বাল্যকাল হইতে অভ্যাস থাকিলে, নিত্যকর্ম্মগুলি সকলেই অনায়াসে সমাধা করিতে পারিবেন। আমাদের দেশের জননীরা এই নিত্যকর্ম্মের অভ্যাসে কার্য্যের অনুষ্ঠানগুলি অনায়াসে পালন করিতে পারেন এবং বালক বালিকা দিগকে শিখাইতেও পারেন, তাহাহইলে তাঁহারা সন্তানের সহিত নিজে স্বাস্থ্যবতী ও বীর প্রসবিনী এবং ধার্ম্মিকা জননী হইবেন।

শাস্ত্রের আদেশ ও অভিপ্রায় এবং যুক্তি অনুসারে নিত্যকর্ম্মে যাহা লেখা হইল, দেশ কাল পাত্রানুসারে চিরদিনের নিমিত্ত ইহাই এদেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিয়াছিলেন। ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা আয়ু, বল, স্বাস্থ্য এবং মনের উন্নতি হইবে এবং কাম ক্রোধ ও লোভাদি ইন্দ্রিয় বেগ সংযত থাকিবে। দেহ ও মন সবল ও সুস্থ থাকিলে, আত্মোন্নতি ও পরোপকার স্পৃহা জন্মিবে। অর্থ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার ব্যতীত পরোপকার করা যায় না সুতরাং সদভাব এবং পরোপকার ইচ্ছায় স্বার্থত্যাগ অভ্যাস হইবে। ত্যাগী হইতে পারিলে, মন উদার হওয়ায় দ্বেষ হিংসাদি নীচভাব খর্ব্ব হইয়া যাইবে। তখন সার্ব্বজনীন প্রীতি বা প্রেম জন্মিবে। সকলের প্রতি তোমার প্রেম হইলে তোমাকেও সকলে ভালো বাসিবে এবং তোমার সহিত মিত্রভাবে মিলিতেও ইচ্ছা করিবে।

অয়ং নিজ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাং।
উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

এই আত্মীয় এই পর লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণ ইহা মনে করেন কিন্তু উদার চরিত মানব পৃথিবীর বকলকেই আত্মীয় ভাবেন।

ত্যাগ ও প্রেমে মানবের মন উন্নত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলে, রজোগুণের প্রাবল্যে তাহার সাহস ও বীরভাব আসিবে এবং যশ মানের ইচ্ছায় দেশের ও দশের জন্য তাঁহার কর্ম্মস্পৃহা বলবতী হইবে, তখন তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধে যে কোন শক্তি বাধা দিবে তিনি সেই শক্তির বিপক্ষে কায়মনো বাক্যে প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

দেশপ্রেম, ত্যাগ, ও বীরত্বের ভাবে মানবের মন যখন সতেজ, উদার ও প্রফুল্ল হইবে, তখন তিনি পাশবিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন অনায়াসে সহ্য ও উপেক্ষা করিতে পারিবেন। বারম্বার উৎপীড়িত ও বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, তাঁহার প্রতিহত শক্তি অন্তর্ম্মুখীন হইয়া সত্ত্বগুণের উদয় হইবে, তখন সাত্ত্বিকভাবে শুদ্ধচিত্ত মানব ভগবানের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিবে এবং তাঁহার সহায়তাও পাইবে। "অভয়ং সত্ত্ব সংস্থিত্যৈ" সত্ত্বগুণে সংস্থিত মানব অভয় প্রাপ্ত বা সাহসী হয়। সেই সাত্ত্বিক ও সৎসাহসী মানবকে দেখিলে, দেহ গেহাদির প্রতি মমতা বিশিষ্ট ভোগাভিলাসী রজ ও তমো গুণান্বিত মানবেরা সঙ্কুচিত, ভীত ও দুর্ব্বল এবং নত হইয়া পড়ে এবং উক্ত সাহসীর প্রতি শ্রদ্ধা ও জন্মে, তখন সেই সৎ ব্যক্তির প্রতি তাহাদের পশুবল প্রয়োগের ইচ্ছাও প্রদমিত ও ব্যর্থ হইয়া যায়। যে দেশের লোক এইরূপে স্বাবলম্বী হইয়া ব্যক্তিগত সামর্থ্য লাভ করিবে, তাঁহাদের সুপরিষ্কৃত হৃদয়ক্ষেত্রে ভগবান স্বাধীনতা বা স্বরাজ বীজ বপন করিয়া পোষণ করিয়া থাকেন, সেই সময়

মানব সঙ্ঘ বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিবে, তাহাদের সেই মিলিত শক্তি সুদৃঢ় হইলেই স্বরাজ বা স্বাধীনতা আপনিই করতল গত হইবে। গুণবান্ লোকেরা পরের গুণ দেখে দোষ দেখে না, তোমরা ইংরাজের গুণ দেখিয়া গুণী হইবে, দোষ দেখিও না।

প্রাণের মিলনে একতা।

ক্ষুদ্র বা মহৎ জমিদার কিম্বা মহাজন হইয়া, তুমি যদি প্রতিবেশীর রোগে ঔষধ পথ্য এবং তাহাদের আর্থিক ও অন্নবস্ত্রের সাহায্য কর; তাহাদের সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হইয়া যথাশক্তি দৈন্য মোচনের চেষ্টা কর, পূজা পার্ব্বণে তাহাদের লইয়া একযোগে আমোদ উৎসব কর, এবং নিমন্ত্রণ করিয়া আদরে পেট ভরিয়া খাইতে দেও, তাহা হইলে মুষল মান বা হিন্দু যেই হউক তাহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুগত ও বাধ্য হইবে এবং তোমাকে আপনার জন বলিয়া বিশ্বাসও করিবে। পোষণ করিলে হিংস্র স্বভাব বন্য পশুও তোমার বশ হয়। তুমি অন্যায় অত্যাচার কিছু করিলেও তাহারা হিতৈষী জ্ঞানে সহ্য করিবে। এই প্রকারে পরোপকার করিলেও তোমার যথেষ্ট ধর্ম্ম হইবে। আমরা বাল্যকালে এই ভাবই দেখিতাম, তখন প্রতিবেশী হিন্দু মুষলমান পরস্পর বয়োজ্যেষ্ঠকে দাদা চাচা বলিয়া ডাকিত, তখনকার সেই মিলন অনুরোধের নহে প্রাণের মিলনই ছিল, তখন কেহ কখন মনেও করিত না যে দাদাঠাকুর বা বাবাঠাকুর আমাদের বাটীতে ভাত জল খাননা, আমরা তাঁহার বাটীতে খাইব কেন;

পক্ষান্তরে তুমি যদি জন্মাবধি জন্মস্থান না দেখ, তথাকার লোকের সহিত আলাপ পরিচয় না কর, তাহাদের সহিত সহানুভূতি কিছুই না দেখাও, অধিকন্তু সহরবাসের উৎকট ভোগ বিলাসের জন্য আয়ের তিন গুণ ব্যয় কর এবং কেবল টাকার জন্যই দেশের কর্ম্মচারী দিগকে পীড়ন কর, তাহা হইলে কর্ম্মচারী ও জমিদারের অভিমদশা বুঝিয়া যথাসাধ্য প্রজাপীড়ন করিবে, তখন প্রজারাও সর্ব্বপ্রকারে অবাধ্য ও উত্তেজিত হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে।

দেশোদ্ধারের বক্তৃতায় বা তাহাদের বাটীতে যাচিয়া ভাত জল খাইলেও তাহারা তখম ভুলিবে না। তোমারা যাহাদের হাতে খাইবে, মূর্খ উড়ে মেড়ো হইলেও সে ব্যক্তি তোমার হাতে খাইবে না। এদেশে নিম্ন জাতির অন্ন জল খাইলে সংস্কার বিরুদ্ধ হেতু হিন্দু মুষলমান সকলেই তোমাকে বিধর্ম্মী বা ম্লেচ্ছ ভাবিয়া ঘৃণার চক্ষেই দেখিবে, তোমার কথায় কেহ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিবে না, ঐরূপ লোককে সাহেবরাও হীন বলিয়া মনে করেন। যে জাতির অন্ন জল খাইবে, সেলোকও বিশেষ উপকৃত বা কৃতার্থ হইলাম মনে ভাবিবে না, ফলে তুমিই নাবিয়া অধঃপাতে যাইবে, কারণ তোমার অভ্যাস বা সংস্কার এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ আহার ব্যবহার গ্লানি জনক ও অতৃপ্তিকর হইবে এমন কি কঠিন রোগের নিদান ও হইতে পারে।

ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে সত্ব ও রজোগুণ প্রধান হয়েন এবং ইতর লোকেরা অধিকাংশই তমোগুণ প্রধান, উভয়ের গুরুতর সংসর্গে সকলে তমোগুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ নীচতাই লাভ করে, যেমন দুগ্ধ ঘোলে মিশাইলে ঘোলই বাড়িয়া যায়, ঘোল

কখনই তুষ্ট হয় না। তাই লোকে বলে, "সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ" কিন্তু কর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তনায় মথিত হইয়া, ঘোলের সার নবনীর ন্যায় যদি কেহ সংসারে শ্রীশ্রীপ্রেমের সুগন্ধি লইয়া ভাসিয়া উঠিতে পারেন, তবে সেই মহাত্মার সংস্পর্শে পাপী তাপী উদ্ধার হইতে পারে, তখন কবি বলিবেন "কয়লা করয়ে যদি আগুণের সঙ্গ, ছুয়ে যাবে মলিনতা, রাঙ্গা হবে অঙ্গ" (নি প্র ৬৪ পৃষ্ঠা দেখ)।

অতএব নেতৃগণ আপনারা অকপট ত্যাগে প্রেমে ও সময়োচিত বীরত্বে আদর্শ মানুষ হইয়া, বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত রাজনৈতিক তত্ত্বেই সকলের সহিত মিলিত হউন; সহজেই সকলের সহানুভূতি পাইবেন। এখনও পল্লীতে বসিয়া পূর্ব্ব-পুরুষের কর্ম্মপন্থায় স্বরাজের চেষ্টা করুন, শীঘ্রই ফল হইবে। পল্লীবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ! আপনারা প্রাচীন প্রথায় প্রতি-বাসীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া, স্ব স্ব গ্রামে পল্লীসমিতি স্থাপন পূর্ব্বক নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি দ্বারা ভারতের জাতীয় সৎশিক্ষা বিস্তার করুন; যশ বা স্বার্থের জন্য কেবল বড় বড় নেতার পশ্চাৎ ঘুরিলেই স্বরাজের কার্য্য হইবে না। আপনারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করুন এবং দেশজাত বস্ত্র ও ঔষধাদি নিজেরা ব্যবহার করুন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরাও যাহাতে যথাসাধ্য প্রাণপণে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা করুন; তাহা হইলে দেশ ক্রমশঃ স্বাবলম্বী হওয়ায়, ঘরে বসিয়াই আপনাদের বার আনা স্বরাজ আদায় হইবে।

ধর্ম্ম বা আচারে আপনাদের মত পার্থক্য থাকিলেও পরস্পরের দ্বেষ হিংসায় যেন দেশের কার্য্যের ক্ষতি না হয়। পূর্ব্বে জাতি

ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া হিন্দু মুষলমান একযোগে দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেন, গত মহাযুদ্ধেও তাঁহারা ঐ ভাবে ভারত সম্রাটের সাহায্য করিয়াছেন, পৃথক্ ধর্ম্মাচারে কার্য্যের কোনই ক্ষতি হয় নাই, সম্রাটের পক্ষ হইতেও সে পক্ষে সাহায্য ব্যতীত বাধা দেওয়া হয় নাই আমাদের সুসভ্য রাজা ধর্ম্মে বাধা দেন না।

রাজনীতির সহিত ধর্ম্মাচারের সংস্রব থাকিলে কার্য্যের ক্ষতি হইবে, ইহা বুঝিয়াই নব্যতন্ত্রীবীর তুরস্ক সুলতান মুস্তফা কামাল পাশা কোন প্রজার ধর্ম্মে বা আচারে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং নিজের মুষলমান ধর্ম্মকেও রাজ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, দেশ কাল বুঝিয়া পোষাক এবং আচারের ক্রমশঃ কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেছেন মাত্র। ভারতের মুষলমানগণ পূর্ব্বকালে যদি এই পথে চলিতেন, প্রজার ধর্ম্মে হাত না দিতেন, তাহা হইলে ভারত আজ এরূপ ছিন্ন ভিন্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত কখনই হইত না, এখনও তাঁহারা ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া, দেশাত্মবোধে হিন্দু ভ্রাতাদিগের সহিত ভাই বলিয়া পরস্পরে মিলিতে শিখুন; এখনই স্বরাজ পাইবেন। এক্ষণে কেবল ভেদনীতির কুহকে ভুলিয়াই হিন্দু মুষলমান এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত দল অকারণ পরস্পর বিবাদে স্বরাজ পিছাইয়া দিতেছেন। ইতি পূর্ব্বে কোন সময় স্পর্শ দোষে বা বাদ্য ধ্বনিতে মানহানি বা ধর্ম্মহানি কাহারও মনেই হইত না।

যে এসিয়া বাসীর বেদ ও কোরাণ মানব সমাজের নীতি ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং নানাবিধ জ্ঞানের আদর্শ স্থানীয়, যে ভারতের ধর্ম্ম ও আচারের কথা যৎকিঞ্চিৎ শুনিয়াই আমেরিকা-বাসী মুগ্ধ হইয়াছেন, সাহেব বিবি হবিষ্য করিতেছেন, কত

অলকট ও উড্রোপ গেরুয়াধারী ও সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং কত এনীবেশান্ত ভাবিয়া অন্ত পাইতেছেন না, সে দেশে বিলাতি ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য আপনাদিগকে সমুদ্রপারে পাঠান হয় নাই, ভারতবাসী রাজনৈতিক জগতে কূপমণ্ডুক ছিল, সুসভ্য ইংরাজের কল্যাণে কাব্য গতিকে অধুনা সেই সকল বিষয়ে আপনাদের চক্ষু ফুটিয়াছে।

আপনারা স্বাধীন দেশ হইতে মুক্তি মন্ত্র "স্বরাজ কথা" যাহা ভারতে আনিয়াছেন, সে জন্যই আমরা আপনাদিগকে এক্ষণে মান্য গণ্য ও চিরপূজ্য করিয়া রাখিব। আপনারা যদি জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ আহার ব্যবহার ভাব ভাষা যথাসম্ভব ঠিক্ রাখিয়া, চরিত্র হীন না হইয়া বিদেশ হইতে আসিতে পারেন, জাতি ধর্ম্ম যথাশাস্ত্র মানিয়া চলেন, অর্থাৎ যেমন ছেলেটি বিদেশে পাঠাইব স্বদেশে আসিয়াও সেই ভাব বজায় থাকিলে বা করিলে, আমাদেরই ছেলে ভাবিয়া ধুইয়া মুছিয়া লইতে এক্ষণে বোধ হয় কাহারই আপত্তি থাকিবে না।

রাজনৈতিক সম্বন্ধে আপনারা যাহা বলিবেন, তাহা নত মস্তকে সকলেরই পালন করা উচিত। ধর্ম্মের গণ্ডগোল করিলে স্বরাজ পণ্ড না হউক পিছাইয়া যাইবে, কাবুলের দশাও ঘটিতে পারে, এখনও পল্লী গ্রামে হতর জাতির মধ্যে মোড়ল, মোল্যা ও পুরোহিত দিগের যথেষ্ট প্রভাব আছে।

আপনাদের ইহাও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, এদেশে এখনও শত করা বিরানব্বুই জন লোক অশিক্ষিত দুই জন মাত্র ইংরাজি শিক্ষিত সুতরাং অধিকাংশ লোকের মতের সহিত

যথাসম্ভব স্বমতের মিল রাখিয়াই কার্য্য করা উচিত। এখনও সাধারণ লোকে বাবুদের স্বরাজ বলিয়াই জানে।

কার্য্য গতিকে ও অর্থাভাবে বয়স্থ ও বয়স্থা পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে হিন্দু সমাজ বাধ্য হইয়াছেন। স্কুল কলেজ রেলও চায়ের কল্যাণে স্পর্শ দোষ নির্দ্দোষ প্রায় হইয়াছে। এখন হিন্দু মুষলমান প্রায় অনেকেরইত আর খাদ্যাখাদ্যের বিচার চলে না, জেলখানায় সব যে একাকার হইয়াছে। প্রকারান্তরে জাতি ধর্ম্মত অনেকেই ছাড়িয়াছেন। এখন সহরে এবং বিদেশে পর্দ্দা প্রায় গুটান হইয়াছে কিন্তু রক্ষার ক্ষমতা না থাকায় ভারতের পল্লীতে নীরাহরণ নিত্যকর্ম্মে দাড়াইয়াছে; সুতরাং চরিত্রহীন ব্যাভিচারপ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত দেশের অবস্থাভিজ্ঞ লোকেরা আর পল্লীগ্রামে এ সময় পর্দ্দা গুটাইতে বলিবেন না। ঐ সকল ব্যবস্থা স্বাধীন জাতির চলিতে পারে, অর্থাৎ কোন কালা লোক যদি শ্বেত মহিলার গাত্রে হস্তক্ষেপ করে, তবে তাহার প্রাণ দণ্ডও হইতে পারে।

উচ্ছৃঙ্খলবাদীদিগের কামনাত আপনিই পূরণ হইতেছে, ভারত উদ্ধার হয় না কেন ইহাইত দুঃখের বিষয়। আর টানা টানি কেন এবং আইন কাননের প্রয়োজনই বা কি? দুই পাঁচটি প্রাচীন পন্থী মোল্লা বা পুরোহিতের দল না হয় বাদ থাকিল, স্বরাজ আটকাইবে না, রক্ষণ শীল দলত সকল দেশেই আছে *।

যদি অনন্ত পরকালের ভাবনা না থাকিত, পুনর্জ্জন্ম বা কর্ম্ম-ফলের কথা মনে না হইত, বায়স্কোপের চলচ্চিত্রের ন্যায় এই নশ্বর ধন জন জীবন যৌবনের চঞ্চলতা না দেখিতাম, তাহা হইলে ঐহিকসর্ব্বস্ব উচ্ছৃঙ্খল বাদীদিগের মতেই আমরা স্বমত স্থাপন

করিতে আপত্তি করিতাম না। উদ্ধত কার্য্যের শেষ পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তোমরাই একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, জাতিধ্বংস হইলে কাহার স্বরাজ করিবে *। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ। মূর্খেরা কার্য্যের পরিণাম না দেখিলে ফল বুঝিতে পারে না। ঐ দেখ; উদ্ধত রক্ত রুষিয়া বলশেভিক বাদের কুফল দেখিয়া, এক্ষণে উহার সুফল পাইবার জন্য শ্বেত ও সমতার পথে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খলবাদীগণ তোমরা কদাচ গোপনে বা প্রকাশ্যে রাজার হিংসা রূপ পাপ করিও না; আত্মোন্নতির চেষ্টা কর।

"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে।" এই প্রবাদ বাক্য এখনও এদেশে বজায় আছে, বহু খনিজ পদার্থে পূর্ণা এবং বহু-শস্য প্রসবিনী ভারত মাতা নির্দ্ধন কিসে; যে দেশে গামা ও রামমূর্ত্তির ন্যায় লোক জন্মিতেছেন, সেদেশে এখন বাহুবল নাই কে বলিল, যে দেশে মহাত্মা তিলক জগদীশ, গান্ধি ও দেশবন্ধু প্রভৃতি মহামনীষী ব্যক্তি জন্মিতেছেন, সেদেশ বুদ্ধীহীন বা সাহস হীন এখনও হয় নাই, তেত্রিশ কোটি মানবের জননী ভারতের জনবলই বা কম কি? কিন্তু প্রাকৃতিক সংস্কারে পশু পক্ষীরাও সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐক্য হইয়া বিপদে আত্মরক্ষা করে, বহুকাল হইতে

* হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইয়া মুষলমান প্রবল হইতেছে, এজন্য শুদ্ধি বিধান একদিকে ভালো কিন্তু ঐ সম্প্রদায়কে ভক্তিমার্গে হরিনামে দীক্ষিত করিয়া, ব্রাহ্ম প্রভৃতির ন্যায় পৃথক্ রাখা প্রয়োজন, নচেৎ দুই তিন পুরুষ পরে মুষলমানেরা হিন্দু হইয়াছে কি হিন্দুরা মুষলমান হইয়াছে ঠিক্ থাকিবে না, অর্থাৎ সবই এক মুষলমান জাতির ন্যায়ই হইয়া যাইবে।

ভারতবাসী সেই একতা বিহীন হইয়াই আজ বিপন্ন ও অবসন্ন, আপনারা প্রাণপণে সেই একমাত্র রত্ন "একতা" উদ্ধার করুন, সব পাইবেন, ভারতের কিয়দংশ লোকও একতাবদ্ধ হইলে ভাবনা থাকিবে না। সম্রাটের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বরাজ লাভ অনায়াসেই হইতে পারে। রাজনৈতিকে সকলে একমত হও।

অতএব নেতাগণ! স্থিরভাবে প্রকৃত কার্য্যের চেষ্টা করুন; বাজে হুজুক লইয়া নাচিবেন না। ভারত চিরদিনই আত্মার মুক্তিকামী কিন্তু আহার ব্যবহার বেশবিন্যাস সর্ব্ববিষয়ে তোমার দেহ পরাধীন থাকিলে, অর্থাৎ মুখে স্বদেশী বলিয়া কার্য্যে সাহেবীয়ানায় চলিলে, বিলাতি সেমটি পর্য্যন্ত ছাড়িতে না পারিলে, দেহাবস্থিত আত্মারূপী তুমি তোমার সকল প্রকার মুক্তিইত দুঃসাধ্য হইবে।

মানব যেমন সংসারের মোহ মায়ায় মুগ্ধ থাকিয়া প্রকৃত মুক্তির সুখ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ ভারতবাসীরা বহুদিন পরাধীন থাকায় স্বাধীনতারূপ প্রকৃত মুক্তির সুখ ভুলিয়া গিয়াছেন' তাঁহাদের সেই শুষ্ক অসাড় প্রাণে স্বাধীনতার রসভাব যাঁহারা সঞ্চার করিতেছেন, তাঁহারা জগতের সকলের নিকটেই পূজ্য, তাঁহাদের প্রেরণাতেই অধুনা অনেকে জাতীয়মুক্তি চাহিতেছেন, এসম্বন্ধে ইংরাজই আমাদের একপ্রকার শিক্ষাগুরু, কিন্তু একথাও আপনারা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, বহুদিন ইংরাজ শাসিত হইলেও ভারত ভারতই আছে, ইহা ইংলণ্ড বা ইউরোপ হয় নাই বা হইবে না এবং বহু চেষ্টায় ও ভারতবাসী আপনারা সাহেব হইতে বা সাহেবের সম্মান পাইতে পারিবেন না সুতরাং অন্য পথে গেলে আপনাদের দুকুলই নষ্ট হইবে।

সেজন্য এক্ষণে আমরা বলিতেছি, ভারতের হিন্দু মুষলমান গণ! আপনারা স্ব স্ব জাতীয় আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা এক্ষণে হারাইতে বসিয়াছেন, সেগুলির সম্ভবমত রক্ষার সহিত প্রকৃত স্বদেশী ছাঁচেই স্বরাজ প্রস্তুত করিতে পারিলে, জাতীয়তার পুষ্টিরক্ষা হইয়া, দেহ এবং আত্মা দুয়েরই প্রকৃত মুক্তিপথ প্রস্তুত হইবে, অর্থাৎ ইহ পরকালের দুইপথই বজায় হইবে। ইহাই প্রকৃত পথ, এই পথেই দেশোদ্ধারের চেষ্টা করুন। "নান্যঃ পন্থা। নায়ং কালঃস্বভেদনে।" (মহাভারত) অন্যপথ সুবিধাজনক নহে এবং এখন আমাদের গৃহবিচ্ছেদেরও সময় নহে। সকলের একভাব এবং এক উদ্দেশ্য হইলেই যথার্থ প্রাণের মিলনেই আমাদের অচিরেই স্বরাজ বা একতা লাভ হইবে।

এক্ষণে সর্ব্বজাতীয় ভারতবাসীর নিকট আমাদের অনুরোধ, যাহা জীবের জন্মগত অধিকার, ভারতব্যতীত সভ্য অসভ্য প্রায় সকল দেশের লোকেরা যাহা এখন অবাধে ভোগ করিতেছেন, ঐশ্বরিক নিয়মে পশু পক্ষীরাও যাহা অনায়াসে সুখে ভোগ করে, নিজেদের আলস্য ও বিশ্বাসঘাতকতায় যাহা আমরা হারাইয়াছি, সেই স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইবার জন্য রাজরাজেশ্বর ভগবানের নিকট দৈনিক উপাসনার পরেই সকলে যেন পারত্রিকের ন্যায় ঐহিক মুক্তি ও প্রার্থনা করেন, সকলের সমবেত প্রার্থনা ঈশ্বর নিশ্চয় শুনিবেন ও শীঘ্র পূরণ করিবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যেমন সমুদ্রগর্ভে পতিত ব্যক্তি অকূল সাগরেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সন্তরণে বিরত হয়না, তোমরাও সেইরূপ স্বাবলম্বী হইবার আশায় প্রাণপণে চেষ্টা কর, কূল পাওয়া অসম্ভব নহে।

দেশাত্মবোধ এক্ষণে উপাসনার অঙ্গবৎ নিত্যকর্ম্মের ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায় কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সকল নর-নারীর নিত্যস্মরণীয় করিবার জন্য এবং দেশবাসীদিগের সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদ ভঞ্জনের জন্য এই প্রবন্ধ লেখা হইল। আমি নগণ্য লোক হইলেও এই স্বাধীনতা বাদের যুগে কিছু বলিবার বাধা নাই ভাবিয়া, কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় শান্তিপ্রিয় রক্ষণশীল দেশ-বাসী দিগের পক্ষহইতে আমাকর্ত্তৃক ভগবৎ প্রেরণায় যৎকিঞ্চিৎ যাহা লেখা হইল, শিক্ষিত সামাজিক গণ তাহার দোষ ত্রুটি ত্যাগ ও মার্জনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, ইহাই আমরা আশা করি।

হরি নামেই প্রাণের মিলন।

যাঁহারা অর্থ সামর্থহীন তাঁহাদের পক্ষে কেবল একতাই প্রধান বল। প্রতিদিন নামকীর্ত্তন উপলক্ষে গ্রামের ব্রাহ্মণ হইতে চাণ্ডাল পর্য্যন্ত সর্ব্বজাতীয় নরনারী একস্থানে সমবেত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন ও নৃত্যামোদে আনন্দ করিতে থাকিলে, উচ্চের জাত্যভিমান খর্ব্ব হইয়া, উদার ও প্রেমভাবের সঞ্চার হইবে। প্রত্যহ পরস্পরের সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণাদি দ্বারা দ্বেষ হিংসা ও বঞ্চনাদি নিকৃষ্টভাবের পরিবর্ত্তে সদ্ভাব ও ধর্ম্মভাবের পুষ্টি হওয়ায় বিবাদ বিসম্বাদ বা মোকর্দ্দমা কমিয়া যাইবে। নামকীর্ত্তন পুণ্যে পল্লীর আধি ব্যাধি ক্ষয় ও সুখ শান্তি বৃদ্ধি হওয়ায় সকলে পরস্পরের মঙ্গলকামী হইবে। মানুষ সুখে সচ্ছন্দে থাকিলে তাঁহার আত্মজাগরণে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও কর্ম্মশক্তির উদ্রেক হইয়া স্বরাজ লাভের প্রবৃত্তি জাগিবে।

এই নৃত্যামোদ জন্য প্রেম ও পুলকে এবং ভক্তির আতিশয্যে

পরস্পরকে আলিঙ্গন, স্পর্শ ও সম্ভাষণাদিকার্য্যদ্বারা উচ্চজাতির কোন দোষ বা অপবিত্রতা হইবে না, যেমন গ্রহণসময়ে জড়-শক্তির উৎকর্ষ হইয়া সাত্ত্বিকতার বিকাশে সকল জল গঙ্গাজল তুল্য হয়, সেইরূপ বাসুদেবের মহোৎসবে নামমাহাত্ম্যে সাত্ত্বিক-ভাব উদয়ে সকল লোকই শুদ্ধদেহ হয়েন * সুতরাং সেই সময় নীচস্পর্শহেতু অশুচি আশঙ্কায় যদি কেহ স্নান করেন, সেই পাপীকে দেখিলেও পরিধান বস্ত্র সহ স্নান করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। সেইজন্য মহাপ্রভু ভাবমূর্চ্ছিত সুনীচজাতীয় ভক্তকেও আলিঙ্গন গর্ব্বানুভব করাইতেন কিন্তু সেজন্য তাঁহার কোনভক্তই (তৃণাদপি সুনীচেন [প্র নি ২৭ পৃষ্ঠা] বাক্যস্মরণে) গর্ব্বিত হইত না নতই থাকিত।

অতএব ধনী জমিদার মহাজন তুমি যেই হও; যিনি সচী-মাতার করুনক্রন্দন ও স্নেহ মমতা এবং যুবতীপত্নীর প্রেমালিঙ্গন অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া, রাধাভাবে ভাবিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমরস নিজে আস্বাদন করিয়া, জগৎকে আস্বাদন করাইয়াছিলেন, তোমরা সেই প্রেমাবতার মহাপ্রভুর প্রদর্শিত

---

* সর্ব্বং ভূমিসমং দানং সর্ব্বে ব্যাসসমা দ্বিজাঃ।
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ স্মৃতিঃ।
রত্নাকরে বৃহস্পতিঃ। তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে। নগর গ্রাম দাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি ন দুষ্যতি॥ আপদ্যপি চ কষ্টায়াং রুগ্ভয়ে পীড়িতে তথা। মাতাপিত্রো-গুরুশ্চৈব নির্দ্দেশে বর্ত্তনাত্তথা॥ উৎসবে বাসুদেবস্য স্নায়াদ্যোঽশুচি শঙ্কয়া। তাদৃশং কল্মষং দৃষ্ট্বা সচেলো জলমাবিশেৎ॥

ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া, প্রেম পুলকিত দেহে প্রতিবাসী ভক্তকে আলিঙ্গন কর; তাহাহইলে তোমাদিগের পরস্পরের পরিতাপ জাত্যভিমান মনোমালিন্য দূর হইয়া যাইবে।

এক্ষণে তোমরা ভগবানের নামকীর্ত্তন উপলক্ষেই সকলে সরলভাবে মিলিত হইয়া, দেশাত্মবোধে দেশের কার্য্য কর; ভগবৎ কৃপায় ধর্ম্মলাভ ও দেশাত্মবোধ জন্মিবে। মুষলমান ও খ্রীশ্চানগণ মসজিদ ও গীর্জায় একত্রিত হইয়াই উপাসনা করেন, সেই-সূত্রেও তাঁহাদের একতা বাড়িয়া থাকে। অন্যযুগে বহুব্যয় ও পরিশ্রম সাধ্য যাগ যজ্ঞে যে ফল হইত কলিতে নামকীর্ত্তনেও সেই ফল হইবে।

অনাচারী ব্রাহ্মণ সাবধান হও; ঝি (দাসী) নামক বেশ্যার জল এবং নীচের সহিত একসানকে চা খাইয়া, অন্যকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া, কপটী তুমি দণ্ডস্বরূপ ঘৃণার্হ হইয়াছ। গোপনে অখাদ্য ভোজন, অগম্যা গমন প্রভৃতি কুকার্য্য করিয়া অন্যকে হীন বলিয়া মনে করিবার ও অধিকার তোমাদের নাই। পূর্ব্বের ন্যায় তোমাদের অকপট ব্রহ্মণ্য কিম্বা সতীত্বের প্রভাব এবং সদাচার দেখিলে, এখনও লোকে তাহার সমাদর এবং সম্মান করিয়া থাকে। অতএব অভিমান ছাড়িয়া তোমরা হরিনাম কীর্ত্তনে একতা অভ্যাস কর, ইহকাল পরকালে মুক্তি পাইবে।

পরিশেষে একটি কথা আবশ্যক বোধে আমি সকলকে জানাইতেছি। বৈষ্ণব ভূষণ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, পরম সন্ন্যাসী হইলেও মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্যক্ পালন করিতেন, তিনি শূদ্রের

অন্ন কোন দিন গ্রহণ করেন নাই, পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত কায়স্থ কুলতিলক উৎকলবাসী রাজা রামানন্দ রায়ের বাটীতে কিম্বা প্রবল জমিদার রামচন্দ্র খাঁয়ের বাটীতেও তিনি অন্ন গ্রহণ করেন নাই।

অতএব যাঁহারা তাঁহার দোহাই দিয়া বর্ত্তমান সময়ে অন্ন বিচার করেন না, তাঁহারা বড়ই ভুল কার্য্য করেন। তাঁহাদিগের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত নহে।

সম্পূর্ণ।